

দহনপুরুষ

সুপর্ণা চ্যাটার্জী ঘোষাল



কালের এই অমোঘ আখ্যানে তিনি নায়ক নন, প্রতিনায়ক নন। তিনি শাসক নন, শাসিত তো ননই। প্রেমিক হিসেবে তিনি নিষ্ঠুরতম, সখা হিসেবে তিনি প্ররোচকপ্রবর। তিনি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ দ্বারা প্রশংসিত; দিগ্বিজয়ী সম্রাট দ্বারা লাঞ্ছিত। আর এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গসংকুল সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। প্রেয়সীর ভর্ৎসনা, জ্ঞাতিদের অনাস্থাজনিত সংশয়, প্রিয় সখার অব্যবস্থিতচিত্ততা এমনকী ভাবীকালের জটিল সমালোচনার ক্ষুরধার— কিছুই তাঁকে বিচলিত করে না, কিছুই তাঁকে আন্দোলিত করে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? মানুষ অগ্নিকুণ্ড রচনা করে উষ্ণতা, নিরাপত্তা ও ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষায়। আগুন নিজে কেন জ্বলে? কেন সে সহ্য করে নেয় সেই অপ্রমেয় দহনযন্ত্রণা? কোন অনির্দেশ্য নিয়তির অঙ্গুলিহেলনে? কোন উদ্দেশে? "দহনপুরুষ" অবতার নয়, রাষ্ট্রপুরুষ নয়, প্রেমিক বা যোদ্ধা নয়, এ-সকল বর্মের আড়ালে থাকা মানুষ কৃষ্ণের সন্ধান করে গেছে। হ্যাঁ, বাসুদেব নয়, একদা ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ বসুদেবের নিয়তিনির্দিষ্ট পুত্র নয়; রক্তমাংসের মানুষের খোঁজ করেছে এই উপন্যাস।

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী

ISBN 978-81-963770-6-9

দহনপুরুষ

দহনপুরুষ

সুপর্ণা চ্যাটার্জী ঘোষাল



বইবন্ধু

Dahanpurush

Novel by Suparna Chatterjee Ghoshal

ISBN : 978-81-963770-6-9

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৩

বর্ণশুদ্ধি : স্বপনকুমার পান
প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিশার্স
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স,
৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ₹ ২৯৯/-

ওম ঐং বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

আমার দ্রোণাচার্য,

মুখবংশজাত সেই ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে,

শুরু করার আগে

মহাভারত এমন একটি মহাকাব্য, যার বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার পণ্ডিত সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন, আজও করছেন, আগামী দিনেও করবেন।

আচখ্যু কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।।

এই শ্লোকটিকে তো মিথ্যা প্রমাণিত করা যায় না! আবার কাঠবেড়ালিরও প্রবল ইচ্ছা, নিজের সামান্য সামর্থ্য নিয়েই সে সেতুবন্ধনের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞের অংশীদার হয়ে উঠবে। আমিও তাই পিঠের উপর ছোট্ট একটা নুড়ি চাপিয়ে এগিয়ে এলাম, সেই মহান পণ্ডিতদের পাদপ্রদীপের নীচে একটুখানি স্থান অর্জনের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ—এই নামটির ইন্দ্রজাল কেটে সম্ভবত আমরা কেউই বের হতে পারি না। কী আশ্চর্য এক লোক ছিল ভাবুন দেখি! সেই কবেই তার আমল চুকেবুকে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তার গ্ল্যামার, তার মেসমেরাইজ করে দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব যেন এতটুকু টসকায়নি। জনমানসে কতজন এভাবে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেয়! আমরা কৃষ্ণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি বৃন্দাবনের গোপীদের প্রেমিক, রমণীমোহন হিসাবে। হাতে বংশী, চুলের ফাঁকে গোঁজা ময়ূরপুচ্ছ। আবার কখনও দেখি সর্বজ্ঞ পরমাত্মা হিসাবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যিনি অর্জুনকে জীবনের ধর্ম শেখাচ্ছেন। কিন্তু এ ছাড়াও, যাদব বাসুদেবের একটি বিশাল পরিচয় আমাদের কাছে অধরাই রয়ে যায়। তুখোড় এক রাজনীতিজ্ঞ! সিংহাসনে বসা রাজা নয়, সামান্য এক মানুষ হয়েও, সেই সময়ের আর্যাবর্তের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুকে নিজের প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তা—এক ও একমাত্র বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে উত্তর-মধ্য ভারতে নিয়ে আসেন। সে কি শুধুমাত্র গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য, নাকি তাঁর নিজের স্বার্থও প্রবলভাবে কাজ করেছিল? কী সেই স্বার্থ? ধ্বংসের উপান্তে পৌঁছে যাওয়া স্বজাতিকে রক্ষা? সেই প্রায়-ধ্বংসের মুখেও কি তিনিই ঠেলে দেননি? কংস-বধ দিয়ে কৃষ্ণের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, জরাসন্ধ বধে তা একটি মসৃণ গন্তব্য লাভ করে। যদিও তারপরেও কৃষ্ণের 'চরৈবেতি' মন্ত্র থেমে যায়নি। কিন্তু সেই কথা অন্যত্র বলা হবে। আমাদের উপন্যাসের উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের প্রথম পর্বটুকুই।

যাঁকে কল্পনা করলে মানসচোখে একটি সরল-স্মিত হাসিযুক্ত মুখ ভেসে ওঠে, আদপেই কতটা সরল ছিলেন সেই মানুষটি! কীভাবে নিজের সামনে আসা প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তিনি 'ভগবান' শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তার জন্য কতটা বিসর্জন দিতে হয়েছে তাঁকে, এই বইতে সেই না-বলা কথাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তার ফলে, উপস্থাপিত হয়েছে এমন কয়েকটি দৃশ্য যা পুরাণকারগণ বলেননি। হয়তো তা ঘটেওছিল, কিংবা তা সম্পূর্ণই ঔপন্যাসিকের স্বকপোলকল্পিত সাহিত্যিক-স্বাধীনতা! কে বলতে পারে?

সুলেখক পার্থ দে, আমা-হেন হীনম্মন্যতায় ভোগা লোকের উপর ভরসা করেছেন, সেই কারণে কোনো একদিন তাঁকে কোনো একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে, সেই আশা রাখি। বইবন্ধু পাবলিকেশনের প্রত্যেককে জানাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

দহনপুরুষ লেখার ফাঁকে ফাঁকে দেখেছি, হাতের কাছে জলের বোতলটি নামানো রয়েছে। আর কচি গলায় একটা স্বর ভেসে আসত ও-ঘর থেকে, 'লিখতে লিখতে জল খেতে ভুলে যেও না।' আমার আত্মজা প্রজ্ঞাপারমিতা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সে যেন দোষ-গুণ মেশানো উপযুক্ত মানুষ তৈরি হয়।

পরমাত্মীয় তিন্নি চ্যাটার্জী, বন্ধুবর অভিষেক রায়, মণিদীপ লাহিড়ী, প্রণব বসু ও ভ্রাতৃসম সুশোভন রায়ের কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তারা প্রতিনিয়ত সুচিন্তিত মতামত দিয়ে এই লেখাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই লেখার যতটুকু ভালো, তা এই কয়জনের অবদান। খারাপের দায় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

কবি অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, তিনি তীরে এসে তরী ডোবার সময় বারবার আবির্ভূত হয়েছেন। হ্যাঁ তিনি আসেন না, আবির্ভূত হয়ে শরণার্থীকে পরিত্রাণ করেন। অরিন্দম, জেনো, তোমাকে অদেয় কিছুই নেই।

বাকি রইলেন হে পাঠক, আপনি। আপনার হাতেই তুলে দিলাম 'দহনপুরুষ'কে। সাফল্যের ঝুলিতে কতটা তণ্ডুল জমল, তা সময় বলবে।

অলমিতি।

সুপর্ণা চ্যাটার্জী ঘোষাল

সিউড়ি, জুলাই ২০২৩

দহনপুরুষ



বৈহার, বিপুল, বরাহ, বৃষভ ও চৈত্যক পর্বতের ক্রোড়ে, এক সমৃদ্ধিশালী নগরী গিরিব্রজ। সুউচ্চ বৃক্ষশ্রেণি, সুপেয় জলরাশি, সুকণ্ঠ পক্ষী-কূজনে মগধের রাজধানীটি সর্বদা মঙ্গলচিহ্ন বহন করে। কিন্তু এই নগরীকেও অতিদানবী শোক তার করাল মুখব্যাদানে গ্রাস করতে রত। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন যে বিশাল হরিৎ প্রান্তরটি অবস্থিত, কয়েকদিন যাবৎ ক্রীড়ানিমিত্তে কোনো শিশু-কিশোরের পদচিহ্ন পড়েনি সেখানে। সমগ্র নগরী শোকাকুল। দূর থেকে ভেসে আসা পরভৃতের অবিচ্ছিন্ন বেদনার্ত কণ্ঠে, গিরিব্রজের বাতাস বিষণ্ণ। রাজান্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি ভিন্ন, কর্ণকুহরে কিছুই প্রবেশ করে না প্রায়।

'স্তব্ধ হও মূঢ়মতি বালিকা! নতুবা এ-ক্ষণেই তোমাদের কণ্ঠরোধ করে দিতে পারি!' দীর্ঘাঙ্গ প্রৌঢ়ের ক্রুদ্ধস্বর প্রচণ্ড বেগে কক্ষটির মধ্যে ফেটে পড়ল। মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি আপন কন্যাদের কুশলবার্তা জানতে এই কক্ষে প্রবেশ করেছেন। আঘ্রাণ করেছেন তাঁদের মস্তক, ললাটে অঙ্কিত করেছেন স্নেহচুম্বন। আশ্বাস দিয়েছেন, অনাগত ভবিষ্যতে তাঁরা অবশ্যই শান্তি পাবেন—এমন মধুর বচনই তো বলছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু পরম আদরের দুই কন্যার শীর্ণ অশ্রুসজল মুখ দেখে, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। যে কিণাঙ্ক চিহ্নিত দীর্ঘ বাহুদ্বয় দিয়ে তাঁদের আজীবন রক্ষা করে এসেছেন, সে দুটিকেই এখন তাঁর দুর্বল বৃদ্ধের অক্ষম ভুজ বলে বোধ হচ্ছে। পালঙ্ক ত্যাগ করে গুরু পদক্ষেপে বাতায়নের কাছে উঠে গেলেন প্রৌঢ়।

আচমকা পিতার এই রূপ পরিবর্তন দেখে পালঙ্কে উপবিষ্ট দুই কন্যা হতচকিত। সহসাই ক্রন্দন বন্ধ করে অপলক তাকিয়ে রইলেন পিতার দিকে।

পিতা তাঁদের যতই দুর্ধর্ষ হোন না কেন, অস্তি এবং প্রাপ্তি জানেন, তাঁরা দুজনেই পিতার হৃদয়ের মণি। এমনকি জ্যেষ্ঠ পুত্র সহদেব ও জয়ৎসেনকেও পিতা এত স্নেহ দিয়ে লালন করেননি। তাঁদের নিকটে এলেই পিতার আচরণ হিংস্র পশুরাজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে স্নেহশীলা রমণীর ন্যায় হয়ে যায়।

'তোমাদের পিতা রাজকারাগারে একের পর এক রাজাদের বন্দি করে রাখছেন, একদিন শত নৃপতিকে বলি দিয়ে নরমেধযজ্ঞ করবেন বলে, আর তোমরা সামান্য স্বামী-বিরহে কাতর হয়ে পড়ছ? এই কি মগধের রাজকন্যা সুলভ আচরণ? বিস্মৃত হয়ো না, বৃহদ্রথ বংশের নারী তোমরা! বৈধব্যের যন্ত্রণায় অনুশোচনা নয়, এই অকাল বৈধব্যের পিছনে যার ভূমিকা আছে, তার মৃত্যু কীভাবে হবে, সেই আয়োজনে রত হও। মৃত্যু কামনা করো তার, মৃত্যু!' বাতায়ন পার্শ্বস্থ একটি নিমবৃক্ষ থেকে সারিকা পক্ষীর ঝাঁক বৃষভ পর্বতের দিকে উড়ে যায়। তাদের ভীত সমবেত কূজনে ক্ষণিকের জন্য কক্ষটি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সহদেব কক্ষের একটি কোণে মর্মর কুট্টিমের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে একটি তলোয়ারের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষার অক্ষম প্রচেষ্টায় রত। কিন্তু কিছুতেই সহোদরাদের উপর থেকে নিজের মনোযোগ সরিয়ে আনতে পারছেন না। পিতার মতান্তরের সাহস তাঁর নেই, তবু মাঝেমাধ্যে তাঁর এত দুর্দমনীয় আচরণও সহদেবের অসহ্য লাগে।

পিতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার উপযুক্তও এখনও হয়ে ওঠেননি, তবু তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা সহদেবকে চেপে ধরল। 'পিতা, কংস আপনার বশংবদ ছিলেন, তাঁর মৃত্যুকে আপনি সেই কারণে ব্যক্তিগত পরাজয় বলে গণ্য করছেন। অথচ ভেবে দেখুন, আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর অত্যাচার কীভাবে সীমাহীন হয়ে পড়েছিল! এমনকি তাঁর জ্ঞাতি ভোজ-অন্ধক-বৃষ্ণিগণও নিজেদের সমর্থন ধীরে ধীরে তুলে নিচ্ছিলেন। একমাত্র আপনিই যা তাঁর সহায় ছিলেন। আর্যাবর্তের পশ্চিমভাগে সে-ই ছিল আপনার শক্তিশালী মুখপাত্র। তাই অস্তি ও প্রাপ্তি নয়, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আপনিই মরিয়া। সপ্তদশবার মথুরা আক্রমণ করে, প্রতিবার পরাজিত হওয়ার গ্লানি আপনিই স্বীকার করতে পারছেন না। এই দুই হতভাগিনীর উপর এর দায়ভার চাপিয়ে দেবেন না।'

'পরাজিত? পরাজিত হয়েছি আমি? মগধ নরেশ জরাসন্ধ! ওই ধূর্ত আহির

যুবক কিনা আমায় পরাজিত করবে? সে আমার যোগ্যটুকুও প্রথমে হয়ে উঠুক! পুতনা, প্রলম্ব সহ কংসের মিত্রশক্তিগুলিকে সে সমূলে উৎপাটন করেছে, কেবলমাত্র কংসকে একদিন নিধন করবে বলে। এই সমস্ত অনার্য গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে তোমার? বোঝো না, এদের হত্যা করতেও ছলনার আশ্রয় নিয়েছে সে! একমাত্র মথুরার রাজা হওয়ার লোভে! আমার সেনাবাহিনীর সঙ্গেও সে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে প্রতিবার। অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে চাতুরি!' আহত শার্দূলের ন্যায় তিনি সহদেবের দিকে ধাবিত হলেন। মুহূর্তের জন্য সহদেবের লোমকূপে শিহরন খেলে গেল। সেই শৈশবের ন্যায় পিতার ভয়ে তাঁর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে ওঠে। উপবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করেন। মগধরাজ জরাসন্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিজের পুত্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের আশায়।

'স্বীকার করুন, সম্রাট উপাধি লাভের জন্য আপনি উন্মত্তপ্রায়। কিন্তু আপনার সেনারা যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে ক্লান্ত, পিতা। প্রতি তিন মাস অন্তর আপনি এক একটি রাজ্য আক্রমণ করেন, পরাজিত নৃপতিদের নিক্ষেপ করেন কারাগারে। প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সৈন্য নিয়ে যান প্রতিবার। তারা ক্লান্ত হবে না? আপনার একক ক্ষমতার উপর কোনোদিন কেউ সন্দিহান ছিলও না। কিন্তু একক ক্ষমতাবলে গণতান্ত্রিক রাজ্যের উপর জয়লাভ করা যায় না, পিতা। আপনার সৈনিকরা অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করে, সেটাই তাদের পেশা। কিন্তু মথুরার সৈনিক ভূমিমাতৃকার চরণে নিবেদিতপ্রাণ। কংসের অত্যাচারে যে সমস্ত বৃষ্ণি, কুকুর, যদু অন্ধকাদি গোষ্ঠীর জনগণ মথুরা ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে কৃষ্ণ তাদের সকলকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে মথুরায় স্থায়ী বাসস্থান দিয়েছেন। এই তথ্যাদি সমস্তই আপনার জ্ঞাত, পুনরুক্তি করাই বৃথা। তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আপনার সেনার সঙ্গে বিগ্রহে লিপ্ত হয়। কৃষ্ণের কূট সেনাপতিত্বও অসাধারণ!' প্রতিটি বাক্য নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহদেব নিজের প্রতিই আশ্চর্য হয়ে পড়ছেন, কোথা থেকে এল এত স্পর্ধা! বহু বছর ধরে বন্দি করে রাখা জলপ্রপাতের স্রোত যেন সহসাই মুক্তি পেয়েছে।

'সেনাপতিত্ব! পলায়নীপ্রবৃত্তিকে সেনাপতিত্বের আখ্যা দিচ্ছ মগধরাজকুমার? সৈন্য-সম্মুখে কতবার ওই গোপটিকে দেখেছ তুমি? সে পলায়ন করেছিল হে সহদেব, পলায়ন করেছিল!'

'কি-কিন্তু...' সহদেবের শুষ্ক কণ্ঠমণির উত্থান-পতন দেখা গেল। 'কিন্তু কংসবধের সময় তাঁর অপরিসীম শৌর্য আপনি দর্শন করেননি।'

'মল্লযুদ্ধের দিন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে তো, পুত্র?' জরাসন্ধ তাঁর বিশাল দুই করতল সহদেবের স্কন্ধে স্থাপন করেন। ঈগল-চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা সহদেবের মুখের সামনে নামিয়ে আনেন। এই সস্নেহ 'পুত্র' সম্বোধনের অন্তরালে বিদ্রুপের কুটিল ছায়াটি সহদেব উপলব্ধি করতে পারবেন না, অত মূর্খও তিনি নন। জড়পদার্থের ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেল তাঁর সর্বাঙ্গ। 'স্মরণে নেই কী অন্যায় যুদ্ধে ওই গোপালক তার আপন মাতুল কংসকে পরাজিত করল?'

'নিয়তি সম্ভবত অত্যাচারী কংসের মৃত্যুটিকে এইভাবেই গ্রন্থিত করেছিলেন। কৃষ্ণ তো নিমিত্ত মাত্র। যে কোনোদিনই মথুরায় প্রজা বিদ্রোহ ঘটতে পারত। অসন্তোষ তো ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিলই, পিতা। নেহাত কংসের সৈন্যবল, তাঁর মাথার উপর আপনার ছত্রচ্ছায়ার ভয়েই এতদিন পর্যন্ত প্রকাশ্য বিপ্লব ঘটেনি।'

'প্রকাশ্য বিপ্লব?' কক্ষ কম্পিত হয়ে উঠল মগধ নরেশের অট্টহাস্যে। 'তারা কেবল অন্তরালে কূট ষড়যন্ত্র করতে পারে। প্রকাশ্যে কংসের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতা তাদের ছিল না।'

'ছিল পিতা! স্মরণ করুন, যে সভায় কংস, বসুদেবকে তীব্র ভাষায় অপমান করেন, সেই দিন অন্ধক বংশের প্রধানবৃদ্ধই প্রকাশ্যে কংসের প্রতিবাদ করেন। বৃষ্ণিবংশীয়রাও কংসকে স্বগোত্রীয় বলে স্বীকার করতে পারছিলেন না। তাঁদের প্রতিনিয়ত মনে হতে থাকে, বৃষ্ণিগণ কংসের কারণেই দুর্নামগ্রস্ত। কংসের স্বজন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্বেচ্ছায় কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। সর্বোপরি, কংসের জন্মটিও কুহকাচ্ছন্ন! তিনি নিজেই তো ভোজবংশীয় বলে গণ্য করতেন না। ক্ষমতার দম্ভে তিনি নিজেকে দ্রুমিলপুত্র রূপে পরিচয় দিতে অধিক স্বচ্ছন্দ ছিলেন।'

'সহদেব!' জরাসন্ধের মেঘনাদ সদৃশ হুংকারে বাতায়ন নিকটস্থ স্ফটিক স্তম্ভটি কম্পিত হল। 'কংসের জন্মসংক্রান্ত একটি শব্দোচ্চারণ করলে এই মুহূর্তের তোমার জিহ্বা কর্তন করব!'

ক্রোধ-ত্রাস-ভীতি যুক্ত অস্বাভাবিক এক স্রোত সহদেবের মেরুদণ্ড বরাবর বাহিত হল। 'যাঁর অত্যাচারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল, যাঁর জীবিত থাকার অর্থই ছিল প্রজাপীড়ন, এক গোপালক যদি নিজের দৈবশক্তি বলে তাঁকে বধ করে

থাকেন, তাহল আমি অন্তত সেখানে অন্যায়ের চিহ্ন দেখি না!'

জরাসন্ধের নাসিকা হতে ক্রোধসূচক ধ্বনি নির্গত হল। 'অন্ধক-বৃষ্ণি-কুকুর সংঘপ্রধানগণ যদি কংসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হত, তাহলে সামান্য কৃষ্ণের ক্ষমতা কী যে কংসকে হত্যা করে! আর এই ষড়যন্ত্রের হোতা কে জানো? পরিহাসের বিষয়, স্বয়ং কংসপিতা উগ্রসেন, ও বসুদেব।'

'বিশ্বাস করি না।' সহদেবের কণ্ঠস্বর সামান্য দোদুল্যমান।

মুখে এ কথা বললেন বটে, কিন্তু সেদিন মল্লযুদ্ধের সময়ে দর্শকাসনে সহদেব নিজেও যে উপস্থিত ছিলেন। পিতার নিকট স্বীকার না করলেও, অন্তরের কোনো এক দুর্বলতম কোণে তাঁরও যুক্তিজাল খণ্ডন করে উঠে আসছে একটি মাত্র শব্দ— অন্যায়-সমর।

ঘটনাটি স্মৃতিপটে ভেসে উঠলে এখনও তাঁর অক্ষিপুট চঞ্চল হয়। মল্লযুদ্ধের এই কি রীতি! রঙ্গভূমিতে মল্লশ্রেষ্ঠ চাণুরকে হত্যা করার পরে, কৃষ্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই কংসকে স্পর্ধা জানান। যদিও কংস তখন মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হননি। তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পারিষদ বেষ্টিত হয়ে দর্শকাসনের রাজকীয় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। মল্লভূমি থেকে সামান্য উচ্চ অবস্থানে এই আসনগুলি নির্মিত, যাতে মল্লযুদ্ধ দেখতে দর্শকের অসুবিধা না ঘটে। মল্লবীররা সেখানে যেতে পারেন না, তা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর লঘু দেহটিকে নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন কংসের শরীরের উপর।

নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আম্রপত্রের সজ্জা, মঙ্গল-কলস। পুষ্পশোভিত মঞ্চের উপরে যেন বন্য বরাহের আক্রমণ। কংসের কেশ আকর্ষণ করে জোরপূর্বক মল্লভূমিতে নিক্ষিপ্ত করলেন কৃষ্ণ। বলশালী কংসের দেহ-মনে তখন কী ঘটছিল, সহদেব জানেন না; কিন্তু অমন বলশালী একজন পুরুষ কোনো বাধা দিতে পারলেন না। কোনো নামগোত্রহীন কীট, এক শক্তিমান নৃপতিকে আপন প্রজার সম্মুখে কেশাগ্র আকর্ষণ নিয়ে যাবে—এই অপমান সহ্য করতে পারেননি কংস। আকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠেন, 'মাতাপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ স্থাপিতঃ স্বেন তেজসা। উভাভ্যামপি বিদ্বিষ্টো বান্ধবৈশ্চ বিশেষতঃ।'

সহদেব যেন কংসের যন্ত্রণাকে আপন হৃদয়ে অনুভব করেন। যে সন্তানকে তাঁর পিতা-মাতা ত্যাগ করেছেন, যে নৃপতির নেই কোনো সুযোগ্য অমাত্য, গুপ্তচরের অভাবে যিনি চক্ষু থাকতেও অন্ধ, যে পুরুষের কোনো বান্ধব নেই এই

ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর ন্যায় হতভাগ্য আর কে-ই আছে! কেবলমাত্র নিজ ক্ষমতার বলে সিংহাসনে বসে ছিলেন এ যাবৎকাল। কৃষ্ণের কপটতায় সেটিও আর অধিকদিন রইল না। মল্লাঙ্গনে কংসের হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

আর সহদেবের দুই সহোদরার পরিস্থিতি—তাঁদের দুই চক্ষুর সম্মুখেই স্বামীকে পশুর ন্যায় হত্যা করা হল, ক্ষত্রিয় রমণী বলে কি তাঁদের অন্তরে প্রণয়ের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয় না! সহদেব চিন্তা করলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে কীভাবে সহ্য করেছিলেন তাঁদের সেই গগনবিদারী করুণ আর্তনাদ। বিবশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি নিজেও। কল্পনাও করতে পারেননি বাসুদেব এভাবে অতর্কিত আক্রমণ হানতে পারেন। বরং সহদেবের তুলনায় কংসের ভ্রাতা কঙ্ক বহুগুণে বীর! জ্যেষ্ঠের হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে মত্ত হস্তির মতো ছুটে গিয়েছিল কৃষ্ণ-বলরামের দিকে।

'আমার মৃত্যুর পরে, এই তোমার মতো দুর্বলচিত্ত প্রাণীদের কারণেই, এক সময়ে মগধকে কাপুরুষের নগরী বলে সূচিত করা হবে। এই লোকবল, এই হস্তিবাহিনী, এই নৌবাহিনী, উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকার—কোনো কিছুকেই তুমি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কথাটিকে প্রস্তরে খোদিত করে রাখো।'

পিতার বাক্যবাণে সহদেবের চিন্তাস্রোত ছিন্ন হল। মানব মনের জটিল আবর্ত কোন্ যুক্তি-জাল বিস্তার করে কেউ জানে না! সে কীরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা চেতন মন উপলব্ধি করতে পারে না। সহদেবও পিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁর মস্তক আনত হল। অস্তি ও প্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আশু কর্তব্য কী বলে আপনি মনে করেন, পিতা? পুনরায় যুদ্ধযাত্রা? পুনরায় মথুরা আক্রমণ ও পরাজয় স্বীকার?'

জরাসন্ধ ঋজু শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর অপাঙ্গে অশনি সংকেত। 'এই ললাটে আর পরাজয়ের গ্লানি লিখিত হবে না। আমার আত্মজাদের ক্রন্দনের প্রতিশোধ নেবই। এ এক পিতার প্রতিজ্ঞা!'

সামান্য বিরতির পরে পুনরায় তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'অবশ্য এক পিতা হিসাবে আরও একটি কর্তব্য অসম্পূর্ণ রয়েছে। পুত্রসম শিশুপালের বিবাহদান। সেখানে এই যুদ্ধযাত্রার বিষয়েও কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।' সহদেব স্পষ্টই লক্ষ করেন, তাঁর পিতার মুখমণ্ডলের পেশিগুলি ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল। কী দ্রুত নিজের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এই ব্যক্তি। কতজনের থাকে এই অতিমানবীয় গুণ! সেই কারণেই হয়তো সমগ্র আর্যাবর্তের ত্রাসে

পরিণত হয়েছেন মগধনরেশ জরাসন্ধ।



চেদীর রাজপুরীতে আজ সীমাহীন আনন্দের স্রোতধারা। পূর্বদিশা হতে স্বয়ং মগধনরেশ সপার্ষদ পদার্পণ করেছেন চেদীর রাজপ্রাসাদে। এই সভার আহ্বায়ক তিনিই। বহুদিনের আন্তরিক ইচ্ছাকে আজ পূর্ণতা দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। দক্ষিণ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন বিদর্ভরাজ ভীষ্মক ও তাঁর অপরাজেয় পুত্র রুক্মী। মূলত তাঁরাই আজ এই সভার প্রাণকেন্দ্র। জরাসন্ধের আমন্ত্রণে, পৌণ্ড্রক বাসুদেবও তাঁর উষ্ণীষটিকে ময়ূরপুচ্ছে সুসজ্জিত করে উপস্থিত হয়েছেন। এসেছেন পশ্চিমের আনর্ত্তদেশের সৌভপতি শাল্ব।

চেদীর রাজধানীতে ধ্বনিত হয়ে চলেছে মঙ্গলগীত। দেবালয়ে মুহুর্মুহু ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। স্নিগ্ধ বাতাসে গিরিমল্লিকার ঘ্রাণ, প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের পুষ্পিত বল্লরীতে ভ্রমরকুলের আকুল গুঞ্জন। অলিন্দের একটি কুলুঙ্গিতে কপোত দম্পতির নীড়, তাদের মৃদু প্রণয়ালাপে দিবসের প্রথমভাগ হর্ষোৎফুল্ল রূপ ধারণ করেছে।

শিশুপালের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলেও সেই হর্ষের প্রতিচ্ছবি দেখা দিল। তাঁর ন্যায় শক্তিশালী পুরুষসিংহ সহসাই শির আনত করলেন। লজ্জারুণ মুখে, প্রস্ফুটিত হল স্মিত হাসি, ‘আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। আশৈশব আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করে এসেছি, আপনিও আমায় পুত্রবৎ স্নেহ দিতে বিস্মৃত হননি। সহদেব আমার আপন সহোদর ভ্রাতা না হয়েও, যে প্রীতিবন্ধনে তিনি আমায় আবদ্ধ করেছেন, তা আমার আজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।’ শিশুপাল নত হয়ে মগধনরেশ জরাসন্ধের চরণস্পর্শ করেন।

উদ্যানের ভূমিতে কয়েকটি অনুচ্চ কাষ্ঠ নির্মিত সিংহাসনে বসে রয়েছেন তাঁরা সকলে। সম্মুখস্থ একটি দারুকুট্টিমের উপরে পূর্ণ আসব-ভাণ্ড, কাংস্য-পানপাত্র, শুষ্ক উদুম্বর, মিষ্টান্ন সজ্জিত। আসব গন্ধলোভী কয়েকটি মধুমক্ষিকা ভাণ্ডের উপরিভাগে ভ্রমণরত।

'তাহলে তোমার এই পিতার কথায় সহমত পোষণ করছ তো পুত্র?' জরাসন্ধের সম্মুখে এক পরিচারক পানপাত্র তুলে ধরতেই তিনি এক নিমেষে সেটিকে গলাঃধকরণ করে, মুখ ফেরালেন। 'মহারাজ দমঘোষ, দেবী শ্রুতস্রবা, এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আপনারা ইচ্ছুক তো? জন্মদাতা মাতা-পিতার অনিচ্ছায় কোনো কর্ম, তা সে যতই মঙ্গলকারী হোক না কেন, সম্পূর্ণ হয় না।'

শিশুপাল-জননী শ্রুতস্রবা স্পষ্টতই আনন্দিত। উৎফুল্ল কণ্ঠে তিনি বলেন, 'রুক্মিণী কেবল বিদর্ভ কেন, সমগ্র আর্যাবর্তের মধ্যে উৎকৃষ্টতম রমণীরত্ন। আমাদের কুলবধূ হয়ে সে এই পুরীতে পদার্পণ করবে, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী-ই বা হতে পারে? অপরদিকে চেদীর সঙ্গে বিদর্ভের শক্তি মিলিত হলে, আপনাদের সকলের আশীর্বাদে তা এক পরাক্রমী রাজশক্তিতে পরিণত হবে। চিরশত্রু রাজ্যগুলি আমাদের আক্রমণ করার পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে।'

শ্রুতস্রবার বক্তব্য শ্রবণে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিজের হাসি রোধ করতে পারেন না। তাঁর সুচারু দশনপংক্তি, সূর্যকিরণে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হুঁহ! চিরশত্রু রাজ্য! মহারাজ জরাসন্ধের মিত্রশক্তির দিকে হস্ত প্রসারিত করবে, এই জম্বুদ্বীপে কে এমন রয়েছে? এক ওই কুটিল পরজীবী আহির ভিন্ন। সকলেই হয় আমাদের আশ্রিত, অথবা আমাদের ক্ষমতার ভয়ে ভীত, কিংবা সত্যই মিত্রপক্ষ!'

জরাসন্ধ এই ব্যক্তিটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ন্যায় পরাক্রমী নৃপতি এই আর্যাবর্তে দুর্লভ। ভবিষ্যতে এই মিত্রটি তাঁর সঙ্গে থাকলে, তিনিই হয়ে উঠবেন সমগ্র আর্যাবর্তের নিয়ন্ত্রা। কিন্তু এই মুহূর্তে এই কথা আলোচনা অনুচিত। সভার দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই আলাপই হবে। আপাতত তিনি বাসুদেবের বাহুতে করতল রেখে, ইঙ্গিতে তাঁকে নীরব হতে বলেন। তারপর পুনরায় দমঘোষের দিকে ফেরেন, 'মহারাজ, শিশুপাল যেমন আপনার পুত্র, তেমনই আমারও। কিন্তু তাকে আমি জন্ম দিইনি, তাই শিশুপালের জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম অনুমতি আপনার নিকট থেকে আসাই বাঞ্ছনীয়।'

দমঘোষ মিতভাষী ব্যক্তি, সচরাচর শরীরী বিভঙ্গেই মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করতেই, উৎফুল্ল রুক্মীর জিহ্বা থেকে আনন্দে শিসধ্বনি নির্গত হল। তাঁর পেশিবহুল শরীরের প্রতিটি পেশি যেন শরৎকালীন বাতাসে আন্দোলিত কাশপুষ্পগুচ্ছ। তিনিও একটি পানপাত্র সংগ্রহ করলেন, 'আহ, কী

অকৃত্রিম হর্ষ অনুভব করছি আজ। আমাদের দীর্ঘদিনের মিত্রতা শীঘ্রই আত্মীয়তার রূপ নিতে চলেছে। আজ উল্লাসের দিন মিত্রগণ, এসো, আকণ্ঠ পান করে প্রমত্ত হয়ে উঠি!' শাল্বের স্কন্ধে চপেটাঘাত করেন তিনি।

দ্বিতীয় পানপাত্রটি উচ্চে তুলে ধরলেন জরাসন্ধ, 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব, এ-বিষয়ে নীরব না থেকে অভিমত জ্ঞাপন করো। তোমার উপরেই আমার অধিক আস্থা। আমি কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করছি না তো? প্রয়োজনে অবশ্যই আমাকে নিবৃত্ত করবে! বলো বাসুদেব!'

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কৃষ্ণবর্ণ শরীরে পীতাম্বর, কলাপ সজ্জিত উষ্ণীষও পীত বর্ণের। তাঁর সিংহাসনের পার্শ্বে গদা, চক্র, ধনুর্বাণ রাখা। এই প্রত্যেকটি অস্ত্র তথা শস্ত্র চালনায় তিনি সমান পারদর্শী। এইবার তাঁর মুখে অকৃত্রিক হাসি ফুটে উঠল, 'সত্যই আমি ভীষণ আনন্দিত মহারাজ। শিশুপালের পক্ষে দেবী রুক্মিণী ভিন্ন উপযুক্ত নারী আর কে-ই বা আছেন?' পানপাত্রটি একবার ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়ে তিনি বিদর্ভরাজ ভীষ্মককে সম্বোধন করেন, 'মহারাজ, আশু বিবাহের আয়োজন করুন।' ভীষ্মক একবার মেরুদণ্ড ঋজু করে বসলেন, শুষ্ক ওষ্ঠদুটি জিহ্বা দ্বারা সিক্ত করে, একবার হাঁ করলেন সামান্য, অবশেষে পুনরায় মেরুদণ্ড বক্র করে নিজের আসনে বসেই শির সঞ্চালন করলেন, 'তাই না হয় হবে। কিন্তু, ক্ষত্রিয়কন্যার স্বয়ম্বর না হলে...

রুক্মী তাঁর পিতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই দৃষ্টিতে। শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ দানে পিতার যে সম্পূর্ণ সহমত নেই, সেটি তাঁর অজানা নয়। পিতার সঙ্গে এই নিয়ে বাকবিতণ্ডাও কম হয়নি! তবু আপন পুত্রের ক্রোধ ও হঠকারিতাকে ভীষ্মক যে সামান্য সমীহ করেন, এটাই রক্ষা! রুক্মী পিতার বক্তব্যকে নিজের ওষ্ঠে তুলে নিলেন, 'অশোভন দেখায় বটে, তাই স্বয়ম্বর অবশ্যই হবে। কিন্তু মিত্র শিশুপাল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, বরমাল্যটি যেন তোমার কণ্ঠেই শোভা পায়, সেই আশ্বাস আমি তোমায় দিচ্ছি। মহাদেব-পার্বতীর ন্যায় বিরাজ করবে তোমরা। কোনো গোপালকের সেখানে প্রবেশের ক্ষমতা নেই।'

জরাসন্ধ ও পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আনন সহসাই গম্ভীর হয়ে উঠল। পরস্পরের দৃষ্টি, একে অপরকে ছুঁয়ে যায়। 'দেবী শ্রুতস্রবা, আপনি অনুমতি দিলে আমরা মন্ত্রণাকক্ষে গমন করি?' বাসুদেবের এই একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট। শ্রুতস্রবা নিজের আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। 'না, বাসুদেব, আমিই অন্তঃপুরে গমন করছি।

এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবসে উদ্যানে বসে আলোচনা করাই বিধেয়। পরিচারিকাদের হাত দিয়ে আরও কয়েকটি আসবপূর্ণ ভৃঙ্গার প্রেরণের ব্যবস্থা করি।' শ্রুতস্রবা চলে যেতেই, সভার পরিবেশ বিপরীত রূপ ধারণ করল।

একটি উদুম্বর-খণ্ড মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে, প্রথম বক্তব্য রাখলেন মগধনরেশ জরাসন্ধ, 'যাদব কৃষ্ণকে কিছুতেই পরাস্ত করতে পারছি না। আপনাদের নিকটে নিজের দুশ্চিন্তা প্রকাশে গ্লানি নেই। বারংবার মথুরা নগরী আক্রমণ করতে করতে আমি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। কীভাবে নেব কংসবধের প্রতিশোধ? কীভাবে সেই চতুর কৃষ্ণকে পরাজিত করে, অন্ধক-যাদব-বৃষ্ণি গোষ্ঠীর উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করব, কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না।'

'ভগিনীর স্বয়ম্বরে সেই ধূর্ত যদি আসে—তাকে নিমন্ত্রণ জানাব না যদিও, সে কোনো সিংহাসনের বসার যোগ্যই নয়। কিন্তু আমার ভগিনীটি শুনেছি...' শিশুপালের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিপাত করে, বক্তব্যে পরিবৃত্তি ঘটালেন রুক্মী, 'যাক সে কথা, প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যাদব বাসুদেব সেই স্বয়ম্বরে উপস্থিত হবেই। আমরা তখনই তাকে সম্মিলিত আক্রমণে নিহত করতে পারি না?' শেষোক্ত প্রশ্নটি জরাসন্ধের প্রতি।

মগধনরেশের ললাটে গভীর কুঞ্চন, ওষ্ঠদুটি পরস্পর দৃঢ় সংযুক্ত। তিনি মৃদুভাবে দুই পাশে শিরসঞ্চালন করেন, 'না, শিশুপালের বিবাহ বাসরে কোনোরূপ রক্তপাত আমার কাম্য নয়। বিবাহের মঙ্গলগীতে অসির ঝনৎকার থাকবে না।'

পৌণ্ড্রক বাসুদেব নীরবে পানপাত্র তুলে নিয়ে ওষ্ঠস্পর্শ করালেন। 'কিন্তু কৃষ্ণের পরাক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কংসবধের পরে মথুরায় তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। এর আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, ভবিষ্যতে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হব।'

শাল্বের মধ্যে এইবার সামান্য চঞ্চলতা দেখা দিল, একটি কথা বলার জন্য বহুদিন থেকেই তিনি উদগ্রীব। কিন্তু উপযুক্ত সময়ের অভাব বলে উঠতে পারেননি। 'সম্রাট অভয় দিলে, একটি পরামর্শ রাখতে পারি। অবশ্যই শুভাশুভ আপনিই বিবেচনা করবেন।'

জরাসন্ধে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা।

'মহারাজ, যবনদেশের রাজা কালযবন আমার মিত্রস্থানীয়। আনর্ত্তদেশের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সুসম্পর্ক রয়েছে। পরাক্রমেও তিনি অতুলনীয়।

তাঁর রণকৌশল এই আর্যাবর্তের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ কারণে তিনি প্রবল যাদববিদ্বেষীও! আপনার শৌর্যের কথা এই জম্বুদ্বীপের সর্বত্র প্রচারিত। তিনি আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন।'

'যাদব বিদ্বেষী! বিশেষ কারণে?' সহদেব এতক্ষণ অদৃশ্যপ্রায় হয়েই এই সভায় বসেছিলেন। একটিবারের জন্যেও কোনো শব্দোচ্চারণ করেননি। কিন্তু এবার আর কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

সৌভপতিও সম্ভবত সহদেবের উপস্থিতি বিস্মৃত হয়েছিলেন। সহদেবের কণ্ঠস্বরে সামান্য চমকে গিয়েই স্থির কণ্ঠে বললেন, 'বিশেষ না বলে ব্যক্তিগত বলাই উচিত হবে, মগধ রাজকুমার। যদুকুলের কুলপুরোহিত, গার্গ্য শৈশিরায়ণ যাদব বংশের সন্তান। তিনি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণে উন্নীত হয়েছিলেন। সেই তেজ থাকা সত্ত্বেও, তাঁর স্ত্রীর সন্দেহ ছিল, তিনি বীর্যস্খলনে অক্ষম। এই কথাটি শৈশিরায়ণের শ্যালক জানতে পেরে, জনাকীর্ণ রাজসভায় তাঁকে অপমান করেন। লজ্জায়, ক্রোধে উন্মত্ত শৈশিরায়ণ তখন এক গোপকন্যাকে ধর্ষণ করেন। শৈশিরায়ণের ঔরস-জাত এই গোপকন্যার সন্তানই কালযবন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-পশ্চিম দেশীয় যবনরাজের হস্তে তাঁকে অর্পণ করেন মহামান্য শৈশিরায়ণ। এইবার প্রতীত হল, কেন যাদবগণ কালযবনের চিরশত্রু?'

সহদেব একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায়।'

শাল্ব জরাসন্ধের দিকে ফেরেন, 'তাই, আপনি যদি একবার অনুরোধ করেন, তাহলে তিনি বিনা প্রশ্নে যাদব কৃষ্ণকে সমূলে বিনাশ করবেন।'

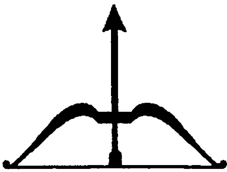
'আমি অনুরোধ করব?' জরাসন্ধের সমস্ত শরীর গ্লানিতে কেঁপে ওঠে। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, বুকের মধ্যে প্রবল এক ঝঞ্ঝা অনুভব করছেন তিনি, 'এক যবন রাজ আমায় করুণা করবেন? হাহ! একদিন যে-সমস্ত রাজন্যবর্গকে আমি এই দুটি ভুজবলে আশ্রয় দান করেছি, তারাই আজ আমায় অন্যের নিকটে আশ্রয় নিতে বলছে! এক সহায়হীন আহির যুবকের ভয়ে আমার চেয়েও অধিক পরাক্রমী নৃপতির কাছে আশ্রয় চাইতে হচ্ছে। হা ঈশ্বর!' জরাসন্ধের দৃষ্টি আকাশে স্থাপিত হয়ে কোনো এক অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা করে, 'এতই কি নিরুপায় আমি? নূনং যোগবিহীনো'হং কারয়িষ্যে পরাশ্রয়ম্। এর চেয়ে তো মৃত্যুই শ্রেয়!'

পৌণ্ড্রক বাসুদেব জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শাল্বের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কৃষ্ণবর্ণের গণ্ডদেশ ধূমল হয়ে উঠেছে। জরাসন্ধের মর্মবেদনা তিনি যেভাবে অনুভব করেন,

সৌভপতির সে ক্ষমতা নেই। আর্যাবর্তের সম্রাটকে তিনি এক যবনরাজের সাহায্য নিতে বলছেন। 'মহামতি শাল্ব!' বাসুদেব গর্জে ওঠেন, 'জিহ্বা থাকলেই তার অপব্যবহার করবেন? আজ আপনি আমার মিত্র না হলে, এই মুহূর্তেই ওই সুদর্শন উত্তরীয় লাঞ্ছিত বক্ষে আমার অসিটি আমূল বিদ্ধ হত!' বাসুদেব একবার সহদেবের দিকে তাকালেন। তিনি নির্বিকার, পিতার গ্লানিতেও কোনো দোলাচল নেই।

শাল্ব ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, 'না, না, বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতেষু রাজা বলসমন্বিত মহারাজ বাসুদেব, মগধনরেশকে আঘাতের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না। আসলে আমিও চাই, এই আর্যাবর্তে যদি বাসুদেব উপাধিধারী কেউ থাকবে, তা হবেন আপনি! পুণ্ড্রবর্ধনের মহারাজ, করতোয়াধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব।' অপাঙ্গে বাসুদেবের দিকে তাকিয়েই শাল্ব উপলব্ধি করলেন, উপযুক্ত স্থানেই শীতল প্রলেপ পড়ল। 'হে সম্রাট,' জরাসন্ধের কম্পিত দুটি করতল, নিজের করতলে ধারণ করলেন শাল্ব, 'আপনার এই অনুগত মিত্রকে ক্ষমা করে দিন। পরিস্থিতি সম্যক অনুধাবন না করেই অনুচিত-কথন আমার উচিত হয়নি। আপনি আজ্ঞা দিলেন, আমি স্বয়ং কালযবনের কাছে সংবাদ নিয়ে যাব। কংসবধের ফলে পশ্চিমে কৃষ্ণের আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র আর্যাবর্তে যদি কৃষ্ণের অভ্যুত্থান ঘটে, তাহলে কালযবনেরও কর্তব্য তা রোধ করা। নিজের প্রয়োজনেই সে কৃষ্ণহত্যা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করবে।'

'আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল, কংস-হন্তারককে সম্মুখ সমরে নিহত করব।' জরাসন্ধের মুখমণ্ডলের পেশি দৃঢ় হয়ে উঠেছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব তাঁর জানুতে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করেন, 'সম্রাট, কালযবনের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে আমিও শুনেছি। তাঁকে একবার অবকাশ দিয়েই দেখুন না! সর্বোপরি কৃষ্ণের নিধনই তো আমাদের কাম্য!' জরাসন্ধের রসনাগ্রে কিছু তিক্ত-বাক্য চলে এসেছিল, সেগুলিকে দমন করে তিনি কেবল সম্মতিসূচক শির চালনা করলেন। হৃদযন্ত্রের ভার তবু লাঘব হল না।



নিশীথিনীর বক্ষে কেবলমাত্র নিশাচর বা তস্করই আশ্রয় গ্রহণ করে না। মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষও তাঁর অন্ধকার কেশরাশির জটাজালের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে চায়। এখানে সাধারণ মানুষ আর রাজপুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। মহাতামসী দেবীও প্রত্যেককে সন্তানসম ধারণ করেন আপন ক্রোড়ে। তাদের শঙ্কা দূর করে, সুদূর ভবিষ্যতের দিকে প্রেরণ করেন অতি সন্তর্পণে।

রাত্রির ঘনান্ধকারে মথুরা থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিশাল একটি দল এগিয়ে চলেছে দ্বারাবতী নগরীর দিকে। এত মানুষের গমন, অথচ কোথাও বিন্দুমাত্র শব্দ নেই, আলোকমালা নেই। উল্কাদণ্ড প্রজ্বলিত করা হয়নি, পাছে শত্রুপক্ষের চোখ সেই আলোকপ্রভার উপর পড়ে। নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোই তাদের একমাত্র সম্বল। দলের সকলেই সন্ত্রস্ত, তাই যতদূর সম্ভব নিঃশব্দ এই যাত্রা। অশ্বগুলিও হ্রেষাধ্বনি বিস্মৃত হয়েছে প্রায়। নিশাচর প্রাণীদের কর্কশ ডাকের সঙ্গে অশ্বক্ষুরের শব্দ মিশে যাচ্ছে। শিশুরা কোনো অনাগত ত্রাসের আশঙ্কায় ক্রন্দন ভুলে বিস্মিত চোখে এই পরিব্রজন দেখতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাদের বোধগম্যতার বাইরে। কেবল পেচকের ঘুৎকারে ভীত এক নবজাতক শিশু ক্রন্দনোদ্যত হতেই, শিশুটির মা তার দন্তহীন মুখে আপন স্তনটিকে পুরে দিলেন।

অশ্বারোহী যাদব যুবা পুরুষদের মুখমণ্ডল অন্ধকারে অস্পষ্ট। নতুবা বোঝা যেত, সকলেই যে এই যাত্রায় সন্তুষ্ট তা নয়। কারও কারও মুখে গভীর অসন্তুষ্টি। সমর্থ নারীগণ কেউ পদব্রজে, কেউ অশ্বের পিঠে; সন্তানসম্ভবা ও বৃদ্ধাদের জন্য শিবিকার আয়োজন। প্রত্যেকের সঙ্গে আপন আপন সম্পত্তি। ন্যূনতম পাথেয়ই সঙ্গে নিতে বলেছেন গোষ্ঠীপ্রধানগণ। পাথেয়র ভার বেশি হলে চলার বেগ হ্রাস পায়। সর্বত্যাগী যোগীগণ যেমন জলপানের জন্য মৃৎপাত্রটুকুও সঙ্গে রাখেন না।

মহিলাদের সঙ্গে সুবর্ণ কর্ণাভরণ, কণ্ঠহার, সামান্য তণ্ডুল, গোধূমচূর্ণ, শুষ্ক ফল। যে সকল যুবতীরা রূপ লাবণ্যকে এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পরিমার্জন করার কথা বিস্মৃত হয়নি, তাদের পুঁটুলির ভিতর গোপনে স্থান পেয়েছে ওষ্ঠ-রঞ্জনী।

অশ্বেতর প্রাণীদের পিঠে ও গো-শকটে বিশালকায় পেটিকার অভ্যন্তরে চলেছে নগরবাসীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে সেখানে। যাদবরা গোপালক গোষ্ঠী হলেও, ক্ষত্রিয়ধর্ম পূর্ণমাত্রায় পালন করে আসছেন। উলূক রজকের পুঁটুলিতে রিষ্ঠফলের অজস্র বীজ। তারা জানে না, সেই মৃত্তিকায় আদৌ এই বৃক্ষ জন্মাবে কি না। শুধু শুনেছে, পঞ্চপ্রধান তাঁদের কল্যাণের জন্য সেই সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত মৃত্তিকা অঞ্চলে সমগ্র মথুরাবাসীকে স্থানান্তরিত করতে চায়।

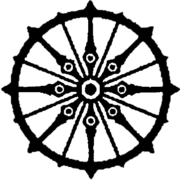
নব নগরী নির্মিত হয়েছে সেখানে। যদিও সেটিকে এই মুহূর্তে নগরী হিসাবে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তিই করা হবে। সামান্য কয়েকটি আপণ, সমগোত্রীয়-সমদর্শী অট্টালিকা, কৃষিকার্যের নিমিত্তে অনতিবিস্তৃত কৃষিজমি—বারো যোজন ভূমির মধ্যে এইটুকু ব্যবস্থাই করতে পেরেছেন এই কৃষ্ণবর্ণের যুবকটি।

তিনি চলেছেন এই মানব-সারির পশ্চাদভাগে। পীতাম্বরধারী এই ব্যক্তিটিকে উপলব্ধি করতে পারে না উলূক রজক। তাঁর মুখে সর্বদা লেগে থাকা মোহন হাসি, সম্মোহক ব্যক্তিত্বে অধিকাংশ নগরবাসীই নিমগ্ন। প্রিয়বাক্য ছাড়া কথা বলেন না। সকলের সুখ-দুঃখে সমান অংশভাগী হন। এমনকি উলূকের কুটিরেও তিনি পদধূলি দিয়েছেন। তার বৃদ্ধা মা'কে আশ্বাস দিয়েছেন, এই যাত্রায় তাঁর কোনো সমস্যা হবে না। কই, যাদবদের বাকি গোষ্ঠীপতিরা তো এভাবে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে মেলামেশা করেন না! অথচ এই ব্যক্তিটিকেই সে দেখেছিল মল্লযুদ্ধে কংসকে পরাজিত করার দিন। সেদিন তার দুটি চক্ষু সার্থকতা লাভ করে। শালগ্রাম শিলার ন্যায় শরীরে ধূলামাটি মিশ্রিত শোণিতধারা তাঁকে কালান্তক যমের রূপ দান করেছিল। ক্ষতস্থানগুলিই হয়ে উঠেছিল তাঁর অঙ্গসজ্জার অংশ। কোন মূঢ় বলে তিনি বৃন্দাবনের বংশীধারী প্রেমিকবর, গোপীশতকেলিকার! একবার তারা এসে দেখে যাক, উলূকের আরাধ্য এই মানুষটিকে। দলপতি হিসাবে তিনি কত যোগ্য!

অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ় স্বরে তিনি পশ্চাৎ থেকে বলে উঠলেন, 'আর কয়েক দণ্ডের মধ্যেই উষালগ্ন। দিবাভাগে গমন না করাই শ্রেয়তর। শত্রুপক্ষের চর সর্বত্র বিস্তৃত, আমাদের সংবাদ পেতে তাদের মুহূর্তকালও লাগব না। সম্মুখে অনতিদূরেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা সকলে গ্রামের বহির্ভাগে আশ্রয় নেব। সত্রাজিৎ, আপনি গ্রাম পরিদর্শন করে এসে আমাদের আশ্বস্ত করুন, সন্দেহজনক কিছু আছে কি না! গ্রামবাসীদের নিকট হতে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে

অনৃতভাষণে দ্বিধা করবেন না।’

পুরোগামী পুরুষটির ললাটে কুঞ্চন দেখা দিল। তিনি নিজেও অন্যতম গোষ্ঠীপতি, অথচ অঘোষিতভাবে এই ব্যক্তির নেতৃত্বই তাদের মান্য করতে হয়। আর অধিক দিন এই বিষয়টি সহ্য করবেন না তাঁরা। গোপন স্ফুলিঙ্গ তৈরি হচ্ছে অতি সন্তর্পণে। তাতে যথাযথ পরিমাণ ইন্ধন জোগাতে পারলেই কার্যসিদ্ধি! বাসুদেব কাল প্রাতেই মথুরায় ফিরবেন। কালযবনের অবরোধ থেকে অনায়াসে যেভাবে সকলকে দ্বারকায় নিয়ে যেতে পেরেছেন, সেভাবেই কালযবনের নিষ্পত্তি না করে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করবেন বলেও বোধ হয় না। ইতিমধ্যেই পরিকল্পনার জাল বিস্তৃত করে রাখতে হবে। কিন্তু এই মনোভাবকে তিনি ধূর্ত বাসুদেব কৃষ্ণের সামনে ব্যক্ত করবেন না কিছুতেই। বাসুদেবের কথায় সম্মতি জানিয়ে তিনি কয়েকজন অশ্বারোহী পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হলেন সত্রাজিৎ।



বিলীয়মান সূর্যের অন্তিম রশ্মিগুলি ক্রমশ দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। রাজপ্রাসাদের কারুকার্যমণ্ডিত বলভিতে সেই কিরণমালা পতিত হতেই, তা রক্তিমাভ হয়ে ওঠে। বৃক্ষের উপরিভাগগুলি এখনও রৌদ্রস্নাত, যদিও তার তেজ আর দিবাভাগের প্রখর ন্যায় নেই। বৃক্ষতলদেশ ক্রমশ তমসাচ্ছন্ন। দিবাবসানান্তে পক্ষীকুল ফিরে আসছে নিরাপদ আশ্রয়ে। মায়াবিনী কেশবতীর ন্যায় সন্ধ্যা ক্রমশ রাত্রিকে ধীরগতিতে আহ্বান জানায়। পশ্চিমাকাশের গৈরিকবর্ণ, নৈর্ঋতের নীলাভাকে স্পর্শ করেনি। নক্ষত্রের সমূহের নিদ্রা ভঙ্গ হল, নীলিমার শরীরে তাদের ক্রমপ্রকাশমান উজ্জ্বল উপস্থিতি।

নগরের উপান্তে জ্বলে উঠছে একটি দুটি সন্ধ্যা-প্রদীপ। দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। ব্রাহ্মণ-বাটি থেকে ভেসে আসে বেদমন্ত্রের বিমোহক সুর। শৌণ্ডিকালয়ের দ্বারপ্রান্তে রসলোভীদের সমাবেশ। হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের

সর্বত্র ধুনা-কর্পূর-চন্দন মিশ্রিত অনচ্ছ ধূমাচ্ছাদন। স্তিমিত হয়েছে প্রাত্যহিক কোলাহল। রাজকর্মচারী ও পরিচারকদের নীরব পদচারণা, নিঃশব্দ সেবা ভিন্ন বহিপ্র্রাসাদে অন্য কোনো কর্মচাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই। আজ সর্বত্রই এক গভীর নিস্তব্ধতা।

মন্ত্রণাগৃহে পাঁচজন রাজপুরুষ ও এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাউকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি অদ্যকার এই গোপন সভার ক্ষেত্রে। দ্বাররক্ষীও নির্বাচন করেছেন স্বয়ং রাজপুত্র দুর্যোধন। নিশ্ছিদ্র সতর্কতা এই মুহূর্তে তাঁদের একান্ত কাম্য। মন্ত্রী কণিকের মুণ্ডিত মস্তকের শীর্ষে অবস্থিত দীর্ঘ শিখাটি তাঁর পৃষ্ঠদেশে, উপবীতের দৈর্ঘ্য পর্যন্ত লম্বিত। গুরুভোজনের পরে চন্দ্রচূড় সর্প যেভাবে অরণ্যের গহিনে বিশ্রাম গ্রহণ করে, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কণিকের শিখাটিও তদনুরূপ। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাঁর দুই তীক্ষ্ণচক্ষু সম্মুখে উপবিষ্ট রাজপুরুষটিকে একদৃষ্টে অবলোকন করে চলেছে।

জলের উপরিভাগ থেকেই যেমন দক্ষ মৎস্য শিকারি সন্ধান করে নিতে পারে তলদেশস্থ রোহিত মৎস্যটি, এই রাজপুরুষের হৃদয়ের গতিবিধিটিও কণিকের কাছে তেমনই। অতি অনায়াসেই সেই প্রতিফলন মুখমণ্ডলে অঙ্কিত হয়ে যায়। সংসারে থেকেও, রাজসিংহাসনে আরোহণ করেও, সাধারণ সংসারী মানুষের ন্যায় তিনি অনুভূতি গোপন করার কলা করায়ত্ত করতে পারেননি, শেখেননি। তার কারণটি অনুমান করতে কণিকের অসুবিধা হয় না—অন্ধত্ব, সর্বোপরি জন্মান্ধতা।

অন্ধ ব্যক্তি দর্পণে আপন মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় না। ফলে প্রতিটি পেশির উপর নিয়ন্ত্রণ আনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যের সম্মুখেই দুশ্চিন্তায় ললাট কুঞ্চিত হয়, লালসায় নির্গত হয় জিহ্বাগ্র, সুখে আকর্ণ দন্তপংক্তি বিকশিত করে হাসে, পরশ্রীকাতরতায় অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। জ্যোতিহীন কৃষ্ণগর্ভ চক্ষুদুটিও কুটিল রূপ ধারণ করে। জনাকীর্ণ রাজসভাতেও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই রূপ পরিবর্তন লক্ষ করেছেন মন্ত্রীবর কণিক।

এমনকি আজ সন্ধ্যার এই গূঢ় আহ্বানটিও কোন্ বিষয় কেন্দ্রিক, সেও তাঁর অজানা নয়। রাজনৈতিক কারণেই একপ্রকার বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে, নিজের অনিচ্ছায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের প্রতি স্বকৃত এই অবিচার তিনি মেনে নিতে পারছেন না। আবার কুরুকুলতিলক পিতামহ ভীষ্মের ভয়ে, এই বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য

উপস্থাপন করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অপরদিকে, গুরু দ্রোণাচার্য! তিনি আর এক মূর্তিমান সমস্যা! দিন কয়েক পূর্বে শিষ্যপরম্পরায় অর্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করেছেন। তারা পাঁচভাই কুরু-জনগণের হৃদয়ে কমলের ন্যায়, শত্রুর হৃদয়ে কালান্তক যমের ন্যায় বিরাজমান।

ধৃতরাষ্ট্র সেইদিন থেকে সুখে নিদ্রা যেতে পারেন না। চন্দ্রোদয় থেকে চন্দ্রাস্ত অবধি দৃষ্টিহীন নেত্রে নিদ্রাদেবীর ব্যর্থ আরাধনা করেন। কণ্ঠনালি দিয়ে জল নামে না, পায়সান্নের স্বাদ যেন গোময়-সম। রাজবৈদ্যকে আহ্বান জানিয়েও দেখে নিয়েছেন, অজীর্ণের ঔষধ, নিদ্রা দূর করার বটিকা—সমস্তই বিফলে গেল। আত্মপ্রবঞ্চনায় ফলপ্রসূ নয় বুঝেই, তিনি অবশেষে মন্ত্রী কণিকের সঙ্গে এই গোপন পরামর্শ করতে চেয়েছেন।

কক্ষের মধ্যে রাজকুমার দুর্যোধন, দুঃশাসন, মাতুল শকুনি, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, রাধেয় কর্ণ ও মন্ত্রী কণিক ব্যতীত একটি মক্ষিকাও নেই।

'আপনার নিকটে আর কী-ই বা গোপন করব? করে কোনো সুফলও হবে না মন্ত্রীবর কণিক। আমার অবস্থা এখন ঈর্ষার দাবানলে দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায়। এর থেকে মুক্তিলাভের উপায় বলে দিন।' কণিকের অবস্থান অনুমানপূর্বক, সেই দিক লক্ষ করে ধৃতরাষ্ট্র বলে ওঠেন, 'পাণ্ডবদের এত সমৃদ্ধি আমার বুকে শেল সম বিদ্ধ হচ্ছে। যুবরাজ যুধিষ্ঠির ইদানীং আমার চরণস্পর্শ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে এলে, আমি তার অমঙ্গল কামনা করি। তাদের সম্পর্কে কী প্রতিষেধক গ্রহণ করা যেতে পারে? আপনার প্রতিটি বাক্যই শিরোধার্য করব দ্বিজোত্তম।' সামান্য চুপ করে তিনি পুনরায় বলেন, 'এক অসূয়াপরায়ণ বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি বলে মনে হচ্ছে তো মন্ত্রীবর? কিন্তু, এক পিতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সম্যক অনুধাবন করবেন।'

'মহারাজ,' কণিকের ব্রাহ্মণতনুটি কৃশকায়, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে তা প্রতীত হয় না। কোমল অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করেন, 'আপনার অন্নেই আমি প্রতিপালিত। কিন্তু কখনও নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ জ্ঞান আমার কাছ থেকে আপনি পাবেন না।' এইটুকু বলেই কণিক লক্ষ করেন, ধৃতরাষ্ট্রের মুখ কালিবর্ণ ধারণ করল।

ক্ষোভে, ক্রোধে, হতাশায় দুর্যোধন গর্জে উঠলেন, 'তাহলে যোগ্যতর হওয়া সত্ত্বেও আজীবন আমি বঞ্চিতই থেকে যাব মন্ত্রীবর? রাজার অপত্য রাজা হবেন,

এটাই জম্বুদ্বীপের নিয়ম। পিতামহ ভীষ্ম সিংহাসনে আরোহণ করবেন না বলে পণ করেছিলেন; পিতা জন্মান্ধ, তাই পাণ্ডু রাজপদে আসীন হলেন। এবার তাহলে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, এবং ভবিষ্যতে যুধিষ্ঠিরের পুত্র রাজা হবে। আমার কি রাজ্য ভোগ করতে ইচ্ছা করে না? কী নেই আমার! পুরবাসীদের সমর্থন, ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ, হস্তিনাপুরের সেনাবল, ব্যক্তিগত পরাক্রম। হস্তিনাপুর কি বীরভোগ্যা হবে না?' উত্তেজনায় দুর্যোধনের বলশালী বাহুর পেশিগুলি স্ফীত হয়ে উঠছে। 'সর্বোপরি কুরুবংশের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আমার ধমনিতে। যোগ্যতার মানদণ্ডে, যুধিষ্ঠির অপেক্ষা আমিই কি উন্নীত হই না! তার তো পিতৃপরিচয়ও সন্দেহজনক।'

'হে প্রিয় পুত্র সুযোধন, এই অসহায় বৃদ্ধ পিতাকে আর মনঃকষ্টে জর্জরিত কোরো না!' ধৃতরাষ্ট্র তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্দেশে কম্পিত দক্ষিণ বাহুটি প্রসারিত করলেন। 'হা ঈশ্বর!' তাঁর কণ্ঠ থেকে অস্ফুটে একটি আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। 'কেন আমি এত অসহায়? কেন আমি এত দুর্বল! হে মাতা অম্বিকা, কেন আপনি সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আপন চক্ষু দুটি মুদিত করে রেখেছিলেন!' দুর্যোধন তাঁর হাতটি ধরে ফেলতেই কুরুরাজের কৃষ্ণগহ্বর চক্ষু থেকে জলধারা নামে।

'মহারাজ,' কণিকের কণ্ঠস্বর কুলিশ তুল্য। 'একজন রাজা কখনও নিজের দুর্বলতা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন না। আমরা আপনার যতই হিতাকাঙ্ক্ষী হই না কেন, আমাদের সম্মুখেও নিজের শক্তিহীনতার কথা প্রকাশ করবেন না। বরং, পুরুষকার প্রদর্শন করুন। কূর্মের ন্যায় নিজেকে একটি শক্তিশালী বর্মে আবৃত রাখবেন। যাতে শত্রুপক্ষ আপনাকে অত্যন্ত বলশালী কল্পনা করে ভীত হয়ে পড়ে। প্রতিপক্ষের সেই ভীতিকেই আয়ুধ রূপে প্রয়োগ করতে হয়। এইরূপ হতাশা একজন রাজপুরুষের পক্ষে নিন্দনীয়। প্রথমে আমার কথা অবধান করুন। নিজের প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনাশ করাই তো একজন রাজার অবশ্যকর্তব্য! অপকারী শত্রুকে জীবিত রাখা অনুচিত।'

রাজকুমার দুঃশাসন এতক্ষণ কণিকের বক্তব্য মর্মোদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনটি পূর্ণ পানপাত্র তাঁর সমাপ্ত। মন্ত্রীবরের কূট বক্তব্য উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে ভ্রাতা দুর্যোধনের কাছে স্পষ্টরূপে জানতে যাবেন, এমন সময় কণিকের শেষোক্ত বক্তব্যের অর্থ উপলব্ধি করে তাঁর মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'তাহলে বরং যুধিষ্ঠিরকে গোপনে হত্যা করিয়ে দেওয়া যাক।' উত্তেজনায় দুঃশাসন নিজের কাষ্ঠাসনের বিশ্রাম-বাহুতে চপেটাঘাত করলেন।

'আচ্ছা? তাই?' ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কণিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুঃশাসনের দিকে ঘোরে। 'রাজকুমার, আপনার অগ্রবাহুতে ওটি কীসের ক্ষতচিহ্ন?'

'এটি?' হাতের একটি পুরনো গোলাকার ক্ষতচিহ্নের উপর আঙুল বোলালেন দুঃশাসন, 'এ তো শৈশবে বিল্বকণ্টক বিঁধে যায়। পুরো কণ্টকটি বের করতে পারিনি, তাই এই চিরস্থায়ী ব্রণ। ক্ষতচিহ্নটিকেও আশৈশব ধারণ করে চলেছি।'

কণিকের মুখে কুটিল হাসি ছড়িয়ে পড়ে, 'যুধিষ্ঠিকে গোপনে হত্যা করালে বাকি চারজন ভাই আজীবন আপনার জীবনের এই চিরস্থায়ী ব্রণটির রূপ ধারণ করবে। নিজেই সেই পথ প্রস্তুত করতে চাইছেন? চমৎকার!' মন্ত্রীবরের শ্লেষোক্তি শুনে দুঃশাসন লগুড়াহত কুক্কুরের মতো মুখ করে বসে রইলেন।

তাঁকে গুরুত্ব না দিয়ে কণিক ধৃতরাষ্ট্রের দিকে ফেরেন, 'শত্রুপক্ষকে বলবীর্যহীন করে তোলা আবশ্যক। দেখুন, নগরীর মধ্যে কারা পাণ্ডবদের সমর্থক। তাদের...

দুঃশাসন স্বভাবতই নির্লজ্জ। অপমানিত হওয়ার পরে নিজের দীর্ঘ গুম্ফটিকে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে মর্দন করছিলেন। কণিককে কথা সমাপ্ত করতে দিলেন না। পুনরায় উদ্দাম উল্লাসে বলে ওঠেন, 'চমৎকার পরামর্শ। আমরা তাহলে প্রথমেই এই রাজ্যে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বনকারী জনগণকে চিহ্নিত করি, তারপর তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করব। সমর্থন না পেলেই তারা আর শক্তিশালী রাজশক্তি রূপে মাথা তুলতে পারবে না।'

'আহ দুঃশাসন! বিপ্রবরের কথায় মনোনিবেশ করো। এভাবে বাধাদান কোরো না!' কর্ণ এই দ্বিতীয় কৌরবকে সহ্য করতে পারেন না। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। মিত্রপক্ষের হলেও, বিশালবপু দুঃশাসন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান নন। উপরন্তু সর্বক্ষণ এক আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করেন। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা ধূর্ত শত্রু কল্যাণজনক। তারা এমন পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে পতিত করে, যেখানে সে প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রমাণ করে যেতে পারে। নিজের বিরক্তিটুকু আড়াল করে, কণিকের দিকে তাকালেন মহাবীর কর্ণ। যেমন এই মানুষটি—অসম্ভব প্রজ্ঞাবান, স্থিতধী ও একই সঙ্গে চতুর।

কণিক মুখের হাসিটিকে যথাপূর্বক ধরে রেখেছেন, 'না রাজকুমার, পুরবাসীদের মূর্খ ভাববেন না। আমি তাদের উপঢৌকন দিয়ে স্বপক্ষে আনার কথা বলতে চাইছিলাম। গণহত্যা ঘটালে, তাদের যৌথ বিপ্লব, তাদের সম্মিলিত শক্তি

এই হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনকেও ধূলায় মিশিয়ে দিতে পারে, সেই সম্পর্কে যত্নবান হবেন। তাছাড়া, সমর্থক হল রক্তবীজের ন্যায়। আপনি একটিকে হত্যা করলে, শত শত সমর্থক যুধিষ্ঠিরের জন্য প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবে, কতজনকে হত্যা করবেন আপনি? গৃহযুদ্ধের সূচনা চাইছেন?'

'উফফ এই পাণ্ডব!' সবলে নিজের দক্ষিণ মুষ্টি দিয়ে বাম করতলের উপর আঘাত করলেন দুঃশাসন। দন্ত ঘর্ষণের শব্দ শোনা গেল। তাঁর চোখমুখে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের সহাবস্থান।

'উঁহু, উঁহু, এটিই তো ভুল করছেন। অন্তরে ক্রুদ্ধ হলেও, প্রতিপক্ষের অনিষ্ট চিন্তা করলেও, মুখে হাস্য রাখবেন। সর্বদা সাম, দান, দণ্ড, ভেদ নীতি দ্বারাই শত্রু বিনাশ করতে হয়! এই প্রসঙ্গে এক শৃগালের কাহিনি শোনাই...

শকুনি এতক্ষণ নীরব বসেছিলেন। আচমকা কর্কশ স্বরে তিনি নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেন, 'রাখো হে ব্রাহ্মণ তোমার নীতিশাস্ত্রের পাঠশালা। শিয়াল-নকুলের রসকথা শোনাতে এসেছ, আমার ভাগ্নেরা কি খোড়ো পাঠশালায় অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র শিশু? নাকি বোধবুদ্ধিহীন মূর্খ বালক? বলি পাণ্ডবদের কীভাবে সমূলে হত্যা করা যায়, আবার জনগণও আমাদের প্রতিকূলে যাবে না—সে বিষয়ে আলোকপাত করো হে দ্বিজবর!'

ক্ষণিকের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের চক্ষুদুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর সঙ্গে এভাবে বাক্যালাপ করার ধৃষ্টতা কেউ দেখাতে পারে না। এই ব্যক্তি রাজ-আত্মীয় বলেই সর্বত্র এমন মূর্খের ন্যায় স্পর্ধা প্রদর্শন করে বেড়ায়, অথচ কেউ বিরোধিতা করতে সাহস পায় না। এর সঙ্গে বাক্যক্ষয় করার রুচি অবধি বোধ হল না কণিকের। শকুনিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন তিনি।

'হে কুরুপতি, পুত্র, মিত্র, পিতা, গুরু—যে কেউ-ই হোক না কেন; যদি শত্রু হিসাবে প্রতিভাত হতে থাকে, তাহলে তাদের বধ করাই বিধেয়। পুত্রঃ সখা বা ভ্রাতা বা পিতা বা যদি বা গুরুঃ। রিপুস্থানেষু বর্ত্তন্তো হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা।' মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ কণিক সময়-লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়েই জানেন, রাজ সকাশে এইরূপ বক্তব্যই শ্রেয়। 'মুখে আপনি মিষ্টবাক্য বলুন, তাদের অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করুন, প্রয়োজনে ধন-মান-কুল-শীলে বহুগুণ সমৃদ্ধি লাভের আশীর্বাদও দান করুন। কিন্তু, অন্তরে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতার কোনো চিন্তা করবেন না। কারণ ভবিষ্যতে এরাই আপনার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই, যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তাহলে

বলব, পাণ্ডবরা যখন ধার্তরাষ্ট্রদের অপেক্ষা বলশালী হয়ে উঠছেন...

নাটকীয় বিরতি নিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রী কণিক। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। ধৃতরাষ্ট্রের জিহ্বা সামান্য সম্মুখভাগে আনত, দুর্যোধনের মুখ চিন্তায় কঠিন, দুঃশাসনের পৈশাচিক উল্লাস, কর্ণের মুখ আপাত শান্ত কিন্তু উদ্বিগ্ন। কণিকের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর এই রুদ্ধদ্বার কক্ষের লোমকূপ শিহরিত করে তোলে, ...তাহলে এমনভাবে পাণ্ডবদের হত্যা করুন, যাতে পরবর্তীকালে অনুতাপ করতে না হয়। যাতে সেই কলঙ্কচিহ্ন হস্তিনাপুরের শুভ্র করতলে না লাগে। ...যথা ভয়ং ন পাণ্ডুভ্যস্তথা কুরু নরাধিপ! পশ্চাত্তাপো যথা ন স্যাত্তথা নীতির্বিধীয়তাম্।' কণিকের বাক্য সমাপ্ত হতেই শকুনি আক্ষরিকভাবেই শৃগালের ন্যায় খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন।

'প্রয়োজনে রাজকুমার দুর্যোধন সহ উপস্থিত সকলের সঙ্গে মন্ত্রণা করুন। এবার আমাকে আজ্ঞা দিন।' ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে দুর্যোধন ও কর্ণের দিকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করেই কণিক আসন ত্যাগ করলেন। যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছে। এই মন্ত্রণাগৃহে তাঁর আর প্রয়োজন নেই।

কণিকের প্রস্থানের পরে কিছুক্ষণ মন্ত্রণাগৃহে কোনো শব্দ শোনা গেল না। দুর্যোধনের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, চক্র মুদ্রায় ওষ্ঠে স্থাপিত। চিন্তাগ্রস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে কক্ষের একটি কোণে রক্ষিত প্রদীপ শিখার দিকে।

নিস্তব্ধতা ভেদ করলেন রাধেয় কর্ণ, 'হস্তিনাপুরের দূরবর্তী কোনো রাজ্যে গিয়ে পাণ্ডবরা যদি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়!' মিত্র সুযোধনের সমর্থনের আশায় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'উত্তম প্রস্তাব,' দুঃশাসন নিজের আসনে স্থিত হয়েই জম্বুফল-লুব্ধ শাখামৃগের ন্যায় উল্লম্ফন করলেন। 'প্রাগজ্যোতিষপুরে কোনোক্রমে তাদের নির্বাসন দেওয়া যায় না? ভগদত্তের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে পারি।'

ঈষৎ অন্যমনস্কভাবেই দুর্যোধন প্রত্যুত্তর দিলেন, 'না ভ্রাতা, প্রস্তাবটি উত্তম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু স্থানটি অনুপযুক্ত। পূর্বাপর পর্যালোচনা না করেই কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা প্রতিনিয়ত তোমার স্বভাবদোষে পরিণত হচ্ছে। ভগদত্ত আমাদের শুভানুধ্যায়ী, কালান্তরে আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রেও যুক্ত হতে পারেন—এ কথা সকলেরই জ্ঞাত। তাঁর রাজ্যে অবস্থানকালে পাণ্ডবদের

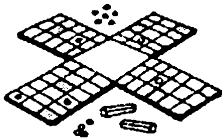
মৃত্যু ঘটলে পিতামহ ভীষ্ম সহ সকলেরই সন্দেহের তির আমাদের দিকে ঘুরে যাবে।'

কর্ণও সম্মতি প্রকাশ করেন, 'উপরন্তু, বলপূর্বক তাদের নির্বাসন দেওয়াও অসম্ভব প্রায়!'

'প্রিয় ভাগিনেয়,' শকুনির দৃষ্টিহীন চক্ষুটির উপর একটি মক্ষিকা এসে বসায় একবার করতল দ্বারা বাতাস করে তিনি দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আর কয়েক দিবসের মধ্যেই বারণাবতে পশুপতি উৎসব আরম্ভ হবে, সে কথা ভুলে যাচ্ছ? সেখানে ইতিমধ্যেই জনসমাবেশ শুরু হয়েছে। আর তোমরা তো জানোই, ধর্মীয় উৎসবের সময়ে দেবতার নামে জনগণের মত্ততা, উন্মাদনা কী প্রকারে বৃদ্ধি পায়! আপাত মনোরম স্থানও জনাকীর্ণ হলে নরক তুল্য হয়ে ওঠে। মানুষের উদ্দামতার ফলে এমন স্থানে যে কোনো বিপর্যয় ঘটে যেতেই পারে, তাতে সামান্য অগ্নিকাণ্ড আর কী এমন সমস্যা!'

একচক্ষু কানা হলেও শকুনির কোটরগত অপর চক্ষুটিকে দেখলেও আপাতভাবে দৃষ্টিরহিত বলে বোধ হয়। যদি না তিনি কোনো কুমন্ত্রণাকালে হেসে ওঠেন। এই মুহূর্তেও তার অন্যথা হল না। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ—সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধৃতরাষ্ট্র মৃদুস্বরে আপনমনেই বিড়বিড় করে ওঠেন, 'আমি কিছু শুনতে পাইনি। আমি কিছু দেখতে পাই না।'

দুর্যোধন তাঁর ইতিকর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন। ভ্রাতৃমেধযজ্ঞ করবেন তিনি। মন্ত্রী পুরোচনকে সংবাদ পাঠাতে হবে অতি শিগগির। বারণাবতে জতুগৃহ যত দ্রুত সম্ভব নির্মাণ করা আবশ্যক।



আর্যাবর্তের রাজনীতি বড়োই জটিল। যুদ্ধক্ষেত্র যেমন কোনো ব্যক্তিকে প্রতি পদে পদে মৃত্যুভয় নামক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে, এই রাজনীতিতেও মুহূর্তের স্খলনের অর্থই মৃত্যু। তা শারীরিক হতে পারে, অথবা ক্ষমতার। সন্নিকটের

মহার্ণবের দিকে তাকিয়ে যে পুরুষটি অস্তরাগের আশ্চর্য বর্ণ-ক্রীড়া অবলোকন করছেন, তাঁর যেমন মৃত্যুভয় নেই, তেমনই নেই ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার শঙ্কা। শীর্ষে উপনীত হলে তবে তো পতিত হওয়ার ভয়!

ক্ষমতার শীর্ষে তিনি কোনোদিন উপবিষ্ট হতেই চাননি। সাধারণ মানুষ তাঁর এই সমস্ত ভাবনাগুলিকে উপলব্ধি করে না, এ কথা তিনি সম্যকভাবেই বোঝেন। তারা তাঁকে দেবত্বে উপনীত করেছে, আরাধনা করেছে, স্তুতি করেছে, সমর্থন করেছে, অনুমোদন জানিয়েছে, বসিয়েছে হৃদ-সিংহাসনে। তাঁর কীর্তিকে 'অলৌকিক' আখ্যায় ভূষিত করেছে। কিন্তু তিনি নিজে জানেন, মানুষ আপন বুদ্ধিবলে যা ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাকেই দৈবের নির্ণয় বলে চিহ্নিত করে। শ্রুতকীর্তি পুরুষকে 'ঈশ্বর' বানিয়ে তোলে।

অথচ কোনো দৈবাদিষ্ট পন্থা নয়, সন্তর্পণে কূটনীতিকে আয়ুধ বানিয়েই তিনি এ যাবৎ সমস্ত ঘটনা-প্রবাহ নিজের আয়ত্তে এনেছেন। হয়তো আজীবন তাঁকে এইভাবেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে এমন বহু বিষয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন, যা কোনো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি জানতে পারলে তাঁকে লহমায় দেবতার স্থান থেকে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু আশৈশব-কৈশোর যাঁর আহিরদের ধূসর জগতে অতিবাহিত হয়েছে, তাঁর ন্যায়নীতিবোধ যে আর্যাবর্তের চিরন্তন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ্য নীতিবোধের সঙ্গে মিলবে না!

তাঁর প্রশান্ত মুখে এক রহস্যঘন হাসি প্রস্ফুটিত হল। সর্বদা এই হাস্যটিকেই বর্মের ন্যায় পরিধান করে থাকেন তিনি। এই মায়াবী হাস্যটিকে দিনের পর দিন দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যাস করেছেন। তাঁর ভ্রূযুগল অবিশ্বাস্য সংবাদে উত্থিত হয় না। শোক-সংবাদে ভগ্ন হয় না মুখমণ্ডলের রেখা। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ...। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিপক্ষ তাঁর শরীরের ভাষা পাঠ করতে পারে না, তাঁকে অনুধাবন করতে পারে না বলেই, দুরতিক্রম্য দেবতা বলে সমীহ করে।

প্রস্ফুটিত অশোক পুষ্পের ন্যায় দিবাকর আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রত্নাকরের বুকে আশ্রয় নেবেন। তাঁর উজ্জ্বলবর্ণ তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় বিস্তৃত। লাল, গৈরিক, হরিৎ—তাঁর বিক্ষিপ্ত চিত্তের মতোই বহু বর্ণের সমাবেশ সেই তরঙ্গ চূড়াগুলিতে। গগনমণ্ডলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেঘরাজির মধ্যেও সেই বর্ণবিভাজনের শোভা। দিকচক্রবালে হংসবলাকার দল আপন আপন বাসায় ফিরতে ব্যস্ত। দূরে

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নৌকার অবয়ব। দ্বারাবতীর তটেই তারা প্রত্যার্পণ করবে।

তাঁর মুখের হাসিটি প্রশস্ত হল সামান্য। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষ জীবন নির্বাহের শিক্ষা লাভ করেই ফেলে। যাদব জাতির কোনো ব্যক্তি কখনও কল্পনাও করেছিল, মহাসমুদ্রের বক্ষে নৌকা ভাসিয়ে মৎস শিকারকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ জীবিকা হিসাবে বেছে নেবে! দ্বারাবতীতে আগমনকালে বর্মকার উদয় তাঁর চরণে মাথা রেখে আকুল নয়নে কেঁদে উঠেছিল, 'স্বামী, যুদ্ধ থেকে বহু দূরে শান্তির আশ্রয়ে চলেছি, তাহলে আমার জীবিকা নির্বাহ হবে কীভাবে? যুদ্ধ বিনা বর্ম তৈরি হবে না। অবশিষ্ট একশৃঙ্গের বর্মগুলি সমুদ্রে বিসর্জন দিয়ে, নিজেকেও কি স্ত্রী-পুত্রসহ সেই সমুদ্রবক্ষেই সঁপে দেব?' তিনি পুনরায় সেই ভুবনমোহন হাসির মায়াজাল বিস্তার করেন, 'কেন হে উদয়,' গুরু যেভাবে প্রতিটি শিষ্যের নাম স্মরণে রাখেন, তেমনই প্রজাবর্গের প্রত্যেকের নাম স্মরণ রাখা শাসকের অবশ্যকর্তব্য, 'তুমি চর্মকারদের থেকে পাদুকা নির্মাণ কৌশল শিখে নেবে। একশৃঙ্গের তুলনায় অন্য চর্ম বহুগুণে কোমল। তোমার শিক্ষা গ্রহণ করতে বেশি সময় লাগবে না। এতদূর পথ যাত্রাকালে প্রত্যেকের পাদুকা প্রয়োজন হবে। প্রত্যেকেই তোমার নিকট থেকে ক্রয় করবেন।' উদয়ের মুখ দেখে বোঝা যায়, এই সহজ সমাধানের কথাটি সে ইতিপূর্বে ভাবেনি। তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন, 'এর পরেও যদি সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করে সমুদ্র দেবতাকে পাদুকা বিক্রয় করতে চাও, তাহলে আমার আপত্তি নেই!'

এইভাবেই তো সমগ্র যাদবকুলকে রক্ষা করে আসছেন তিনি। পক্ষীমাতা যেভাবে দুই পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত করে প্রবল ঝঞ্ঝার রাতে নিজের শাবকদের রক্ষা করেন অশনির হাত থেকে, সেভাবেই তিনি যাদব বংশের অভিভাবক স্বরূপ হয়ে এসেছেন। যদিও তিনি জানেন, যে পথ তিনি অনুসরণ করছেন, তা সমাজ অনুমোদিত সরল, আদর্শ পথ নয়, তার ফলে একদিন যে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী, এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিত।

কিন্তু সে সব প্রৌঢ়ত্বের লগ্নে চিন্তা করবেন। তাঁর নবীন শোণিতধারা এখন অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল গন্তব্যটির দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখতে চায়। চায়, যে দেবতুল্য ভাবমূর্তি তাঁর তৈরি হয়েছে, তাতে যেন কলঙ্ক না লাগে। নতুবা, যে স্থির পরিকল্পনার দিকে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন, তা ব্যর্থ হবে। যাদবদের ক্রমবৃদ্ধি ব্যাহত হবে। তিনি যা কিছু কামনা করেছেন, সমস্তই যাদবদের কল্যাণ কামনার নিমিত্তে

চেয়েছেন। নিজের সমস্ত কিছু অর্পণ করে দিয়েছেন যদুর এই মহান বংশের উন্নতি কল্পে। কিন্তু এই সমর্পণ হয়তো যথেষ্ট ছিল না, নতুবা কেন যাদবদের গোষ্ঠীপ্রধানেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন!

হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি যে অসত্য নয়, তা তিনি স্পষ্ট জানেন। এটিও এমন এক বিষয়, যা কাউকে বললে বিশ্বাস করবে না, ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। যদুকুলোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাঁরই জ্ঞাতি পুরুষগণ! অট্টহাস্য করে উঠবে যে কেউ-ই। এর চেয়ে হাস্যকর তথা অনৃতভাষণ যে আর হয় না! কিন্তু তিনি সম্যক বুঝতে পারছেন, গোষ্ঠীপতিদের অসন্তুষ্টি ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। বজ্রনাদ এখনও সুস্পষ্ট না হলেও, বাতাসে কান পাতলে সেই গুরুগুরু ধ্বনি তিনি শুনতে পান। প্রজাবর্গকে তাঁর বিরুদ্ধে চালনা করা খুব একটা সহজ নয়, তাই অন্য পথ অবলম্বন করবেন গোষ্ঠীপতিরা। সেই পথের অনুসন্ধান করতে হবে নিঃশব্দ চরণে।

'বাসুদেব! মঙ্গল হোক!' অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরটি শুনে তাঁর চিন্তাস্রোত বিচ্ছিন্ন হল। মুখের স্মিত হাসি অমলিন রেখেই তিনি পিছন ফিরলেন। অক্রূর এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পিছনে। অক্রূরের রজতরেখা-বহুল কেশ ও শ্মশ্রু-গুম্ফে পথশ্রমের ধূলা। কর্শপের ধুতি ও উত্তরীয়টি বিস্রস্ত, মলিন। স্থানে স্থানে কুঞ্চনরেখা সুস্পষ্ট। হস্তিনাপুর থেকে দ্বারাবতীর দূরত্ব বেশ অনেকখানি। তিনি দৃশ্যতই ক্লান্ত।

প্রণামের নিমিত্তে চরণস্পর্শ করতে যেতেই, অক্রূর তাঁকে সবলে বাধা দিয়ে আলিঙ্গন করলেন, 'তোমার প্রণাম নিয়ে আমি পাপের ভাগী হতে পারব না কৃষ্ণ। এ জীবনে তোমার ঋণ এমনিতেই কম নেই। সুগাত্রীকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবেও লাভ করেছি তোমারই কারণে!' বাসুদেব স্মিত মুখে কুশলবার্তা নিলেন, 'যাতায়াতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো, তাত? হস্তিনাপুরের সকলেই কুশলে আছেন? কেমন দেখলেন আমার পিতৃস্বসা কুন্তী ও তাঁর পঞ্চ পাণ্ডবকে?'

অক্রূরের মুখে ম্লান ছায়া ঘনিয়ে আসে। 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ করার সময় যা বুঝেছি, তাতে যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার ঘটনায় তিনি অধিক সন্তুষ্ট নন। যদিও পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য এমনকি মহামতি বিদুরও পাণ্ডবদেরই অধিক স্নেহ করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজশক্তি সহায় না থাকলে যা হয়! তাদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আমি যারপরনাই ব্যথিত, কৃষ্ণ। এই পাঁচজনের সাফল্যলাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ও পরিপূর্ণ দক্ষতাও রয়েছে, আমি স্বয়ং

দেখে এসেছি। তৃতীয় পাণ্ডবের শরচালন দক্ষতা দেখলে তুমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়বে। যুধিষ্ঠিরের ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা রাজচক্রবর্তীতুল্য। কিন্তু দৈব এদের সহায় নয়। দুর্যোধন ও সৌবল শকুনির কোপদৃষ্টি পড়েছে তাদের উপর। বিদুর ও ভগিনী কুন্তীকেও চিন্তিত দেখে এলাম।'

'আর দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন? তার মল্লযুদ্ধের সাক্ষী হতে পেরেছেন? সে কি চতুর্দশীয় মল্লযুদ্ধেই নৈপুণ্য অর্জন করেছে?' হৃদয়ের প্রবল ঔৎসুক্যকে কণ্ঠে প্রকাশ হতে দিলেন না কৃষ্ণ। তাঁর দক্ষিণ করতলখানি কেবল নিজের উত্তরীয়টিকে স্কন্ধ থেকে নামিয়ে পুনরায় স্কন্ধেই স্থাপন করল।

'কেবলমাত্র নৈপুণ্য বললে তার যথার্থ বিচার করা হবে না বাসুদেব। সেই যুবক যে কী শ্রমসাধ্য সাধনা দ্বারা মল্লযুদ্ধের কলাকৌশলগুলি শিখেছে, তা রণাঙ্গনেই বোঝা যায়। তার মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। তাকে মল্লাঙ্গনে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখলেই শোণিত ধারা দ্বিগুণ গতিতে প্রবাহিত হয়। এমনকি, পৌরজনেরা তার নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চতুর্থ একটি মল্লরীতি তৈরি করার কথাও ভেবেছে। তারা বলে, হনুমন্তী হতে পারে, জাম্ববন্তী হতে পারে, জরাসন্ধীও হতে পারে, তাহলে ভীমসেনী হওয়াও উচিত! যদিও গুরু দ্রোণ এখনও তার অনুমতি দেননি। কারণ তাতে নাকি ভীম আত্মগর্বী হয়ে শিক্ষায় মনোযোগ দিতে পারবে না।'

পশ্চিমসমুদ্র হতে এক ঝলক শীতল বাতাস এসে কৃষ্ণের শরীর স্পর্শ করে। তাঁর সমস্ত কামনা, সমস্ত অনুমানের শীর্ণতম ধারাগুলি একটি নিশ্চয়তার সিন্ধুতে এসে মিলিত হচ্ছে। গভীর মনোনিবেশ দিয়ে সমস্ত কথা শুনে মাথা নাড়েন কৃষ্ণ, 'বুঝেছি। আপনি আপাতত বিশ্রাম নিন, তাত। অনেকটা পথ অতিক্রান্ত করে এসেছেন। উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।'

অক্রূর চলে যেতেই তাঁর চক্ষুদুটি দূরের দিকচক্রবালে নিবদ্ধ হল। অক্রূরের শ্বাস প্রশ্বাসের লয়ের সামঞ্জস্য, চোখের পলক ফেলার গতি, অস্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালন না করাই বলে দেয় তিনি নিঃসন্দেহে সঠিক সংবাদ এনেছেন। অথচ এই অক্রূরই বাসুদেবকে হত্যা করানোর জন্য কংসের কাছে নিয়ে যেতে স্বয়ং এসেছিলেন। নিজের মিত্রকে নিকটে রাখতে হয়, শত্রুকে রাখতে হয় নিকটতর অবস্থানে। শত্রু যদি শরণাগতি কামনা করে, তাহলে অপত্যের মতো তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত। সেই কারণেই, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কংসের আপন ভগিনী সুগাত্রীর

সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন অক্রূরের। লালসা দেখিয়েছেন, জামাতা হিসাবে কংসের পাশাপাশি মথুরার সিংহাসনে তাঁরও অধিকার বিদ্যমান। নতুবা কংসের এই বশংবদ ব্যক্তিটিকে স্বপক্ষে কিছুতেই আনা যেত না!

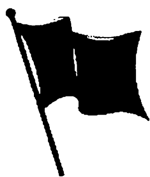
কিন্তু কৃষ্ণ জানেন, শত্রুর ক্ষেত্রে প্রাক্তন শব্দ প্রযোজ্য নয়। সামান্য কোনো অছিলায় পুনরায় শত্রুতা করতে দ্বিধা করবে না, তাই তার উপর কখনও নিয়ন্ত্রণ লঘু করে দিতে নেই। ভিক্ষু চম্পূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। অক্রূরের দিন কয়েক পূর্বে, তাকেও হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেছিলেন সংবাদ গ্রহণের জন্য। একা অক্রূরের উপর কেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়তো কাউকেই তিনি বিশ্বাস করেন না। প্রতিটি কথাকে প্রতিপন্নকরণ করে, তবে গ্রহণ করেন।

তবে এই মুহূর্তে অক্রূরের বলা কয়েকটি শব্দ তাঁর মননে অনুরণিত হতে থাকে, 'সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু দৈব সহায় নয়।' এই পাঁচজনের সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। হয়ে উঠতে হবে সখা-সুহৃদ। তারা যেন কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীত, একটি পদক্ষেপও স্থির করতে না পারে। এভাবেই তাদের প্রস্তুত করতে হবে। এভাবেই তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠবেন তিনি। যে মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন—অথবা, যে জটিল আবর্তে পতিত হয়েছেন নিজে—এদের দ্বারাই তিনি সেই কর্ম সম্পাদন করবেন। এই নীতি ভিন্নতর। এখানে পিছিয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। যদুকুলকে রক্ষার প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত শত্রুহননে যদি নৈতিকতাকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়, তিনি পশ্চাদপসরণ করবেন না।

দক্ষিণ সমুদ্রের বায়ু প্রবল বেগবতী। তাঁর পীত উত্তরীয়টি শরীরের দুই পাশ থেকে বর্ধিত হয়ে ডানার ন্যায় উড়ছে। কৃষ্ণবর্ণ শরীরে প্রতিফলিত হচ্ছে অস্তরাগ পরবর্তী ধূসর বর্ণের ছায়া। আগামীকাল সকলের সামনে নবলব্ধ স্যমন্তক মণি প্রদর্শন করবেন যাদব শিরোমণি সত্রাজিৎ। নিমন্ত্রণ রক্ষায় যেতে হবে তাঁর বাসভবনে। উপস্থিত থাকবেন অন্যান্য গোষ্ঠীনায়কেরাও। দাবানলের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে সেখান থেকেই। আর দৈব সহায় হলে, তিনি অনায়াসেই তা জানতে পারবেন। ইতিমধ্যে গুপ্তচর নিযুক্তও করেছেন সর্বত্র। কারণ দৈবের প্রতি কোনোদিনই তিনি বিশেষ আস্থা রাখেননি, যতটা রেখেছেন পুরুষকারের প্রতি।

পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করলেন তিনি। সাধারণ মানুষ যাঁকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে, তিনিও মাথা নত করলেন মহাদেবীর

উদ্দেশ্যে। ধীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল মন্ত্রোচ্চারণ,   প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য...



ক্ষত্তা বিদুর যে তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী, এ কথা আশৈশব জানেন ভীমসেন। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ কিঞ্চিৎ দৃষ্টিকটুই বোধ হয় অন্য সকলের কাছে। প্রকাশ্য সে প্রসঙ্গে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করলেও, গুরু দ্রোণ বা পিতামহ ভীষ্মও সম্ভবত এর যুক্তি অনুসন্ধানে ব্যর্থ।

ক্ষুদ্র মুষ্টিতে মাতা কুন্তীর তর্জনী ধরে যখন তাঁরা পাঁচ ভাই হস্তিনাপুরের প্রবেশ করলেন, পরিচিত মুখ বলতে ক্ষত্তা বিদুর। হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ঋষিদের আশ্রমে বসবাসকালে এই স্নেহসিঞ্চিত দৃষ্টিকেই বারকয়েক দর্শন করেছেন ভীমসেন। মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা তাঁকে আপ্যায়নকালে ক্ষত্তা তাঁদের পাঁচ ভাইকে আলিঙ্গন করতেন পরম মমতায়। পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত এক বালকের হৃদয়ে সে যে কী অনুরণন সৃষ্টি করে, তা কোনো ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও, মাতা কুন্তীর সঙ্গে ক্ষত্তার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ভীমসেন উপলব্ধি করেছেন। মাতার কাছে ক্ষত্তার দূত এসেছে, তপোবনের নিভৃত বৃক্ষতলে বহুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছেন তাঁর সঙ্গে। বিষমদর্শী পঞ্চপাণ্ডব স্থির নিশ্চিত ছিলেন, ক্ষত্তার তত্ত্বাবধানে হস্তিনাপুরে তাঁদের কোনোরূপ অমঙ্গল ঘটতে পারে না। ক্ষত্তা বিদুর ও মাতা কুন্তী যুগপৎভাবে তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন সর্বদিক থেকে কৌরবদের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে হবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও কৌরব দুর্যোধন প্রায় সমবয়স্ক। ক্ষত্তার সুচিন্তিত প্রচারের ফলে জ্যেষ্ঠের জন্মকালটিকেই অগ্রগণ্য ধরা হয়েছে।

কিন্তু, রাজ্যাভিষেক হওয়া সত্ত্বেও সিংহাসন লাভ নিশ্চিত হয়ে উঠছে না। বুদ্ধিমত্তা, বয়সের তুলনায় অধিক প্রজ্ঞা, ধৈর্য, দেব-দ্বিজে আস্থা—একজন রাজা হওয়ার উপযুক্ত প্রতিটি গুণাবলিই জ্যেষ্ঠের মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু, দুর্যোধনও

কোনো অংশে দুর্বল নন। প্রজাবর্গের সিংহভাগ তাঁর অনুগত। উপরন্তু তাঁর দৈহিক শক্তি ও গদাযুদ্ধের পারদর্শিতা ভীমসেনের সমতুল্য। সর্বোপরি রয়েছে মাতুল শকুনির পথপ্রদর্শন, পিতামহ ভীষ্মের স্নেহ, শতাধিক ভ্রাতার সমর্থক। একা ক্ষত্তা এই পরিস্থিতি থেকে তাঁদের বের করে আনবেন কীভাবে?

তাই বহুবারের ন্যায় আজও তিনি জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে ধর্মাচরণ-শিক্ষাদানের অছিলায় নিজ কক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জ্যেষ্ঠকে একাকী কোথাও প্রেরণ করতে মাতা কুন্তীর সম্মতি থাকে না। ভীমের বাহুবলের প্রতি মায়ের আস্থা অগাধ। মাতার আদেশে, ভীমসেন তাই জ্যেষ্ঠের ছায়ার ন্যায় বিচরণ করেন। কিন্তু রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে, ক্ষত্তা ও জ্যেষ্ঠর কথোপকথনের কোনো বিষয়ই ভীমসেনের মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না। পবন-গোষ্ঠীপ্রধানের ঔরসজাত সন্তান হওয়ায়, সেই গোষ্ঠীর অন্যতম দক্ষ যোদ্ধার নিকট কিছুকাল গদাযুদ্ধ শিক্ষালাভের ফলে, আর্য সহ পবন-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষাটি তাঁর আয়ত্ত। কিন্তু যুধিষ্ঠির ও ক্ষত্তা উভয়েই এখন রোমক ভাষায় আলোচনা রত। বাক্য-স্রোতকে প্রলাপ ভিন্ন কিছুই যেন বোধ হয় না। কেবলমাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শব্দ তিনি বুঝতে পারেন—কূটকৌশল, ইঁদুর, অগ্নিভয়—কিংবা তাও ব্যর্থ হলেন।

তিনি যে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সমস্ত শুনছেন, তা নয়। তাঁর মন এখন লোভাতুরের ন্যায় পশুপতি উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য উদগ্রীব। বহিঃপ্রাঙ্গণে সুসজ্জিত রথ প্রস্তুত। অতি সত্বর তাঁরা বারণাবতের দিকে যাত্রা করবেন। ক্ষত্তা অনুমান করেছেন ফাল্গুন মাসের অষ্টম দিনে, রোহিণী নক্ষত্রে তাঁরা বারণাবত পৌঁছাবেন। মধুমাসের এই মনোরম পরিবেশ ভীমসেনের বড়োই পছন্দের। বৃক্ষশাখায় পরভৃতের আকুল আহ্বান, প্রস্ফুটিত পদ্মপূর্ণ জলাশয়ের চতুর্দিকে মধুপের চঞ্চল গমনাগমন, মদনোৎসবের বর্ণিল শোভাযাত্রা, আম্রকুঞ্জবাহিত মাদক সমীরণ...। কিন্তু, সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে, মিষ্টান্ন সহ খাদ্যদ্রব্যের বিপণি, মনোরঞ্জন নিমিত্তে আয়োজিত মল্লযুদ্ধের প্রাঙ্গণগুলি মানসচক্ষে ভেসে উঠতেই ভীমসেন পুলকে আত্মবিস্মৃতই হয়ে পড়লেন।

হস্তিনাপুরবাসীদের ভিড় ক্রমশ গাঢ়তর হচ্ছে। তাঁদের যাত্রার ফলে বহু জনপদবাসীরই মন ভারাক্রান্ত। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠর কারণে। পুরবাসীগণের শোক-আহ্লাদের সংবাদ গ্রহণ করা জ্যেষ্ঠর নিত্যদিন যাপনের একটি অঙ্গ। বিশেষত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণবর্গ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করেন।

জনসংযোগ স্থাপনে অর্জুনও তেমন পটু নন। তথাপি, সম্ভবত তাঁর যোদ্ধাসুলভ স্বভাবের ফলেই তিনি প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছেন। রাজপুরুষের পক্ষে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দক্ষতাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ভীমসেন যে এ কথা জানেন না, তা নয়। তাই প্রতিনিয়ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন নিজের অমার্জিত আরণ্যক স্বভাব পরিবর্তনের। আসলে, আশৈশব তিনি কেবলমাত্র তাঁর ভ্রাতাদের ও মাতাকেই আপনজন হিসাবে গণ্য করে এসেছেন। বিশাল শরীরের সঙ্গে শারীরিক ক্ষমতাটিও সমান হওয়ার ফলে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটিও ভীমসেনের স্কন্ধেই ন্যস্ত হয়ে এসেছে। ফলে, এই কয়েকজন ব্যক্তি ব্যতীত, অন্য কারও সমীপে নিজের সমস্তটুকু সমর্পণ করতে পারেন না।

এই যেমন, বারণাবত গমনের জন্য প্রত্যেকে আপন আপন পেটিকা পূর্ণ করেছেন আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে। কিন্তু ভীমসেন তাঁর নিজেরটিতে বস্ত্রালংকার, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও রন্ধনের যাবতীয় সামগ্রী নিয়েছেন। ভ্রাতাদের ও মাতা কুন্তীকে আপন হাতে সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ কর্ষিত পদ ভক্ষণ করানোর আনন্দই ভিন্নতর।

শিবভবনে গমনের নিমিত্তে তাঁর ধৈর্যের বাঁধটিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিদারণ রেখা দেখা দিয়েছে। প্রথম রেখাটি সেদিনই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, যেদিন তাত ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য অনুপম ও নির্ঝর তাঁদের দর্শন-প্রার্থনা নিয়ে এসেছিলেন। ভীমসেন জানেন, এই দুই অমাত্য সুযোধনের প্রিয়পাত্র। তবু তাঁদের সশ্রদ্ধ বাক্যালাপ ও আচার-আচরণের মাধ্যমেই পাণ্ডবদের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা প্রকাশিত হয়।

'যুবরাজ যুধিষ্ঠির, পশুপতি উৎসবে হস্তিনাপুরের কোনো রাজপ্রতিনিধির উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। প্রতি বর্ষের ন্যায়, এইবারেও রাজকুমার সুযোধন সেই সৌভাগ্য লাভ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে আমরাই এই বিষয়ের বিরোধিতা করি। যতই হোক, আপনি হস্তিনাপুরের যুবরাজ, ভাবীকালে আর্যাবর্তের একচ্ছত্র রাজা হবেন আপনিই ; তাই আপনি ব্যতীত এই মুহূর্তে এই যাত্রায় আর কারও অধিকার জন্মাতে পারে না।'

অনুপমের বাক্য সমাপ্ত হতে না হতেই নির্ঝর তাঁর কম্বু নিন্দিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'কেবলমাত্র যুবরাজ কেন, অমাত্য অনুপম? রাজকুমার ভীমসেন, অর্জুন, নকুল-সহদেবই বা কেন এই আনন্দোল্লাস থেকে বঞ্চিত হবেন? আর

মাতা কুন্তী? তাঁরও কি আহ্লাদ-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কিছু বিসর্জিত হয়েছে? আহা, অমন নন্দনকাননতুল্য নগরী। বৃক্ষে-বৃক্ষে বহুবর্ণ পুষ্পের সমাহার, সুপরিপক্ক ভিন্ন-ভিন্ন ফল, লতা-গুল্ম, অরণ্য। বিপণিগুলিতে বস্তুর প্রাচুর্য। শৌণ্ডিকালয়ে মাধ্বী-পৈষ্ঠী-আসবের প্রস্রবণ। উৎসবের শোভাই বা কম কীসের? দুগ্ধ-দধি-মধু দ্বারা স্নান করানো হয় দেব-শূলপাণিকে। অঙ্গরাগের সে কী শোভা! অষ্টপ্রহর মঙ্গলারতি, সামগান, মন্ত্রোচারণ। দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে পড়ছে সেই আনন্দধারা... নির্ঝর স্মৃতি-কণ্ডূয়নে বিভোর হয়ে পড়েন।

'আর, মিত্র, আমরা জনগণের কথা বিস্মৃত হই কীভাবে? বিনয়ী, ধার্মিক, শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট নাগরিকরা সকলেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে উপদ্রবশূন্যভাবে বাস করে। নগরীতে চৌর্যবৃত্তি নেই, নেই অরাজকতা। আপনি সপরিবারে সেখানে গিয়ে সূর্যের ন্যায় বিরাজ করবেন।' নির্ঝরের কণ্ঠ ও দৃষ্টির তদগতভাব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মর্ম স্পর্শ করে।

কনিষ্ঠ নকুল ও সহদেব তো ভ্রমণের আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নৃত্যই আরম্ভ করেছিল প্রায়। জ্যেষ্ঠ তাদের অধীরতা প্রশমনের জন্য মৃদু ভর্ৎসনাও করেছিলেন সেইদিন, 'ছিঃ, ভ্রাতা নকুল, ভ্রাতা সহদেব। তোমরা না রাজবংশকুলতিলক। এমন চপলতা তোমাদের পক্ষে অশোভনীয়। স্থির হয়ে আসন গ্রহণ করো। আমাকে সম্যক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে দাও, তারপরে সময় তো রয়েইছে আনন্দিত হওয়ার।' স্বভাবসুলভ স্থির কণ্ঠে কথাগুলি বললেও যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠের আগ্রহ, ভীমসেন সহ অর্জুন ও কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার নিকটে গোপন থাকেনি। সম্ভবত অনুপম ও নির্ঝরও তা উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তো সাতিশয় আগ্রহে তাঁরা উভয়েই একযোগে বলেন, 'রাজ-জ্যোতিষীকে অনুরোধ করি, যাত্রার উপযুক্ত দিন ধার্যের জন্য, আপনার কী মতামত, যুবরাজ?'

'পশুপতি উৎসবে অংশগ্রহণের এই সুবর্ণ সুযোগ অবহেলাভরে পরিত্যাগ করবেন না, যুবরাজ। সকলেই আপনার আগমনের পথ চেয়ে রয়েছেন।'

মাতা কুন্তীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অধরোষ্ঠের সুস্মিত হাস্য, ও দুই নয়নের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা পরিদর্শন করে জ্যেষ্ঠ সম্মত হলেন অবশেষে। তারই ফলস্বরূপ এই বারণাবত যাত্রা।

তাত বিদুর ও জ্যেষ্ঠ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। জ্যেষ্ঠর ললাটে উল্লম্ব দুশ্চিন্তা রেখা। ভ্রমণকালে কীসের উদ্বেগ জ্যেষ্ঠকে বিচলিত করছে, অনুধাবন করতে

পারলেন না ভীমসেন। সর্ব বিষয়েই জ্যেষ্ঠর অধিক উৎকণ্ঠা! বিদুর ভীমসেনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখমণ্ডলে সেই পরিচিত স্নেহার্দ্র ভাব। 'পুত্র বৃকোদর, মাতা সহ তোমার ভ্রাতাদের প্রতি যত্নবান হবে। জ্যেষ্ঠর আজ্ঞা পালন করে চলবে, তিনি যে মুহূর্তে যা কিছু সাধন করতে বলবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ তা পালন করবে। প্রতিপ্রশ্নের যেন কোনো স্থান না থাকে।'

বৃকোদর সামান্য বিস্মিত হলেন। আজ পর্যন্ত মাতা বা জ্যেষ্ঠর কোনো আজ্ঞার লঙ্ঘন তিনি করেননি। তথাপি এখন নীরব থাকাই শ্রেয়। 'এবং, সেখানকার নগরবাসীদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হবে না। দুর্দিনে তাঁরাই তোমাদের রক্ষার্থে অগ্রসর হবেন।' বিদুরের চরণ স্পর্শ করতেই, ভীমকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করে, তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন ক্ষত্তা বিদুর। 'এসো, যাত্রার সময় আগত।'

জ্যেষ্ঠ সামান্য অগ্রসর হয়েছিলেন, ক্ষত্তা অগ্রগামী হয়ে জ্যেষ্ঠর স্কন্ধ স্পর্শ করেন, 'স্মরণ রেখো, খনকটি উপযুক্ত অভিজ্ঞান দেখিয়ে, কূটবাক্য উচ্চারণে সক্ষম হলে তবেই তাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করবে।' 'কী বললেন ক্ষত্তা?' পিছন থেকে ভীমসেনও তাঁদের পাশে চলে এসেছেন। 'কই পুত্র, কিচ্ছু না তো! ওই দেখো, তোমাদের বায়ুর চেয়েও দ্রুতগামী রথ প্রস্তুত!' অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, বহির্প্রাঙ্গণে বিপুল জনসমাবেশ ও কর্ণবিদারী বাদ্য-গীতের মধ্যে গিয়ে পড়লেন তাঁরা তিনজনে।



'একেই কি গণতন্ত্র বলবেন? পর্ষদে সংখ্যালঘুর সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের এখানে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করা হল। কেন? না কৃষ্ণের ব্যক্তিগত শত্রুতার বহ্নি এসে যাদবকুলকে স্পর্শ করেছে। গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের হিতসাধন! এখানে কোথাও তার আভাসটুকু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা?' কৃতবর্মার কণ্ঠে আক্রোশ। তিনি সশব্দে মাধ্বীর পাত্রটি ভূমির উপরে নামিয়ে রাখলেন।

'চক্রান্তকারী কৃষ্ণ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কত পুরবাসীর ক্ষতি করেছে

তার হিসাব রেখেছে সে? মিষ্টবাক্য দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করার সুযোগে থাকে। তার কথায় ভুলে গিয়ে কেউ হিতাহিত বিবেচনা করে না। আর সর্বোপরি, যাদের জলস্পর্শ কেউ করে না, সেই সব শূদ্র ও সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল সে। তার পূর্বে আমাদের ক্ষতির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল আদৌ! আমার গাভিগুলিকে এতদূর পথ হাঁটিয়ে আনার ফলে তাদের অধিকাংশের দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কয়েকটি মৃতপ্রায়। তাদের দুগ্ধের পরিমাণ কমেছে। পাঁচটি গাভি মৃতবৎসা হওয়ার ক্ষতি কীরূপ হয়ে পারে, তা কি কৃষ্ণ অনুধাবন করতে পারবে না? প্রথমেই তাকে নিষেধ করেছিলাম।' ভ্রাতার কথায় সমর্থন জানান শতধন্বা। দ্বারকায় আগমনের ফলে তাঁরও কম ক্ষতি হয়নি। মথুরায় প্রতিষ্ঠিত দুগ্ধজাত বাণিজ্য ত্যাগ করে, পুনরায় নতুনভাবে সমস্ত কিছু তাঁকে আরম্ভ করতে হয়েছে।

'তোমার গাভীর চিন্তা হচ্ছে! এদিকে আমার পরিস্থিতি কল্পনা করেছ হে?' সত্রাজিতের কণ্ঠস্বরে ক্রোধের উত্তাপ। যাদবকুলের গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে সর্বাধিক ধনী এই ব্যক্তি। বর্তমান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও তাই তাঁরই অধিক। ওষ্ঠ ছাড়িয়ে তাঁর দীর্ঘ গুম্ফটি হন্বস্থি অবধি লম্বিত। সেটিকে ক্রমাগত মর্দন করে চলেছেন তিনি। বিশাল ইন্দ্রলুপ্তে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'কাম্বোজ থেকে মথুরায় যে সমস্ত রত্ন ব্যবসায়ীরা আসতেন, তাঁরা কি আর এই দ্বারকা নগরীতে নির্বিঘ্ন চিত্তে এসে লেনদেন করতে চাইবেন? অন্তত যতদিন না জরাসন্ধের ভীতি কাটছে! উপরন্তু কোথায় সমতলের সেই মসৃণ রাজপথ, কোথায় এই রৈবতক পার্বত্য প্রদেশের দুর্গম পথ! কোনো রাজ্যের সঙ্গে অক্লেশে যোগাযোগ পর্যন্ত করা যায় না।'

'বাহ! উত্তম!' ব্যঙ্গাত্মকভাবে করতালি দিয়ে উঠলেন অক্রূর। 'সকলের স্ব স্ব ক্ষতি দেখতে ব্যস্ত। এদিকে আমার অবস্থা বিচার করেছেন কেউ? মথুরায় থাকাকালীন আমার অবস্থান কেমন ছিল, আর অধুনা কেমন হয়েছে?'

অক্রূরের বক্তব্যে কৃতবর্মা শির সঞ্চালন করলেন। কংসের অন্যতম মন্ত্রী তথা মথুরার প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন অক্রূর। কিন্তু কংসের মৃত্যুর সঙ্গেই সেই ক্ষমতা তাঁর হস্তচ্যুত হল। উগ্রসেনের সঙ্গে এখন তাঁর এক শীতল দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি। সমস্তই ওই-ওই বাসুদেবের কারণে। কৃতবর্মার অন্তরে কুবাক্যের ধারা নামে।

'কিন্তু এই কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রমে অসাধ্যসাধন করেছেন, সেদিকেও তাকিয়ে দেখুন! ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে বিশ্বকর্মা

গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কারিগরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, দ্বারকায় দুর্গ নির্মাণ থেকে শুরু করে বিপণি, প্রাসাদ, উদ্যান, মন্দির নির্মাণ, কূপ খনন...' সাত্যকি মৃদুকণ্ঠে বিরোধিতা করার চেষ্টা করতেই, অক্রূর তাকে সখেদ ভর্ৎসনা করে ওঠেন, 'থামো হে বালক! তোমার জন্মাবধি যতগুলি পদক্ষেপ না ফেলেছ, তার চেয়ে অধিক কাল আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে বসবাস করেছি। তার ক্রমবর্ধমান খ্যাতির প্রভাব কী হতে পারে ভেবে দেখেছ কখনও? প্রার্থনা করো, এমন দিন যেন দেখতে না হয়, যেদিন যাদব কৃষ্ণ আমাদের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।'

'তা কীভাবে সম্ভব, তাত? পিতৃপুরুষ যযাতির অভিশাপে যদুকুলের কেউই যে সিংহাসনে আরোহণ করতে পারবে না! স্বয়ং বাসুদেবও নন।'

'তোমায় দেখছি আজকের এই মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করাই উচিত হয়নি! তোমার পিতা কিন্তু আমাদের পক্ষে, এ কথা ভুলে যেও না। তুমি যদি বাসুদেবের পক্ষ অবলম্বন করতে চাও, তাহলে এর ফলাফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে!' সত্রাজিৎ গম্ভীর কণ্ঠে সাত্যকির দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন।

ক্ষণিকের প্রগলভতায় বাক্যটি উচ্চারণ করে ফেলেছিল সাত্যকি। দ্রুত আত্মসংবরণ করল। আজকের এই গূঢ় আলোচনা সভা থেকে যদি তাকে বের করে দেওয়া হয়! মুহূর্তের মধ্যে সে নিজের বক্তব্য পরিবর্তিত করে, 'অবশ্য, বাসুদেবের কি আর সিংহাসনের প্রয়োজন পড়েছে কখনও। তিনি নিজের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব দিয়েই কর্ম সম্পাদন করিয়ে নিতে পারেন।'

'তাহলেই বোঝো! বহু যুবক তো তাকে অনুকরণ করে এখন এই পীত বস্ত্রও পরিধান করতে শিখেছে।' সাত্যকির পরিধানের দিকে তীব্র কটাক্ষ হানলেন সত্রাজিৎ। সন্ত্রস্ত কেন্নোর মতো মনে মনে সংকুচিত হয়ে পড়ে শিনিপৌত্র। 'এসব ত্যাগ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মনোযোগ দাও। তাতে তোমারই মঙ্গল। মনে রাখবে, একক কোনো শক্তি উত্থিত হলে, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নতুবা, সেই শক্তি যতই গণতান্ত্রিক প্রথানুযায়ী শাসনকার্য চালানোর প্রচেষ্টা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু সেই একনায়কতন্ত্রেরই প্রতিভূ।' সত্রাজিতের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির দিকে একবার তাকিয়েই সাত্যকি আনত-দৃষ্টি হল।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের দ্বিতীয় ভাগ। অমানিশির ঘনান্ধকারে সমগ্র দ্বারাবতী নিদ্রামগ্ন। প্রবল সমুদ্র গর্জন ও মাঝেমধ্যে শিবাকুলের ভীতি উদ্রেককারী উচ্চরব ব্যতীত কোথাও কোনো শব্দ নেই। বৃক্ষরাজিগুলিকে প্রেতচ্ছায়ার বলে বোধ হচ্ছে।

আলোক বলতে কেবল অদূরে সমুদ্র তরঙ্গের উজ্জ্বল শীর্ষভাগ। গোষ্ঠীপতি সত্রাজিতের গৃহ সংলগ্ন দেবালয়টির সামনে এক ব্যক্তি এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত। চতুর্দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপে দেখে নিলেন কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কি না! সন্তুষ্ট হওয়ার পরে দ্রুতপায়ে দেবালয়ে ঢুকে দ্বার বন্ধ করলেন। তিনি প্রবেশ করতেই দেবালয়ের অভ্যন্তরে থাকা পাঁচজন পুরুষের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

'এসো ভ্রাতা, তোমার অপেক্ষাতেই আমরা বসেছিলাম।' দেবালয়ের অভ্যন্তরভাগকে আলোকিত করেছে স্ফটিক আবৃত একটি ঘৃত প্রদীপ। দীপদণ্ডের পাশেই, ভূমির উপর বিছানো ছাগচর্মের আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন সত্রাজিৎ। দেবালয়ে প্রণাম নিষিদ্ধ। আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে সত্রাজিতের পাশে রাখে একটি আসনে বসলেন। দেবালয়ের মধ্যে একটি মর্মরকুট্টিমকে সিংহাসনের রূপ দান করা হয়েছে। তার উপরে চতুষ্কোণ সুবর্ণ আধারে একটি উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের মণি। সত্রাজিতের যাবতীয় ধন-মান-শ্লাঘার উৎস এই স্যমন্তক মণি।

'প্রসেন যখন চলেই এসেছেন, তাহলে কালবিলম্ব না করে, আমরা বরং পরিকল্পনাটির একটি রেখাচিত্র নির্মাণ করে নিই।' মাধ্বীর পাত্রটি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়, আধার থেকে আরও কিছুটা ঢেলে নিলেন অক্রূর।

'মন দিয়ে শোনো ভ্রাতা,' সামনে বিছিয়ে রাখা ভূর্জপত্রে কলম চালালেন সত্রাজিৎ। 'কাল পূর্বাহ্নে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এই গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই তুমি স্যমন্তক নিয়ে দণ্ডকারণ্যের দিকে যাত্রা করবে। দ্বারকা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করে, যদি অক্লান্তভাবে অশ্ব চালনা করো, তাহলে সূর্যাস্তের আগেই দেখবে, পশ্চিমদিকে দণ্ডকারণ্যের পথ। সেই অরণ্যে কিছু রাক্ষস ও বানর প্রজাতির বাস। সচরাচর সাধারণ নগরবাসী সেখানে গমন করে না। সেই কারণেই এই স্থানটিকে নির্বাচন করেছি। কয়েক দিন আত্মগোপন করে থাকতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

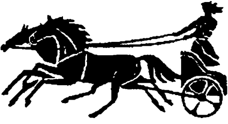
ভূর্জপত্রের উপর অঙ্কিত দণ্ডকারণ্যের পথনির্দেশিকাটির উপরে সকলেই সম্মুখ-নমিত হয়ে পড়ল। সকলের হৃদয়ে উত্তেজনা, সতর্ক স্নায়ু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'কৃষ্ণও কাল সপরিবারে স্যমন্তক দর্শনে আসবে। ইতিপূর্বে সে আমার নিকটে স্যমন্তক প্রার্থনা করেছিল, এ কথা সর্বজনবিদিত। স্যমন্তককে এই দেবপীঠিকায় না দেখে, দ্বারকার সমস্ত প্রধান ব্যক্তিত্বদের সামনেই দোষারোপ করব, কৃষ্ণই আক্রোশবশত স্যমন্তক হরণ করেছে। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে।

পঞ্চপরিষদে গুরুত্ব খর্ব হবে বাসুদেবের। জনসাধারণের মনে সন্দেহ তৈরি হবে। প্রজাবর্গ বড়োই সাংঘাতিক বিষয়। তাদের মনে একবার যদি সন্দেহের বীজ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তারাই কৃষ্ণকে ক্ষমতার আসন থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ করবে।' বিষসিঞ্চিত কণ্ঠে সত্রাজিৎ বলেন।

'চমৎকার! এমন নির্মম পরিকল্পনা করেছেন জ্যেষ্ঠ, মনে হচ্ছে এক্ষুনি এই নির্দেশ পালন করি। শোণিতধারায় তুরঙ্গের নাচন অনুভব করতে পারছি যেন।' প্রসেন নিজের দুই করতল ঘর্ষণ করলেন। 'হুঁ হুঁ, এইবার যাদবকুলশিরোমণি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, দেখি তোমার অলৌকিক সত্তা কীভাবে তোমায় কীভাবে রক্ষা করতে পারে!' তাঁর ক্লেদপূর্ণ হাসির সঙ্গে দূরে মহাশ্মশানের শিবাকুলের তীব্র ডাক মিশে গেল।

সভা ভঙ্গ হতেই, দেবালয়ের প্রদীপ শিখাটিকে ফুৎকারে নির্বাপিত করলেন সত্রাজিৎ। এইবার যে যার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করবেন। সাত্যকি দ্রুত পদচারণায় কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজপথ ধরে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান আড়াল করতে এতই উদ্বিগ্ন ছিলেন, কেউই লক্ষ করলেন না, সাত্যকির গন্তব্য স্বগৃহ নয়; সে চলেছে দ্বারকার সবচেয়ে প্রভাবশালী পুরুষটির গৃহাভিমুখে। বাসুদেবের গৃহের প্রায় নিকটেই এসে পড়েছে সে। ওই যে মূলদ্বারের দুই পার্শ্বে প্রজ্বলিত উল্কাদণ্ড। আর কোনো ভয় নেই। তার স্নায়ু শিথিল হয়ে এল। আর মাত্র দশটি পদক্ষেপেই বাসুদেবের গৃহের সিংহদ্বারের কাছে পৌঁছে যাবে।

নিশ্চিন্তবোধ, দীর্ঘশ্বাস রূপে তার বক্ষপিঞ্জর হতে নির্গত হয়। এমন সময়, তার পথ অবরোধ করে দাঁড়ালেন একটি দীর্ঘদেহী অবয়ব। মুহূর্তের জন্য সাত্যকির হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে আসে। গন্তব্যের সন্নিকটে পৌঁছে যাওয়ার ফলে, আগত বিপদ সম্পর্কে প্রায় বিস্মৃতই হয়েছিল। কোষ হতে একটি তলোয়ার নিষ্কাশন করে সেই অবয়ব সাত্যকির কণ্ঠনালির কাছে তুলে ধরে, 'আপন গৃহে ফিরে যাও বৎস, এই অসি জ্ঞাতিহত্যার রুধির-স্নান করতে দ্বিধা করে না।' কৃতবর্মার কণ্ঠস্বরে সাত্যকির আপাদমস্তক কম্পিত হয়ে উঠল।



'পুত্র নকুল, বৎস সহদেব,' দুই কিশোরের স্কন্ধ পর্যন্ত লম্বিত কেশগুচ্ছকে স্নেহভরে বিশৃঙ্খল করে দিলেন মাতা কুন্তী, 'তোমাদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা কেমন চলছে?' দুই কিশোর অন্যমনস্কভাবে শির চালনা করে, 'চমৎকার!' 'কই কখনও তো আমায় জানাওনি? পরীক্ষা গ্রহণ করার আজ উপযুক্ত দিবস উপস্থিত। ভেষজ লতা-গুল্ম দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রার কীরূপ ঔষধ প্রস্তুত করতে পারো, তা দেখতে বড়োই আগ্রহ জন্মাচ্ছে।'

'কিন্তু মাতা, গুরুর সম্মুখে আমরা তার পরিচয় পূর্বেই দান করেছি! আজ আর নয়। আজ সমগ্র দিবস ক্রীড়ায় ব্যতীত করতে চাই। কত অতিথি এসেছেন আমাদের গৃহে। তাঁদের সকলের সঙ্গে বার্তালাপ করব, অপরিমেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ করব, মিত্রদের সঙ্গে কন্দুক ক্রীড়া করব... আজ নয় মাতা!' নকুল, সহদেব উভয়ের কণ্ঠস্বর সানুনাসিক হয়ে উঠেছে।

'এই বিষয়ে আমার বড়োই দুশ্চিন্তা ছিল, তোমরা হয়তো বারণাবতে এসে মিত্রহীন অবস্থায় দিনযাপন করবে!' মাতা তাদের আরও নিকটবর্তী হয়ে একটি কাষ্ঠ-পীঠিকায় আসন গ্রহণ করলেন।

শিবভবনের একটি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্যাদির আধিক্য। করীষ লিপ্ত ভূমিতে উপবিষ্ট হয়ে, দুই কিশোর একাগ্রচিত্তে কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ড ও কিছু অকিঞ্চিৎকর বস্তু দ্বারা কোনো একটি ক্রীড়নক নির্মাণের আপ্রাণ চেষ্টায় রত। মাতার সঙ্গে কথোপকথনের অর্থই ক্রীড়নক প্রস্তুতিতে বিলম্ব। অপরদিকে, বহির্বাটিতে এতক্ষণ তাদের নিষাদ মিত্রেরা অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে যাবে সম্ভবত। তারা নিজেরা পাঁচ ভ্রাতা মিলে যদি কোনো ক্রীড়া আরম্ভ করে দেয়, তাহলে সমূহ ক্ষতি। তাই বিন্দুমাত্র সময় অপচয় করতে রাজি নয় নকুল-সহদেব। কিন্তু মাতাকে কিছুতেই পরিহার করতে পারল না তারা। মাতা যে তাদের প্রিয় ও অধুনা রোমাঞ্চকর বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন—মিত্রতা!

'না, না, মাতা, দেখুন না, এখানকার ক্ষত্রিয়পুত্র সহ অরণ্যচারী নিষাদরাও কেমন আমাদের মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ করে ফেলেছে!' আশ্বিনেয়দের কণ্ঠের উচ্ছ্বাস আবৃত থাকে না। 'অবশ্য, ভ্রাতা অর্জুনের প্রত্যক্ষ সাহায্য বিনা এই মিত্রতার গ্রন্থিতে কোনো গ্রন্থন পড়তই না। তিনি নিত্যই আমাদের এই সমগ্র বারণাবতের প্রতিটি বনপথ, নদীপথ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্থলপথ সম্পর্কে বিদিত করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরই সমভিব্যাহারে অরণ্যের গভীরে যাওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে নিষাদ গোষ্ঠীর পরিচয়! সহদেবকে তো চেনেনই, ব্রীড়ায় সে নারীকেও পরাজিত করে...

'নকুউউউউল,' ছদ্মকোপে কুন্তীর ওষ্ঠ সংকীর্ণ হল। রোষকষায়িত নেত্রে ভর্ৎসনার দৃষ্টি।

'ক্ষমা করুন মাতা,' নকুল কুন্দ-সদৃশ দন্ত দিয়ে জিহ্বা দংশন করল। 'সহদেবের কুণ্ঠাকেও ভ্রাতা অর্জুন ধীরে ধীরে নির্মোকের ন্যায় ত্যাগ করাতে সক্ষম হয়েছেন।'

'সেই তো দেখি! আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হলাম। সত্যই বড়ো দৃঢ় তোমাদের মিত্রতার বন্ধন। নতুবা আজকের এই ভোজন অনুষ্ঠানে তোমাদের নিষাদ মিত্রেরা তাদের মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহ উপস্থিত হত না।' সহসা কুন্তী তাঁর ললাটের দুই পার্শ্ব তর্জনী দিয়ে চেপে ধরেন, 'কিন্তু পুত্র, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হেতু বিগত কয়েক দিবস বড়োই বিশ্রামহীন গিয়েছে। নিদ্রাদেবীর শত উপাসনা সত্ত্বেও তিনি প্রসন্ন হন না। এভাবে বিনিদ্র রজনী যাপন করলে যে তোমাদের মাতা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। এ কি তোমাদের কাম্য পুত্র? মাতার প্রতি তোমাদের কোনো মমতাই নেই? তাহলে আর এই প্রাণধারণ করে কী হবে?' মাতা কুন্তীর চক্ষুদুটি আরক্তিম, ওষ্ঠপ্রান্ত ক্রন্দনোন্মুখতায় বিকৃত।

'না! না! মাতা! এমন বাক্য উচ্চারণও করবেন না!' দুই কিশোর ব্যাকুল হৃদয়ে মাতা কুন্তীকে আলিঙ্গন করে। 'আপনার জন্য আমরা সমস্ত অসাধ্য সাধন করতে পারি। আপনি আমাদের পুনর্জীবন দান করেছেন। মাতা মাদ্রীর স্নেহবঞ্চিত আমাদের যদি আপনি আশ্রয় না দিতেন, জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সমানভাবে লালন না করতেন, আমরা আজ তাহলে হস্তিনাপুরের রাজপুত্র রূপে পরিচিত হতাম না। প্রতিপালিত হতে হত অশ্বিনী গোষ্ঠীতেই। না জানি সে জীবনধারা কীরূপ! আশা করি, এখানকার ন্যায় অপূর্ব হত না। আপনার স্নেহ, জ্যেষ্ঠদের প্রীতি ব্যতিরেকে জীবনযাপনের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের দায়বদ্ধতা যে

অধিকতর, মাতা!' নকুলের মনোহর মুখখানিতে ম্লান ছায়া ঘনায়।

কুন্তী উভয়কেই আপন ক্রোড়ে আকর্ষণ করলেন। তাঁর কণ্ঠ নিমেষে সুশীতল, 'বাছা, তোরা আমার আদরের ধন। যুধিষ্ঠির, ভীম বা অর্জুনের চেয়ে তোদের প্রতি মমতা যে আমার আজীবন অধিক, তা কি বুঝিস না?' কিছুক্ষণ আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ রেখে তাদের মুক্তি দিলেন, 'অরণ্যের প্রান্তে কোন্ গুল্মের সন্ধানে সেদিন প্রাতঃকালে যাত্রা করেছিলে? এখন কি তা আহরণ করা সম্ভব?'

'গুল্ম নয় মাতা,' নকুলের বিশাল সরল নয়ন দুটি মাতার নয়নে স্থির হল। 'গুল্মের তলায় এক প্রকার ছত্রাক জন্মায়। তার তিল পরিমাণ প্রয়োগও ব্যক্তির চেতনালুপ্তের জন্য যথেষ্ট। আমরা সেটিই কনিষ্ঠ-নখাগ্র পরিমাণ আপনার খাদ্যে প্রয়োগ করলে, আপনি আজ রাত্রে সুখনিদ্রায় মগ্ন হবেন।'

'উত্তম বিচার পুত্র! অদ্য যামিনী সুখযাপনেরই বটে! দ্রুত যাও পুত্রগণ, অনুষ্ঠানে তোমরা উপস্থিত না থাকলে বড়োই বিবর্ণ বোধ হবে।'

কুন্তী এসে প্রাঙ্গণ সম্মুখে দাঁড়ালেন। এই কক্ষটি চতুঃশাল শিবভবনের অন্তঃপুরে অবস্থিত। বহির্বাটিতে ভোজসভা উপলক্ষে বারণাবতের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, উচ্চশ্রেণির ক্ষত্রিয়, বৈশ্য থেকে আরম্ভ করে শূদ্র, চণ্ডাল, আহির, কর্মকার, সকলেই আজ নিমন্ত্রিত। যুবরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নিমিত্তে এই সভার আয়োজন করেছেন।

সুবিশাল প্রাঙ্গণে ভিন্ন জাতি-বর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী রন্ধনশালা। সুপক্ক পলান্ন, মিষ্টান্নের সুবাদে স্থানটি আমোদিত। মধুগন্ধলোভী ভ্রমরের মতো আমন্ত্রিতব্যক্তিবর্গের বালক-বালিকারা মিষ্টান্নের চতুর্দিকে একত্রিত হয়েছে। সূপকার তাদের প্রত্যেকের করতলে একটি করে চক্রাকারে ভর্জিত গৈরিক বর্ণের মিষ্টান্ন দিতে ব্যস্ত।

বাহ্যিক আবরণ দেখে কেউই নির্ণয় করতে পারবে না এর অভ্যন্তরের কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা। অভ্যাগতদের ছিন্ন বাক্যাংশ বায়ুতাড়িত হয়ে কুন্তীর কানে প্রবেশ করছে। 'মন্ত্রীবর পুরোচন বড়োই মনোরম গৃহ নির্মাণ করেছেন!' 'অস্ত্রাগারখানিও কী সুসজ্জিত! কী নেই সেখানে? ধনুর্বাণ, ভল্ল, তোমর, অসি, মুদগর, এমনকি মহাচীনদেশীয় নালিক পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন তিনি!' 'অহো, কমলপুষ্পাকীর্ণ পরিখাটি দর্শন করলেই মনে শীতলতা নেমে আসে।' 'সেটিকে আরও প্রশস্ত করা হচ্ছে, দেখে এলাম।' 'স্থানে স্থানে উচ্চ আসনগুলি দেখো, সাধারণ গৃহে দৈর্ঘ্য-

প্রস্থে এত বিস্তৃত কুট্টিম পাবে?' 'অতীব মনোরম! কেবল কুড্যগাত্রে ঘৃত ও তৈলের কটু গন্ধের প্রাচুর্য!' 'কই দুর্গন্ধ? রন্ধনশালা থেকে আসা সুগন্ধ বুঝি তোমার নাসিকা স্পর্শ করছে না? ওই দেখো অমসৃণ প্রস্তরখণ্ড, নাসিকাটিকে উত্তমরূপে ঘর্ষণ করো!' সমবেত কলহাস্যের রোল শোনা যায়।

কুন্তী মৃদুহাস্যে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। মুখমণ্ডলের ভাবখানি নিরুদ্বেগ তত্ত্বাবধানের, অথচ তাঁর অন্তরের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি তাঁকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে। আদৌ কি আজ সমস্ত পরিকল্পনা সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হবে!

নিষাদপুত্রেরা একটি দারুনির্মিত শলাকাযুক্ত প্রায় শঙ্কু আকৃতির ক্রীড়নককে পাশ দ্বারা বেষ্টিত করে, দক্ষ ভঙ্গিমায় ভূমিতে নিক্ষেপ করছে। ভূপতিত লাটিমটি ভূমি স্পর্শমাত্র প্রবলবেগে ঘুরে চলল। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তাঁর জীবনও কি এমনই ঘূর্ণির মতো নয়! কোথায় যাবেন এরপরে? আশ্রয় পাবেন কোথায়? যুধিষ্ঠিরের স্থৈর্য ও অর্জুন-ভীমের পরাক্রমে তাঁর সন্দেহ নেই। মহামতি বিদুরও তাঁর হিতের জন্য প্রাণপাত করতে পারেন, এ কথাও কুন্তীর জ্ঞাত। নইলে কৌরবান্নে প্রতিপালিত বিদুর, এই সুবিশাল ষড়যন্ত্রের কথা পূর্ব থেকেই যুধিষ্ঠিরকে অবগত করাতেন না।

চিত্তপটে বিদুরের প্রসঙ্গ উদ্ভাসিত হওয়ায় বিমনা হয়ে পড়লেন দেবী কুন্তী! সৌম্যকান্ত এই মানুষটিকে তিনি আজীবন সম্মান দিয়ে এসেছেন, কিন্তু দিতে পারেননি তাঁর কাম্য প্রণয়টুকু। পারেননি তাঁকে প্রেমভরে বাহুপাশে আবদ্ধ করতে। কীভাবে পারবেন? দুই প্রেমাস্পদের মধ্যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হওয়া ভিন্ন যে তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। আর সেই শূন্যস্থান আজও তৈরি হয়নি।

কুন্তীর হৃদযন্ত্র সম্ভবত আর প্রণয় শব্দটিকে চিনতে পারে না। বহু যুগ পূর্বে এক তপস্বীই তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে প্রণয় শব্দটিকেও লুণ্ঠন করে, বিলীন হয়ে গিয়েছেন জম্বুদ্বীপের কোনো গিরিবর্ত্ম বা তপোবনে। শর্ত ছিল একটিই, দ্বিতীয়বার কামনা করা যাবে না তাঁকে। কুন্তীর সম্মুখস্থ দৃশ্য কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসে। কোনো কোলাহলই আর শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। কেমন ছিলেন সেই ভোজরাজের অতিথি ঋষিবর—উন্নত ললাট, প্রশস্ত কপাটবক্ষে শুভ্র উপবীত, তপঃক্লিষ্ট মুখের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দৃষ্টি। কী সুদৃঢ় পেষণ! নির্মম মর্দনেও কী তৃপ্তি! কেবল প্রণয়চিহ্নটিকে প্রবাহিত করে দিতে হয়েছে স্রোতস্বিনীর জলধারায়। কুন্তীর অজান্তেই একটি

করুণধারা তাঁর কপোল বেয়ে নেমে আসে ধরিত্রীর বুকে।

'মাতা, খনক বিদায় প্রত্যাশী।' ফাল্গুনীর কণ্ঠস্বরে কুন্তীর চিন্তাভঙ্গ হল। পান-ভোজনান্তে ব্রাহ্মণগণ এখন বিদায় গ্রহণে ব্যস্ত। তাঁদের সসম্মানে দক্ষিণা দান করছেন যুধিষ্ঠির ও ভীম। যুধিষ্ঠির যেখানেই গমন করেন, সেখানকার ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে নিবিড়ভাবে।

ক্লান্ত দিবাকর অস্তাচলে গিয়েছেন বহু পূর্বে। গগনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত গোধূলির আলোটিও ম্লান। কাল-বিস্তারী চিন্তাস্রোত কুন্তীকে কালাতীত কৃষ্ণগহ্বরে নিমজ্জিত করেছিল। বহুক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে বুঝতে পেরে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হলেন। এমন অন্যমনস্কতা তাঁকে শোভা পায় না। অন্তত আজকের দিনে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে নিজেকে বুঝি সংহত করলেন, 'সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন? তুমি স্বয়ং দেখে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, গৃহের অগ্নি নির্বাপিত হলেই খনক তাঁর কিছু বিশ্বস্ত সঙ্গী সহ উপস্থিত হবেন। গৃহ পরিদর্শনের অছিলায়, সর্বাগ্রে ভিতরে প্রবেশ করে, গৃহাভ্যন্তরস্থ মুখ হতে শুরু করে পরিখা পর্যন্ত সমগ্র সুড়ঙ্গের মুখটি বালু দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট থাকবে না। নিরুপদ্রবেই সমস্ত কিছু সমাধা হবে।' অর্জুনের মুখ নির্লিপ্ত হলেও, ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা। তাঁর অন্তরের উদ্বেগটি মায়ের কাছে গোপন থাকে না।

কুন্তীর শ্বাস দ্রুত হল এক মুহূর্তের জন্য। তিনি প্রশ্ন করতে গেলেন, ভীম যদি অগ্নি সংযোগ না করতে পারে! কিন্তু পাণ্ডুপত্নী তিনি। জীবনে উত্থান-পতন দেখেছেন প্রচুর! এই সংশয়াপন্নতা তাঁকে মানায় না। শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে অর্জুনের মুখের দিকে তাকালেন, 'তাঁকে উপযুক্ত পারিতোষিক দান করেছ, পুত্র?'

'বিদুরের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই সামান্য রৌপ্যমুদ্রাও গ্রহণ করতে চাইছেন না। বলছেন, অনাগত দিনে আমাদের অর্থের প্রয়োজন, যত্রতত্র তা দান করা অনুচিত।' অর্জুনের ঘন শ্যামবর্ণ মুখে খনকের জন্য সম্ভ্রম ফুটে উঠল।

'না পুত্র, এটিই তাঁর জীবন নির্বাহের কর্ম। জীবিকা থেকে উপার্জন না করলে সংসার ধর্ম পালন হয় না। সেটিও মহাপাপ। তুমি যাও, আমার নাম করে তাঁকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দান করো।'

গৃহের অতিথিরা প্রস্থানোন্মুখ। অনেকেই বিদায়কালীন বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত। কেউ কেউ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দিবাবসানের মাধ্বীর পাত্রটি ওষ্ঠে তুলে নিয়েছেন। পানীয়টুকু

সমাপ্ত করেই নিজের নিজের গৃহের দিকে যাত্রা করবেন। অন্যদের শ্রুতি বাঁচিয়ে মৃদুকণ্ঠেই কথোপকথন হতে থাকে কুন্তী ও অর্জুনের।

'দ-অ-শটি স্বর্ণমুদ্রা মাতা! এ যে অত্যন্ত বেশি!' বিস্ময়ে কণ্ঠ সামান্য উচ্চই হয়ে গিয়েছিল তৃতীয় পাণ্ডবের। কুন্তী চকিত হয়ে অর্জুনের হস্ত ধারণ করলেন, 'ধীরে ফাল্গুনী! বাতাসও এখানে কর্ণময়! ওই সুতটিকে দেখছ?'

অতিথি পরিবৃত হয়ে অদূরেই এক সুত দণ্ডায়মান। অভিনয় মঞ্চস্থ করেছিল, মুখ ও হাতে এখনও পীতবর্ণের লেপন। দিনান্তে তার কিছু কিছু স্থান গলিত হয়ে পড়ায়, সপূষ ক্ষত বলে বোধ হচ্ছে। পায়ের শিঞ্জিনীতে মধুর ছন্দ তুলে, অঙ্গভঙ্গি সহ সে আজ পাণ্ডবদের গাথা শুনিয়ে অতিথিদের মনোরঞ্জনে নিয়োজিত ছিল।

অর্জুনের দৃষ্টি তার দিকে পড়তেই সুতটি অন্যত্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু তার ওষ্ঠের কোণে হাসিটি অমলিন রইল। সে যে তাঁদের দিকেই লক্ষ রেখেছিল, এ বিষয়ে সংশয় নেই। 'সারাদিন সে অভিনয়ের মাধ্যমে সকলকে আমোদিত করেছে, সেই ভ্রান্ত ধারণায় থেকো না পুত্র! গাথার উপকরণ সংগ্রহের অছিলায় সে এই গৃহের প্রতিটি স্থান অন্বেষণ করে গিয়েছে। নকুল-সহদেবকে প্রশ্নাতিশয্যে উত্ত্যক্ত করার তার কী প্রয়োজন ছিল বলতে পারো? তার দুই তীক্ষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টিই বলে দেয় সে দুর্যোধনের গুপ্তচর।' মাতা কুন্তী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুতকে লক্ষ করে চলেছেন।

পুনরায় অর্জুনের সঙ্গে সুতের দৃষ্টিবিনিময় ঘটতেই, সে দূর থেকে আভূমি প্রণাম জানায়, তারপর শশব্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় সিংহদ্বারের দিকে। প্রত্যেকদিনের ক্লান্তিময় জীবনযাপনের ফলে, মানুষ এমন দিনে প্রধানত আমোদ-আহ্লাদ কামনা করে। সুতের প্রস্থানের অনতিকালের মধ্যেই, বিশাল সংখ্যক অতিথিও বিদায় নিলেন। একটি শ্বাস চাপলেন অর্জুন, সুতের গমন পথের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবনায় ডুবে রইলেন, 'আমরা যেখানেই যাই না কেন, দুর্যোধনের চর আমাদের অনুসরণ করা বন্ধ করবে না, মাতা!'

কুন্তী শির চালনা করেন, 'একদমই তাই! অতএব সন্তর্পণে আমাদের যাত্রা করতে হবে। কিন্তু এখন যাও, খনককে এই দশটি মুদ্রাই দান করো! খনক অতীব বিশ্বস্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আশাতীত অর্থলাভও তার মুখবন্ধ রাখতে সাহায্য করবে।'

সিংহদ্বারের দিক থেকে কিশোর কণ্ঠের হট্টগোল ভেসে আসায় কুন্তী সেই দিকে

তাকালেন। নকুল সহদেব ফিরে এসেছে, তাদের হস্তধৃত একটি ক্ষুদ্র বেত নির্মিত আধার। তার গর্ভে মৃত্তিকাবর্ণের কয়েকটি ছত্রাক শায়িত। সেগুলি দেখে নিষাদ পুত্রেরা সন্ত্রস্ত পদে নকুল সহদেবের নিকটবর্তী হয়েছে, 'এ তো বিষ! শিগগির গিয়ে উত্তমরূপে হাত ধোও মিত্র! রিষ্ঠা দিয়ে ধোবে, কেবল জল উপযুক্ত নয়।' নিষাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের কণ্ঠে ত্রাস।

'আহা, আহা, নগরবাসী রাজপুত্র তোমরা। অরণ্যজ চিনতে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। এখানকার সমস্ত ফল বা ছত্রাকই খাদ্যযোগ্য হয় না, সে কথা কীভাবে বুঝবে বাছারা! আমাদের জানাতে পারতে, আমরা তোমায় সঠিক ছত্রাক তুলে এনে দিতাম। ভুলবশত কী তুলে এনেছ, তোমরা জানো না!' নিষাদ-রমণী নকুলের হাত থেকে আধারটি সরিয়ে নিতে যায়।

এক লহমার জন্য কুন্তীর উৎকণ্ঠিত-ত্রস্ত দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিনিময় হল। নিষাদ রমণীর পূর্বেই কুন্তী বায়ুবেগে নকুলের কাছে পৌঁছে গেলেন। আক্ষরিক অর্থেই বলপূর্বক আধারটি হস্তগত করেন, 'সারাদিন কেবল বহির্পানে দৃষ্টি। একবিন্দুও গৃহের দিকে মনোযোগ দিতে নেই? যাও, আমার নিদ্রার ঔষধ প্রস্তুত করে, মিত্রদের সঙ্গে ক্রীড়া করো গিয়ে। তোমাদের জন্য সুস্বাদু তক্র বানাব। যাও বালকগণ, অন্তঃপুরে যাও,' শেষোক্ত কোমল বাক্যটি নিষাদপুত্রদের উদ্দেশে।

'কিন্তু মাতা, আপনার কথানুযায়ীই তো আমরা...' বিস্ময়াবিষ্ট সহদেবের বাক্য সমাপ্ত করতে দিলেন না কুন্তী। সহসা ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে ওঠেন, 'বড়োই স্পর্ধা দেখি তোমাদের? এক চপেটাঘাতে তোমার রসনা স্তব্ধ করে দেব। যাও বলছি!' নিষাদ রমণীর দিকে ফেরেন তিনি, 'দেবী, আমার এই দুই পুত্রের আচরণে আমি ব্যক্তিগতভাবে বড়োই লজ্জিত। এদের ক্ষমা করুন।'

নিষাদ রমণী শশব্যস্ত ভঙ্গিতে কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু কুন্তী শোনার পাত্রী নন। 'অনুগ্রহ করে এই দুটি শাখামৃগকে কিছুক্ষণ পরে বাটির ভিতরে নিয়ে গিয়ে শান্ত রাখার ব্যবস্থা করুন। নিজগৃহে ফিরে যাওয়ার পূর্বে আসব পান করতে আপনার অসুবিধা নেই তো?'

হস্তিনাপুরের রাজমাতার কাছ থেকে এ-হেন সসম্মান আপ্যায়ন, নিষাদ রমণীর অন্তর অনাবিল মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। 'আমরা অরণ্যচারী নিষাদগোষ্ঠী। নাগরিকরা কেউই এত সম্মান আমাদের দান করেন না, আর্যা। আপনাদের আতিথেয়তায় আমরা অভিভূত। আজ যদি আপনার হাত থেকে গরলপান করে প্রাণত্যাগও

করতে হয়, তাতেও কোনো খেদ থাকবে না!' নিষাদ রমণীর কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে উঠল। উদগত আবেগ রোধ করতে দ্রুত পদে সে পুত্র সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।

কুন্তী, নকুল ও সহদেব সহ রন্ধনশালার অভিমুখে এগিয়ে গেলেন। পাঁচজন নিষাদ ব্যতীত শিবগৃহে এই মুহূর্তে আর কেউ উপস্থিত নেই। চতুর্দিকে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যের বিকৃত দুর্গন্ধ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টের উপর বায়সকুলের আক্রমণ। প্রাণীজগতে মানুষ ভিন্ন অন্য কোনো গোষ্ঠীর চিন্তাস্রোত এত কুটিল ধারায় প্রবাহিত হয় না। তাই, কাকপক্ষীতেও লক্ষ করে না, রন্ধশালার দ্বার বন্ধ করার সময় কুন্তী পরম যত্নে ছত্রাকগুলিকে ধরে রেখেছেন। রুদ্ধদ্বারের ভিতরে, নকুল সহদেব নিদ্রা-সহায়ক সেবন প্রস্তুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কুন্তীর হাতে উঠে আসে একটি স্ফটিক নির্মিত মুখবন্ধ-পাত্র। নিরঙ্কুশ পরিকল্পনা করেছেন বিদুর। যদি ছত্রাকের অনুপানে ভুল থেকে যায়! যদি যথাসময়ের পূর্বেই নিদ্রাভঙ্গ হয় সেবনকারীগণের! তাই সর্বাঙ্গ বিবশকারী প্রবল মাদক হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পূর্বেই কুন্তীকে দান করেছিলেন তিনি।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর গভীর রাত্রি। ক্ষণে ক্ষণে শিবাকুলের সমবেত উল্লাসরব পঞ্জরাস্থি সহ হৃদয় কম্পিত করে তোলে। বাতাসে আন্দোলিত বৃক্ষগুলি যেন জীবন্ত প্রেতচ্ছায়া। জঙ্গলের কোন্ নিভৃত স্থানে, হিংস্র শ্বাপদ তার তীক্ষ্ণ নখর সহ শিকারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে কেউ জানে না। নক্ষত্রলোকের ক্ষীণ আলোকে পথ চিনে দ্রুতপদে, অথচ নিঃশব্দে গঙ্গার অভিমুখে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে ছয়টি অবয়ব।

অর্জুন সকলের শেষে, সর্বাগ্রে ভীমকান্তি বৃকোদর। উল্কাদণ্ড জ্বালানো যাবে না, তাই প্রত্যেকের স্নায়ু উত্তেজনায় কঠিন। প্রতিটি অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় ইন্দ্রিয় সচেতন। গভীর নিশীথে এই অরণ্যে পথের অনুসন্ধান সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। বহুদিন ধরে, এই রাত্রির অপেক্ষায় তাঁরা, মৃগয়ার অছিলায়, ফল-মূল-ওষধি-পুষ্প আহরণের অজুহাতে পথের হদিশ চিনে রেখেছেন। বহুদূরে, তাঁদের চতুঃশাল নিবাসটি এখন হুতাশনের জঠরক্ষুধার গ্রাসে।

'মাতা, আমাদের নিষাদ মিত্রেরা যথাসময়ে নিষ্ক্রান্ত হতে পেরেছেন, আপনি নিশ্চিত?' পরিস্থিতির করাল ছায়ায় নকুলের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। ঘুমন্ত দুই কিশোর

প্রথমে সম্যক অনুধাবন করতে পারেনি গৃহে অগ্নিসংযোগ ঘটেছে। মিত্রদের সন্ধান নেবে কী; মাতা ও ভ্রাতাদের ব্যস্ততা, পরিস্থিতির বিহ্বলতায় তারা তখন পলায়নে ব্যস্ত ছিল! অথচ তারা জানে, নিষাদ রমণী সহ পাঁচ মিত্র তাদের লৌকিক দেবদেবীর গাথা শোনাতে শোনাতে আকণ্ঠ মদ্যপান করে, শিবগৃহেই ক্লান্তিতে নিদ্রা গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে তাদের অনুসন্ধান করতে না পারায় নকুল সহদেব দুজনেই মুহ্যমান।

'আমরা যেভাবে নিষ্ক্রান্ত হতে পেরেছি, তাঁরাও নিশ্চয়ই সেভাবেই চলে গিয়ে থাকবেন।' অন্ধকারে কাউকে উত্তমরূপে দেখা যায় না। কেবল মাতার কণ্ঠস্বর নকুলের বামদিক থেকে ভেসে এল।

'কিন্তু মাতা, তাঁরা যে পাত্রের পর পাত্র মদ্যপান করেছিলেন। আমরা শয্যাকক্ষে গমনের পূর্বে দেখেছিলাম তাঁরা অতিথিশালার ভূমিতেই হস্ত-পদ বিস্তারিত করে নিদ্রা যাচ্ছেন।'

'এখন নিজের সম্পর্কে চিন্তা করো কনিষ্ঠ! সম্মুখে উত্তাল গঙ্গা, তস্য কঠিন সংকটকাল। তোমরা আর ছোটোটি নও পুত্র, বিপদকালে সর্বতোভাবে নিজের ও আত্মীয়দের রক্ষা ব্যতীত অন্যত্র মনোনিবেশ করবে না!' ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বর চিন্তিত, গম্ভীর শোনায়। কুন্তী একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। যাক, এই কথোপকথন শুধুমাত্র যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হয়েছে!

'তারাও কি আমাদের মিত্র ছিল না? রক্ত সম্পর্কিত না হোক, আত্মা সম্পর্কিত? আহ!' অমানিশি তমসায় সহদেবের পদাঙ্গুলিতে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত লাগে। যন্ত্রণায় তার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গেল। কিন্তু তার প্রশ্নের কোনো উত্তর আসে না।

কেবল কুন্তীর মানসপটে একটি দৃশ্য সহসা উদ্ভাসিত হল। এই দৃশ্য আজীবন তাঁকে তাড়িত করে নিয়ে যাবে। যেমন একটি শিশুকে নদীবক্ষে ভাসিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটি তাঁর বহু নির্ঘুম রাত্রিতে এসে আক্রমণ করেছে।

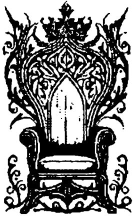
বহির্বাটিতে পুরোচনের গৃহে অগ্নিসংযোগ করার পূর্বে ভীম তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, অন্তঃপুরে আর কেউ নিদ্রামগ্ন রয়েছে কি না! উদ্যানের সমস্ত পোষ্যদের তিনি বিতাড়িত করেছেন কি না! নির্লিপ্ত সুরে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সম্মতি জানিয়েছিলেন কুন্তী। সকলেই সুরক্ষিত স্থানে গমন করেছে। কুরুকুলপত্নী, ভোজরাজকন্যা পৃথা প্রত্যেক প্রাণীর মঙ্গল কামনার্থেই জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি সম্যক জানেন, বিশালদেহী তাঁর এই পুত্রটি মাতাকে বিশ্বাসের বিষয়ে অন্ধ।

মাতার কথার পরে সে আর স্বচক্ষে কোনোকিছুই অধীক্ষা করতে যাবে না।

কিন্তু সুড়ঙ্গে প্রবেশের পূর্বে তিনি দেখে এসেছেন, তখনও ভূমিতে পড়ে আছে পাঁচজন নিষাদ পুত্র সহ নিষাদ রমণী—অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী সময়ে, জনগণের সম্মুখে পঞ্চপাণ্ডব সহ কুন্তীর প্রতিনিধি হবে এরাই। তাদের বোধ রয়েছে, স্নায়ুও সচেতন; অথচ অঙ্গসঞ্চালনের, আর্ত চিৎকারের ক্ষমতাটুকু কেউ যেন হরণ করেছে। নিষাদ রমণী কী আকুলতা সহ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল!

'ওহ্!' কুন্তী চোখ বন্ধ করলেন। এই অন্ধকারে দৃষ্টি উন্মুক্ত রেখেই বা কী লাভ! পুত্রদের কল্যাণার্থে এমন বহু তমসাচ্ছন্ন কর্ম এক মাতাকে আজীবন করতে হয়, আজীবন করে যেতে হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে সে কথা উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

ছয়জনে পতিতপাবনী ভাগীরথীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেন। প্রত্যেকের মনে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাস্রোত। কিন্তু প্রত্যেকের পাথেয় সমান—অসীম অনিশ্চয়তা।



'অশোকমঞ্জরী নয়, আজ প্রস্ফুটিক কমলপুষ্প-হারে আমায় সজ্জিত কর। আর পেটিকার অভ্যন্তরে যে লোহিত বর্ণের চীনাংশুক রয়েছে, সেটিই আমার পরিধেয় হবে।' সত্যভামা আজ যেন সপ্তম স্বর্গে বিচরণরত।

তাঁর সখীরা পরস্পরের বাহুতে রসিকতাপূর্ণ চপেটাঘাত করে হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। 'সত্যভামা, আজ যে বড়ো সজ্জার দিকে মনোযোগ দিয়েছ, কৃতবর্মা-শতধন্বা-অক্রূর সহ অন্যান্য যাদবপুরুষদের বুঝি শান্তিতে নিঃশ্বাস নিতে দেবে না?' 'মরণ! তাদের জন্য কেন সজ্জিত হতে যাবে আমাদের সত্যা? তার তন্ত্রী অন্যত্র বাঁধা।' সত্যভামার দীর্ঘ বেণীবন্ধ থেকে অশোকপুষ্পগুচ্ছ সরিয়ে, একটি সুদর্শন ইন্দিবর গ্রথিত করে দেয় সম্প্রতি।

সত্যভামা লজ্জারুণ মুখে তাকে কফোণি দিয়ে আঘাত করেন, 'চুপ কর বানরী! তাঁরা আসছেন পিতার স্যমন্তক মণি দেখতে, আমাকে কী কারণে দেখতে যাবেন। গৃহে উৎসব হলে সজ্জায় বিশেষ মনোযোগ দেব না তো কি তোর শ্বশ্রূ গত হলে

দেব?’

‘আমরা কিছুই বুঝি না ভেবেছ? স্যমন্তক মণি দেখতে যিনি আসছেন, তাঁকে যে নিজের হৃদয়রূপ স্যমন্তকটি বহুদিন পূর্বেই দান করে রেখেছ, তা কি আর জানি না?’ সত্যভামার কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল পরিয়ে দেয় শ্যামলিমা। কৌষেয় কঞ্চুলীর বন্ধন দৃঢ় করতেই বক্ষদুটি উদ্ধত হল। কণ্ঠের রত্নহার লম্বিত হয়ে নেমে আসে বক্ষ অবধি। পিতা সত্রাজিৎ দক্ষ রত্ন ব্যবসায়ী, আপন কন্যার জন্য অনুসন্ধান করে শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি দিয়ে নির্মাণ করিয়েছেন এই কণ্ঠহার। হার-সংলগ্ন একটি মরকত রত্ন, তাঁর বক্ষ বিভাজিকায় এমনভাবে শোভা পায়, যেন চিরহরিৎ অরণ্যের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

মরকতে একবার অন্যমনস্কভাবে অঙ্গুলি চালনা করেন সত্যভামা, ‘তাঁকে প্রেম নিবেদন করে কী লাভ সখী? সমগ্র যাদবকুলের রমণী, সমস্ত গোপবালা তাঁকে প্রেমিকপদে অভিষিক্ত করেছে। তিনিও প্রায় কাউকেই বিমুখ করেন না। কুব্জার কথা মনে নেই তোদের? সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ।’ তাঁর বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

‘রূপমুগ্ধও বটে! অমন কন্দর্পের ন্যায় বরতনু আর দুটি দেখেছ? আহা, মাত্র এক কার্ষাপন মূল্যের শতক পরিধান করেন, অথচ তাঁকে দেখায় যেন তপ্ত নিদাঘ দিনে আম্রকুঞ্জের শীতল ছায়ার ন্যায়। ইচ্ছা করে, শরীরের সমস্ত আবরণ ত্যাগ করে সেই শীতলতায় নিমজ্জিত হই।’

প্রগলভা গিরিকা সখেদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতেই সত্যভামার কোমল আনন ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠল। ‘নির্লজ্জা! তাঁর প্রসঙ্গে এমন অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করার পূর্বে তোর রসনা কেন খসে পড়ল না!’ হাতে নিকটে একটি গজদন্ত নির্মিত কঙ্কতিকা পেয়ে সেটিকেই সজোরে নিক্ষেপ করলেন প্রগলভা সখীর দিকে। সে ঝটিতে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই ভূমিতে আঘাত পেয়ে কঙ্কতিকাটি শতচূর্ণ হয়ে গেল।

‘তুই বড়োই অসভ্য, গিরিকা। অকারণ আমাদের সখীকে উত্ত্যক্ত না করলে কি তো অন্ন পরিপাক হয় না? এক্ষণেই দূর হ’ আমাদের প্রিয় সখীর সম্মুখ হতে।’ দর্পণে সত্যভামার প্রতিফলনের দিকে চকিত নেত্রপাত করে সম্প্রতি। তারপর ভ্রূ-ভঙ্গিমায় গিরিকাকে কক্ষত্যাগের নির্দেশ দেয়। সম্প্রতির বিচক্ষণতা সন্দেহাতীত। উপযুক্ত সময়ে, উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সে দক্ষ। বহুজনকে এইভাবে আগত

বিপদের হাত হতে রক্ষা করেছে। গিরিকাও বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

কোনো নারীর কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে নিয়ে যে এমন রসিকতা করতে নেই, সেটুকু বোধবুদ্ধিও গিরিকার জন্মায়নি। তদুপরি সত্যভামা এই যদুকুলের অন্যতম ধনীর আত্মজা, তাই তাঁর অভিমান বা ক্রোধও অত্যন্ত প্রবল। ক্রুদ্ধ হয়ে যদি তাকে পুনরায় আঘাত করে! 'এসো প্রিয় সখী, তোমায় অন্তরীয়টি পরিয়ে দিই।' সম্প্রতি চীনাংশুকের অন্তরীয়টির একটি কোণ তাঁর কটিতে নিবদ্ধ করতে গেলেন।

কিন্তু সত্যভামা পেটিকা থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের একটি বস্ত্র তুলে, সম্প্রতির হাতে ধরিয়ে দেন, 'না, বরং আজ অর্ধোরুক ধারণ করব। চন্দন হরিদ্রার প্রলেপ দিয়ে স্নান সম্পন্ন কেন করলাম, যদি এই দীর্ঘ পা দুটি কারও মনোহরণই না করতে পারল!' জানু থেকে পদতল পর্যন্ত অনাবৃত দুটি পায়ে করতল চালনা করে সত্যভামা হেসে উঠলেন।

'তথাস্তু প্রিয়ে! আজ যদুকুলমণি বাসুদেব তোমার এই কামদেবীনিন্দিত রূপ দেখে অচৈতন্য হয়ে পড়ুন। তুমিও ইত্যবসরে তাঁকে নিজের হৃদয়ের কথাটি ব্যক্ত কোরো।' সত্যভামার কক্ষটি সমবেত নারীকণ্ঠে হাস্যকলরবে মুখরিত হয়ে উঠল।

সজ্জা সমাপনান্তে সত্যভামা আর দর্পণের সামনে দাঁড়াতে সাহস পেলেন না। যুগ যুগান্তর ধরে সমস্ত নারীহৃদয়ের একই অবস্থা। প্রিয় পুরুষটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তটিতে, ব্রীড়া-ত্রাস-সংকোচ-পুলক মিশ্রিত এক আশ্চর্য ভাব অনুভব করে তারা।

সত্রাজিতের অতিথিবৃন্দ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হচ্ছেন। গৃহের প্রতিটি কক্ষই জনসমাকীর্ণ। নারীরা ধারণ করেছেন তাঁদের সুন্দরতম বস্ত্রটি। সকলের অধরোষ্ঠে আনন্দহাস্য। যাদব-পুরুষেরা ক্ষত্রিয়সুলভ শতক ও উত্তরীয়তে সজ্জিত। প্রত্যেকের হাতে মাধ্বী, পৈষ্ঠী বা মৈরেয় পূর্ণ পাত্র।

সত্যভামা অতিথিদের দিকে দৃষ্টি চালনা করলেন। তাঁকেই আজ সম্ভবত সর্বাধিক সুন্দর লাগছে। কর-চালনায় নিবি সংলগ্ন গোমুত্রিকা শৈলীতে আবদ্ধ পাতকটির ভাঁজ সুচারু করে নিলেন আরও একবার। আজ সর্বাঙ্গে অগুরু সুগন্ধ লেপন করার সময়, এই বস্ত্রখণ্ডটিও সুগন্ধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। কিন্তু যাঁর কারণে এই সজ্জাতিশয্য, তাঁর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

সহসা অমঙ্গল আশঙ্কায় সত্যভামার হৃদয় কম্পিত হয়ে ওঠে। ইদানীং রুদ্ধ দ্বার কক্ষে তাঁর পিতা নির্দিষ্ট কয়েকজন যাদব পুরুষদের সঙ্গে কিছু মন্ত্রণা করছেন। গৃহে সারাক্ষণ ষড়যন্ত্রের আভাস। নিঃশব্দ কথোপকথন ভেসে আসে পিতার কক্ষ থেকে। সে সব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, এত কিশোরীও আর সত্যভামা নেই। এই মন্ত্রণা কার বিরুদ্ধে, তাও বোঝা যায় স্পষ্ট। তবে কি পিতা বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পেরে উঠবেন না বুঝে, গোপনে তঁর কোনো ক্ষতি... না না, সত্যভামা আর কল্পনাও করতে পারলেন না। প্রসাধন চর্চিত কপোলদুটি রক্তশূন্য হয়ে যায়। 'হে প্রভু নারায়ণ, তাঁকে সমস্ত অমঙ্গল হতে দূরে রেখো,' অস্ফুট প্রার্থনায় সত্যভামার ওষ্ঠ কম্পিত হল।

প্রার্থনা সমাপনান্তে, কমলপক্ষের ন্যায় নয়নদুটি উন্মীলিত করতেই, তাঁর হৃৎস্পন্দন এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। চতুর্দিকের চিৎকার কোলাহল, ব্যস্ততা, হাস্যপরিহাস, আহ্বান-তর্জন-নির্দেশ-চাটুবাক্য কিছুই আর তাঁকে স্পর্শ করে না। ঈষমাসের উত্তপ্ত বাতাসও তাঁকে স্পর্শ না করেই, দুই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। সত্যভামা কামনা করলেন, এই ক্ষণটি অনন্তকাল ধরে এমনই স্তব্ধ হয়ে থাকুক। অথবা বিবশ হৃদয়ে তিনি কিছুই চিন্তা করতে পারেন না।

'কল্যাণী, সব সকুশল তো?' কোন অতলস্পর্শী গহ্বর থেকে উত্থিত হয়ে একটি কণ্ঠস্বর সত্যভামাকে স্পর্শ করে। সত্যভামার ধ্যানভঙ্গ হল বুঝি। দীর্ঘদেহী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের পুরুষটি সত্যভামার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর কুশলবার্তা জানতে চাইছেন। সত্যভামার স্নায়ু অবসন্ন হয়ে আসে। 'বা-বা-বাসু...' অধরোষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তুচ্ছ নারী কীভাবে সাধারণ বার্তালাপটুকুও করে!

'বাহ, সত্রাজিৎদুহিতাকে তো আজ ইন্দ্রলোকের অপ্সরার চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে।' একটি নারীকণ্ঠ ও নারীদেহের আলিঙ্গনে, সত্যভামা আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে সংবিৎ ফিরে পেলেন। বাসুদেব একাকী আসেননি, নবপরিণীতা বধূ রুক্মিণী ও জ্যেষ্ঠ বলরামও এসেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষায়। রুক্মিণীর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে, সৌজন্যমূলক মৃদু হাসলেন তিনি। এর অধিক এই নারীর জন্য কিছু করার ইচ্ছাটুকুও তাঁর নেই।

রুক্মিণীও সর্বাঙ্গ সুন্দরী, তাঁর অঙ্গেও মণি-মাণিক্যের প্রাচুর্য। কিন্তু সত্যভামার দৃষ্টি স্থির হল একটিমাত্র স্থানে—কটিতে সপ্ত সূত্র বিশিষ্ট শ্রোণি-সূত্র পরিধান করেছেন বিদর্ভদুহিতা; এবং, বাসুদেবের দীর্ঘ বামহস্তটি রুক্মিণীর উন্মুক্ত কটি

বেষ্টন করে রয়েছে। ঈর্ষা-পিপীলিকার দংশন যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা বড়োই জ্বালাময়ী। সত্যভামা অন্যত্র দৃকপাত করেন।

সপরিবার বাসুদেবকে দেখে আচমকা সত্যভামার স্মরণ হল পিতার মন্ত্রণার কথাগুলি। বিশদে তিনিও সমস্ত কিছু অবগত নন, কিন্তু বাসুদেবকে যদি সামান্যতমও সতর্ক করে দেওয়া যায়! বলরামের চরণ স্পর্শ করলেন সত্যভামা। এই উদাসীন অদ্ভুতস্বভাবের মানুষটি এইরকমই। কোনো স্নেহবাক্য উচ্চারণ না করেই, মাধ্বীর স্থালীর দিকে দীর্ঘ পদপাদে গমন করলেন।

'জ্যেষ্ঠর আচরণে মনঃকষ্ট পেয়ো না, কল্যাণী, তিনি সামাজিকতার নিয়মে আবদ্ধ নন। ইচ্ছার দাসানুদাস। জ্যেষ্ঠকে আমি এই বিষয়ে ঈর্ষাই করি,' বাসুদেবের ওষ্ঠে মৃদু হাসি। তাঁর দশনপংক্তি কুন্দসদৃশ্য। তাঁর দৃষ্টিতে নিজের জন্য প্রণয় অনুসন্ধান করেন সত্যভামা। কিন্তু বৃথা সে সন্ধান! অন্যান্য যাদব রমণীদের থেকে পৃথক দৃষ্টিতে তিনি দেখেন না সত্যভামাকে। তাতে খেদ কী? একপাক্ষিক প্রণয়ে ক্ষতি তো কিছু নেই!

বাসুদেবকে এই মুহূর্তে সচেতন করে দেওয়া উচিত! কিন্তু নিয়তি সম্ভবত বাসুদেবের ললাটে ভিন্ন ঘটনাবলি সঞ্চিত করে রেখেছে। সত্যভামা নিজের ওষ্ঠ উন্মুক্ত করতেই, সত্রাজিতের বটুকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'সুদূর কাম্বোজ দেশ থেকে উপঢৌকনরূপে প্রাপ্ত, সর্বরোগ-সন্তাপ-দুর্দশাহারী, দৈব আশীর্বাদধন্য স্যমন্তক মণি আপনাদের সম্মুখে আনীত হচ্ছে।'

সস্ত্রীক বাসুদেব সহ অভ্যাগতগণের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হল। সত্রাজিতের দুই কর্মচারী, দারুনির্মিত নাতিদীর্ঘ সিংহাসন স্কন্ধে বহন করে এনেছে। হরিদ্রাভ বর্ণের একটি রঙ্কাবলী দ্বারা তার কেন্দ্রস্থলটি আচ্ছাদিত। স্যমন্তক মণির ক্ষেত্রে পিতা বড়োই যত্নশীল। এই আচ্ছাদনটিই তার সর্বোচ্চ প্রমাণ। কেবলমাত্র স্যমন্তকটিকে আচ্ছাদিত করার নিমিত্তে সুদূর বাহ্লীক দেশ থেকে বিশেষরূপে নির্দেশ দিয়ে পিতা রঙ্কাবলীটি আনয়ন করেছেন।

'পারিজাত পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ, উষাকালের প্রথম লগ্নের ন্যায় সমুজ্জ্বল, উত্তরকুরুর কেশরের... আহা, কেশর মিশ্রিত পায়সান্নের স্মৃতি জাগ্রত হয়ে উঠল,' খর্বাকৃতি বটুর অশোভন ওষ্ঠ লেহনটি দেখে যাদব রমণীগণের নাসিকা কুঞ্চিত হল। সত্রাজিৎ তার শিখাটি সজোরে আকর্ষণ করতেই সে লম্ফ দিয়ে ওঠে, 'ব্রাহ্মণের শিখা স্পর্শ করলে রৌরবে স্থান পাবেন যাদবকুলমণি!' তার আচরণে

অতিথিবৃন্দ কলহাস্যমুখরিত হয়ে ওঠেন। 'ওরে মূঢ় বটুক, দ্রুত এই বিবরণ সমাপ্ত কর! সকলে উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।' সত্রাজিতের মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্য।

চতুর্দিকে দৃষ্টি চালনা করেও ক্ষত্তা প্রসেনকে কোথাও দেখতে পেলেন না সত্যভামা। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর তো আজকের দিনে উপস্থিত থাকা উচিত!

'ভগবান সূর্যের আশীর্বাদ রয়েছে এই স্যমন্তক মণির উপরে। যে স্থানে এই মণি অবস্থান করে, সেখানে মহামারি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করতে পারে না। সর্বোপরি, এই মণি প্রত্যহ আট ভার সুবর্ণ প্রসব করে।'

কক্ষমধ্যে অভ্যাগতদের বিস্ময়সূচক শ্বাস টেনে ধরার শব্দ শোনা গেল। প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ কি বালকের হাতের মোদক! যদিও সত্যভামা জানেন, এসব বটুকের অত্যুক্তি। প্রভু সত্রাজিতের মানবর্ধনের প্রচেষ্টা ভিন্ন এ আর কিছুই নয়।

বটুকের ঘোষণা চলাকালীনই প্রসেনের স্ত্রীর নিকটে গেলেন সত্যভামা, 'মাতা, তাত কি অসুস্থ হয়ে গৃহেই রয়েছেন? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কই?' ক্ষত্তাপত্নী সরলা রমণী, আচ্ছাদিত সিংহাসনের দিকে গ্রীবা বাড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই প্রত্যুত্তর দিলেন, 'রাত্রির তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার সময়েই তিনি নিজের প্রিয় অশ্বটিকে নিয়ে কোথাও রওনা দিয়েছেন।'

সত্যভামা ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তবে কি ষড়যন্ত্র তার দেহ ধারণ করতে শুরু করেছে! সন্তর্পণে মনের ভাব গোপন করেন তিনি, 'আজই যেতে হল তাঁকে? কোথায় গিয়েছেন আপনি জানেন?' প্রসেন-পত্নী নঞর্থক শির চালনা করলেন। এই মুহূর্তে স্যমন্তক মণিই তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে রয়েছে। অধিকাংশ যাদবের ন্যায় তিনিও মণিটিকে আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখেননি। তদ্ভিন্ন, স্পষ্টতই প্রসেনের গন্তব্য বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কুয়াশাবৃতও বটে।

সত্যভামা ধীর পায়ে বাসুদেবের পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন। উপযুক্ত অবকাশ পাওয়া মাত্র বাসুদেবকে এই তথ্যটি জানাতে হবে। সমগ্র গৃহটি পুষ্প-পত্র-সজ্জিত, সুগন্ধ চর্চিত; তবু বাসুদেবের দেহ স্পর্শ করে আসা অতিলৌকিক সুগন্ধবাহী বাতাস, সত্যভামাকে ক্ষণে ক্ষণে বিমূঢ় করে তুলছে। তিনি জ্যেষ্ঠ বলরামের কর্ণে অতি মৃদু কণ্ঠে কিছু বলে চলেছেন। মাধ্বীর পাত্রে ঘন ঘন ওষ্ঠস্পর্শ ও বলরামের দ্রুত লয়ে শির চালনা দেখেই প্রতীত হয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই কথা। বটুকের ঘোষণা সমাপ্তির পথে, সত্রাজিৎ স্বয়ং এসে সিংহাসনের আচ্ছাদন অনাবৃত

করলেন।

কক্ষ মধ্যে বজ্রপাত হলেও কেউ এত আশ্চর্য হত না। সত্রাজিতের বিস্ফারিত দৃষ্টি সিংহাসনের দিকে নিবদ্ধ। শুধু পিতার নয়, উপস্থিত সকলেই মুখব্যাদান করে সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। প্রত্যেকে বাকরহিত। দুর্বলচিত্ত সত্যভামা-মাতা অচৈতন্য অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হলেন। বটুর কণ্ঠ থেকে একটি তীব্র আর্তনাদ নির্গত হয়। নাটকীয় ভঙ্গিতে সে কক্ষান্তরে পলায়ন করে। সিংহাসনের যে স্থানে স্যমন্তক মণি বিরাজ করার কথা, সেটি শূন্যগর্ভ। পারিজাতবর্ণ, ঊষা সদৃশ কোনো মণি সেখানে নেই।

তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে অতিথিবর্গের। তারপর, তাঁদের নিকট থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ ধাবিত হয়ে আসে, 'মণি কই?' 'এ কী প্রহসন!' 'মায়াকৌতুক?' 'চৌর্য!' শেষোক্ত শব্দটি যেন কক্ষগাত্রে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কক্ষময় অনুরণিত হতে থাকে। 'কে করেছে হরণ!' 'কার এত দুঃসাহস?' স্যমন্তক নামক না-দেখা মণিটি সকলের অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হল।

সত্যভামা পিতার দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাঁর বিস্ময় ক্রমে ক্রোধের রূপ ধারণ করছে। হাত মুষ্টিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত, অক্ষিবলয় ঘূর্ণিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে স্থির হচ্ছে। সেই ব্যক্তির চূড়ামণি অলংকৃত কৃষ্ণবর্ণ ললাটে তখন চিন্তারেখা, দুই চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত। তিনি নীরব দর্শকের ন্যায় সমস্ত কিছু অবলোকন করে চলেছেন। সত্যভামা লক্ষ করেন, সাত্যকির সঙ্গে মুহূর্তের জন্য বাসুদেবের দৃষ্টি বিনিময় হতেই, সে চক্ষু আনত করল।

রৌহিণেয় বলরাম, সত্রাজিতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্বভাবসিদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠেন, 'দৈব আশীর্বাদ ধন্য এই মণিটি কৃষ্ণ যে আপনার কাছে প্রার্থনা করল, সে বাক্য আপনি কানেও তুললেন না! এখন ফল ভোগ করুন! তস্করে নিয়ে গেল তো হরণ করে? সে কি আর নিজের জন্য চেয়েছিল? যাদবশিরোভূষণ উগ্রসেনের অধিকারে থাকত এই মণি। যা কিছু আশীর্বাদ-সুবর্ণ-ঐশ্বর্য আপনি একক লাভ না করে, সকলেই মিলিতভাবে এর ফল ভোগ করতাম!' বলরামের বাক্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই সহসা বাসুদেব তাঁর দক্ষিণ হস্তটি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ধারণ করেন। বলরাম ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হয়ে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে দ্বিধান্বিত স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কী হল কনিষ্ঠ, চুপ করিয়ে দিচ্ছ কেন?

অনুচিত বা অসঙ্গত কোনো কথা তো বলিনি!'

সত্রাজিতের দৃষ্টি লক্ষ করে অভ্যাগতদের চক্ষু এসে স্থাপিত হয়েছে বাসুদেবের উপর। সকলের শ্রুতিগম্য স্বরে সত্রাজিৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'নীচ! দুরাচারী! ভেবেছ আমরা একদল মেষ? তোমার ধূর্ততা অনুধাবন করতে পারব না?' তাঁর দন্ত ঘর্ষণ ধ্বনি শোনা যায়।

পিতার বাক্যগুলি সত্যভামার হৃৎপিণ্ডে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডসম অনুপ্রবিষ্ট হল। আবেগতাড়িত অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়, পিতা ও বাসুদেবের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে, বাসুদেবের দিকে নিক্ষিপ্ত সমস্ত কলঙ্কবাক্য তিনি আপন দেহে ধারণ করবেন।

কর্কশ স্বরে সত্রাজিৎকে সমর্থন জানান অক্রূর, 'স্যমন্তকের প্রতি এত লোভ তোমার বাসুদেব, যাচনা করেও পেলে না বলে অবশেষে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করতে হল! ছিঃ!'

বলরাম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন, 'সতর্ক হন সত্রাজিৎ, অক্রূর! অবস্থান ও বয়সোচিত মর্যাদার ফলে এখনও আপনাদের মুণ্ডদুটি আমার পরিঘ দিয়ে চূর্ণ করে দিইনি, তা সপ্তপুরুষের সৌভাগ্য জানবেন।' তারপর আপন মনেই উচ্চৈঃস্বরে স্বগতোক্তি করেন, 'নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেও শস্ত্র ব্যবহার করার মতো পরিস্থিতি উৎপন্ন হচ্ছে! যাদবকুলের মর্যাদা বলে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না!' অতিরিক্ত মাধ্বীপানের ফলে তাঁর নয়নদুটি আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

সমস্ত অপবাদ-বাণের লক্ষ্যব্যক্তিটি গম্ভীরমুখে যাদবগণের অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। বাসুদেবের প্রসঙ্গে, যাদবরাও দ্বিধা বিভক্ত। সন্দেহপাশ এমনই এক কুটিল আবর্ত, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুরূহ।

বাসুদেবের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে পৌঁছাতে দেখা দুর্লভ বস্তু। ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'নিজের ভাবমূর্তি সম্পর্কে চিন্তিত হয় কাপুরুষেরা। সর্বদা সেটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বহু হীন কর্ম সাধনেও তারা লিপ্ত হয়। আমার এহেন কোনো অভিপ্রায় নেই। কিন্তু যাদববংশের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি আপনারা করতে চাইছেন, তা আমি হতে দেব না। একজন যাদবপুরুষ তথা যাদবদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তা সমূলে ধ্বংস করাই আমার কর্তব্য! বহু দুর্বিষহ পরিস্থিতিকে পরাভূত করে আমরা প্রত্যেকে এই গিরিনগরী স্থাপন করেছি। সামান্য একটি ছিদ্র নির্মাণ করে, এর অঙ্গে কর্কট সম প্রবেশ করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে,

সেই সর্বনাশ আমার জীবিতাবস্থায় কিছুতেই ঘটতে দেব না।'

'সর্বনাশ ঘটানোর আর অবশিষ্ট কী রেখেছ বাসুদেব?' কৃতবর্মার ক্রুদ্ধস্বর ভেসে এল কক্ষের অপর প্রান্ত থেকে। 'কংস বধ করার সময় চিন্তা করোনি যে যাদবদের উপরে কী সর্বনাশ নেমে আসতে পারে? অসুখী তো ছিলাম না মথুরাতে আমরা! উগ্রসেন, বসুদেব আর তুমি—এই তিনজনের কংসবিরোধী ষড়যন্ত্রে, বলিপ্রাপ্ত হলাম আমরা! যাদব বাসুদেবের নাকি সিংহাসনের প্রতি লোভ নেই?' কৃতবর্মার অট্টহাস্যে কক্ষ কম্পিত হয়ে উঠল।

'সতর্ক হও কৃতবর্মা! সংঘমুখ্য বলে যা জিহ্বাগ্রে আসবে, সেই বাক্যই বলবে, এ আমি সহ্য করব না!' বাসুদেবের ললাটের একটি শিরা ক্রমশ দৃশ্যমান। 'পিতার ন্যায় নির্লোভ ব্যক্তির দিকে তুমি কালিমা নিক্ষেপ করছ!'

'আচ্ছা! তোমার পিতা নাকি শ্বেতশুভ্র চরিত্রের! যদি তাই হয়, তোমার জন্মের সময়, এত অনায়াসে কীভাবে তিনি কারাগার থেকে তোমায় বৃন্দাবনে রেখে আসতে পেরেছিলেন? সবই কোনো দৈব উপায়ে হয়েছিল, তাই না? যদি বলি, তোমার পিতা কংস বিরোধী ষড়যন্ত্রে কিছু অন্ধক-বৃষ্ণী প্রধানদের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন? তাঁদেরই সহায়তায় তিনি কারাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পেরেছিলেন? সিংহাসনের লোভ তাঁরও ছিল, তোমারও ছিল!'

'আমার ঈশ্বর জানেন, আমি যা কিছু করেছি, সমস্তই যাদবহিতের জন্য...

বাসুদেবের বক্তব্য সমাপ্ত করতে দিলেন না কৃতবর্মা, 'লোভই যদি না থাকে, তাহলে তোমার নির্দেশে গোপবাহিনী—যাদের স্নেহভরে তুমি নারায়ণী সেনা সম্বোধন করো, কেন তারা মথুরায় প্রবেশ করেছিল? তুমি আকুলভাবে চেয়েছিলে, কংসকে উচ্ছেদ করে নিজে আরোহণ করবে ওই রাজসিংহাসনে।' কৃতবর্মার তর্জনী বাসুদেবের দিকে নিবদ্ধ হল।

'এ কথা সর্বৈব মিথ্যা! যাদবকুল তথা মথুরাবাসীকে কংসের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার নিমিত্তেই আমার কংসবধ!' বাসুদেবের কণ্ঠস্বর গম্ভীরতর।

'রক্ষা!' হাসালে কৃষ্ণ! শতধন্বা নিজের জ্যেষ্ঠর নিকটেই দণ্ডায়মান। সত্যভামার প্রতি তার আকর্ষণ সর্বাধিক। এতক্ষণ সে প্রেমপূর্ণ নয়নে সত্যভামার দৃষ্টি লক্ষ করছিল। সেই দৃষ্টিতে বাসুদেবের জন্য আকুলতা প্রকাশ পেতেই তার সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলে উঠল, 'যাদবদের রক্ষাই যদি তোমার প্রধান উদ্দেশ্য হত, তাহলে একবারের জন্যেও তোমার মনে উদয় হল না, কংসকে বধ করলে জরাসন্ধ মথুরা

আক্রমণ করবেন? রাজনীতিজ্ঞ বিকদ্রু প্রথমেই সতর্ক করে দেননি? মথুরার খাদ্য, ইন্ধন সমস্ত কিছু কম ছিল। জরাসন্ধের ছত্রচ্ছায়ায় বাস করতেন বলে কংস মথুরাতে কোনো দুর্গ নির্মাণ করাননি, সে কথাও তুমি জানতে! বহুদিনের সংস্কারের অভাবে নগর-প্রাকারও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, জল-পরিখা সংস্কার হয়নি। মথুরা কি শত্রুপক্ষের একদিনের অবরোধ সহ্য করার অবস্থাতেও ছিল? কোন্ যুক্তিতে তাহলে জরাসন্ধের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করতে গেলে বাসুদেব?'

অক্রূর পুনরায় সরব হলেন, 'আহা আহা, আমাদের বাসুদেবকে দোষ দিও না। অন্তত একটি কর্ম তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন! বিদর্ভীকে রাক্ষস মতে বিবাহ করে এনেছেন তিনি!' তাঁর ব্যঙ্গে রুক্মিণী শিহরিত হলেন। 'ক্ষমা করবেন দেবী, আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কিন্তু যা সত্য, তা বলতে আমি ভীত নই। এই মুহূর্তে জরাসন্ধের ন্যায় বিশাল ব্যক্তিত্ব তোমার ফলে আমাদেরও ব্যক্তিগত শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন, তদুপরি তুমি শিশুপালের বাগদত্তাকে হরণ করে আনলে? এই তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? কী ভেবেছিলে, বিদর্ভ তোমার পক্ষ অবলম্বন করবে? বলো? উত্তর দাও!'

'বিভীষণ বৃত্তিধারী অক্রূরের মুখে এ কথা শোভা পায় না হে গন্দিনীপুত্র!' ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করেন বলরাম।

'সত্য যার মুখেই স্থাপন করা হোক না কেন, তা সত্যই থাকবে। দেবী রুক্মিণীকে হরণ করার ফলে চেদীরাজ শিশুপালের সঙ্গে, পরাক্রমী রুক্মীর সঙ্গেও আজীবনের শত্রুতা স্থাপিত হল! ওহ, পৌণ্ড্রক বাসুদেবকেই বা বিস্মৃত হচ্ছি কীভাবে! এর থেকে মুক্তি কে দেবে? তুমি?' অক্রূরের তর্জনীও বাসুদেবের দিকে স্থির হল।

মাননীয় অতিথিবর্গের কণ্ঠ শুষ্ক। স্যমন্তক দর্শনে এসে এই কুনাট্যের সাক্ষী থাকতে হবে, কেউই আশা করেননি। এই মুহূর্তে চার-চারটি তর্জনীর একমাত্র লক্ষ্য বাসুদেব। এই দৃশ্য কীভাবে দেখবেন সত্যভামা! ভূমিতে পড়েই যাচ্ছিলেন তিনি, সহসা কক্ষগাত্র ধরে ফেললেন। তাঁর পায়ের পেশিতে আর শক্তি নেই। বড়োই দুর্বলবোধ হচ্ছে। বাসুদেবের অন্তরে কী চলছে, তা যদি উপলব্ধি করা যেত! সামান্য নারী হৃদয় দিয়েই তিনি যেটুকু বুঝছেন, তাতে বেশিদূর চিন্তা করার সাহস তাঁর আর হচ্ছে না।

'পরবধূবিলাসী বাসুদেব, নিজের পূর্বজীবনের প্রেমচাতুরীর ন্যায়, এখানেও

রাজনৈতিক ছলচাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করতে এসেছিলে! এইবার যে নিজের সম্মানের আসনটি টলে গিয়েছে, তা উপলব্ধি করছ তো?' সত্রাজিৎ ধীর পদক্ষেপে বাসুদেবের দিকে অগ্রসর হলেন।

সহসা একটি তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দে সভাস্থ ব্যক্তিগণ শিহরিত হয়ে ওঠেন। হস্তধৃত আসব-পানপাত্রটিকে সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছেন সংকর্ষণ। কনিষ্ঠের প্রতি এই নিন্দাপঙ্ক প্রক্ষেপণ তিনি মেনে নেবেন না। বীরদর্পে তিনিও সত্রাজিতের দিকে এগিয়ে যান।

কিন্তু বাসুদেব পিছন থেকে তাঁর দক্ষিণ হস্ত আকর্ষণ করলেন, 'না, যে জ্ঞাতিবিরোধ প্রতিরোধ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি, আমারই জ্যেষ্ঠ হয়ে তুমি স্বহস্তে সেই কাজ করতে চললে?' বাসুদেবের কণ্ঠস্বর তুষারশীতল। 'চলে এসো জ্যেষ্ঠ, এসো বিদর্ভী!' কৃষ্ণ প্রস্থানোন্মুখ হতেই বলরাম বাধা দিলেন, 'কিন্তু কানহা! কোনো প্রতিবাদ না জানিয়েই সভা ত্যাগ করবে? প্রতিশোধ গ্রহণই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য!'

'জ্যেষ্ঠ, নিজেকে প্রমাণ দেওয়ার অভিলাষ আমার নেই। আর আত্মীয়-বান্ধবদের উপর প্রতিশোধ কী নেব?' বাসুদেবের মুখে আবার সেই চিরপরিচিত স্মিত হাস্যরেখা ফিরে এসেছে। 'আপাতত, তাত সত্রাজিতের এই দুর্দিনে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাই অবশ্য কর্তব্য।' বাসুদেবের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সত্রাজিতের উপর নিহিত হল। 'আপনি চতুর্দিকে চর নিযুক্ত করুন, আমিও সর্বশক্তি দিয়ে স্যমন্তক অনুসন্ধানের প্রয়াস করছি।' সত্রাজিতের পদক্ষেপ স্তব্ধ; মুখমণ্ডল মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়েই, পুনরায় স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

সত্যভামা বিমর্ষ দৃষ্টিতে বাসুদেবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সভার ছন্দপতন ঘটেছে, অধিক ক্ষণ অবস্থান করে সময় অপব্যয় নিরর্থক। অতিথিবৃন্দেরা সকলেই একে একে প্রস্থানে ব্যস্ত। সত্যভামা নিজ কক্ষে ফিরে এসে, ছিন্নমূল লতার ন্যায় বরতনুটি শয্যায় এলিয়ে দিলেন। কমল পুষ্পগুলি দেহতাপে ন্যুব্জ। দুই হাত দিয়ে একের পর এক পুষ্প আকর্ষণ করেন, আর কক্ষের ভূমিতে নিক্ষেপ করতে থাকেন।

'পুষ্পেরা তো কোনো অপরাধ করেনি, তবে কেন তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করছ প্রিয় সখী?' সম্প্রতি হাতে একটি তক্রপূর্ণ পাত্র নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে, 'নিরম্বু উপবাসে দেহত্যাগের পণ করেছ অপর্ণা? বলো তো পঞ্চাগ্নি জ্বেলে দিই,

উপাসনা করে মহাদেবকে লাভ করো?' সত্যভামা তাঁর দিকে একবার নেত্রপাত করেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 'রসিকতা করার মতো মানসিক অবস্থা নেই সম্প্রতি, তুই যা!' 'থাকার জন্যে আসিওনি। কই মাথা তোলো, এই তক্রটুকু পান করলেই আমি বিদায় নেব।' সত্যভামা শয্যায় উঠে বসলেন, কিন্তু পাত্রটি স্পর্শ করার ইচ্ছা হল না। বাম হস্তের ইঙ্গিতেই সম্প্রতিকে বিদায় দিলেন।

পিতার আচরণ বহুদিন ধরেই বাসুদেব বিরোধী হয়ে উঠছে। তাঁর নিত্য বাক্যালাপে সে ছাপ অতি স্পষ্ট। কিন্তু আজকের ঘটনাটির জন্য পিতাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না তিনি। 'উফফ!' দুই হাতের তালু দিয়ে নিজের মুখখানি আবৃত করেন সত্যভামা। হৃদয় আজ এত শূন্য কেন! হৃৎস্পন্দন কেন নিজের আয়ত্তে নেই! বাসুদেবকে যদি একবার কোনোক্রমে ক্ষত্তার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করানো যেত! হতভাগিনী সত্যভামা কপালে কষাঘাত করেন। সুযোগ পেলেও তা হাতছাড়া করেছেন নিজেই।

দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন সত্যভামা। আগামীকাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে একটি প্রশ্ন উঠে এল, 'সত্যই কি এই বার্তাদানের জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাও সত্যভামা! নাকি অন্য কোনো প্রত্যাশা? তোমার অন্তর কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠিকা দ্বারা একটি নীড় স্থাপনে নিয়োজিত?'

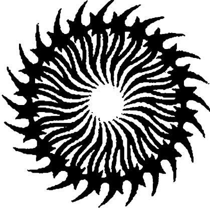
সজোরে শির চালনা করলেন তিনি, 'না, না, অন্য কোনো অভিপ্রায় নেই! কেবল তিনি সম্মুখে এসে দাঁড়ালে, তাঁকে বার্তাটুকু দিয়েই গৃহে প্রত্যাবর্তন করব।' সেই কণ্ঠস্বর তাঁকে বিদ্রূপ করে হেসে ওঠে, 'সখীর হাত দিয়ে সংকেতলিপি পাঠিয়ে দিয়েই বিপদ-মুক্ত হয়ে যাও তাহলে! অকারণ ঝুঁকি নেবে?' কার কাছ থেকে গোপন করতে চাইছেন নিজের মনোবাসনা। সংবাদ-দানের পিছনে সত্যই কি বাসুদেবকে দর্শনের গোপন অভিপ্রায় তাঁর নেই! তাহলে কেন পরমুহূর্তেই চিন্তা করলেন সাক্ষাতে যাওয়ার সময় কোন গহনাগুলি পরিধান করবেন! কেন পশ্চিম সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শী বাসুদেবের আয়ত নয়নদুটি তাঁর মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'সম্প্রতি, একবার শোন!' অনুচ্চ স্বরে তিনি ডাক দিলেন।

সত্যভামার চঞ্চল মতির বিষয়টি সম্প্রতি উত্তমরূপেই জানে, সে কক্ষের বহির্ভাগেই দাঁড়িয়েছিল। 'আজ্ঞা করো সখী!'

মস্যাধারে একটি ময়ূরপুচ্ছ নিমজ্জিত করলেন সত্যভামা, 'বাসুদেবকে এই পত্রখানি দিয়ে আয়। সাবধান, বিদর্ভী বা অন্য কেউ যেন কিছু জানতে না পারেন।'

সত্যভামার হৃৎপিণ্ডের শোণিতপ্রবাহ সহসা দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।



যদুর বংশধরগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আজও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সকলে এক ছত্রচ্ছায়া তলে একত্রিত হন। যাদব গোষ্ঠীর পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব রোধ করতে বাসুদেব যত প্রবল প্রচেষ্টাই চালান না কেন, তা যেন মরীচিকায় পর্যবসিত হয়েছে। এই বিষয়টিই সম্প্রতি কয়েক দিবস যাবৎ তাঁর নিদ্রাহীনতার কারণ।

আজও অতি প্রত্যুষে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। অন্যান্য দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে নিদ্রা থেকে উঠে তিনি শয্যা ত্যাগ করেন; আজ অন্ধকার বাতায়নের দিকে অলস দৃষ্টিপাত করেই তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত আগমন লগ্নের সাক্ষী হলেন। রুক্মিণী এখনও পালঙ্কের শুভ্র শয্যায় নিদ্রামগ্ন। নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গৃহের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

মনোরম স্নিগ্ধ বাতাস সমুদ্রগন্ধবাহী। সর্বাঙ্গে কোমল স্পর্শ করে, চলে যাচ্ছে রৈবতকের দিকে। উচ্চবংশীয় যাদব নরনারীর এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। পূর্ব রাত্রির আমোদ আহ্লাদের ফলে প্রতিদিনই তারা দিবাকরকে প্রণাম জানায় চিবুক উচ্চ করে। পথ-ঘাট জনশূন্য, বিপণিগুলির দ্বার রুদ্ধ, শৌণ্ডিকালয়ের অধিকারী গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে ক্ষণকাল পূর্বে। এই স্থানটির বাতাসে এখনও মদ্যঘ্রাণ। একটি দুটি সারমেয় সমগ্র রাত্রি জাগরণের পরে, পরম আলস্যভরে পথের প্রান্তে নিদ্রারত। গত কাল সন্ধ্যায় এই স্থানেই এক যাদব যুবক সহসাই তাঁর পথরুদ্ধ করে দাঁড়ায়। ঘটনাটি স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে, একই সঙ্গে বাসুদেবের মনে কৌতূহল ও উৎফুল্লতা জেগে ওঠে।

'প্রণাম আর্য বাসুদেব, আমি মাননীয় সত্রাজিতের ব্যক্তিগত ক্ষৌরকার, জয়!'

যুবকটি অতি বিনীতস্বরে নিজের পরিচয় দেয়।

'কল্যাণ হোক!' বাসুদেব শান্তভাবে অপেক্ষা করেন। অকস্মাৎ সত্রাজিতের ব্যক্তিগত ক্ষৌরকার কেন তাঁর পথ রোধ করল! পুনরায় কি কোনো নতুন অভিসন্ধি? নাকি সত্রাজিতের পক্ষ থেকে মিত্রতার আহ্বান!

'আসলে, প্রভু...,' যুবটির শরীরী বিভঙ্গে গোপনীয়তার সঙ্গে লজ্জা মিশ্রিত হচ্ছে। 'দেবী সত্যভামার সংবাহিকা সম্প্রতি আমার প্রেয়...' বাক্য অসমাপ্ত রেখে, একটি ভূর্জপত্র এগিয়ে দিল যুবকটি। 'দেবী সত্যভামা সম্প্রতির হাত দিয়ে আপনাকে এই পত্রটি প্রেরণ করেছেন। সম্প্রতি আমায় সেই দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত করেছে। এইক্ষণেই তার উত্তরটিও কাম্য, প্রভু! আমার উপর আজ্ঞা রয়েছে, যেন প্রত্যুত্তর বিনা আমি বাটিতে প্রত্যাবর্তন না করি!' জয়ের অনুচ্চ কণ্ঠ শুনে কৌতুকবোধ করেন বাসুদেব। 'এই আজ্ঞাটি কি দেবী সত্যভামার পক্ষ হতে?'

'না, না প্রভু, তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁর আচরণ সামান্য উদ্ধত হতে পারে, কিন্তু বড়োই কোমল হৃদয় তাঁর। ওই সম্প্রতিই এই আদেশ দিয়েছে। তাকে আমি প্রবল ভয় পাই।' জয়ের লজ্জারুণ মুখে প্রেমিকার প্রতি ত্রাস ভেসে ওঠে। সামান্য চুপ করে সে প্রশ্ন করল, 'হে দেব, আপনার উত্তর?'

হাসিমুখে জয়ের পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাত করলেন বাসুদেব, 'তোমার ও সম্প্রতির বিবাহের সময় পুষ্পসজ্জার জন্য যা ব্যয় হবে, তার দায়িত্ব আমি নিলাম হে যাদব! কল্যাণীয়া সত্যভামাকে জানিও, আমি সম্মত।'

স্মৃতিচারণ সমাপ্ত করে, বাসুদেব উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় পুনরায় সম্মুখপানে এগিয়ে চলেন। সারমেয়দের কেউ কেউ বাসুদেবকে দেখার জন্য চক্ষু উন্মীলিত করল, কেউ সেটুকু প্রয়াস করে না। কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় শুয়েই থাকে। নগরের প্রান্তদেশে, প্রাচীর গাত্রে ভিক্ষুক, বণিতা, দরিদ্র যাদবদের মৃৎকুটির। অসংলগ্ন পদসঞ্চালনায় একটি কুটিরের সম্মুখে এসে, কৃত্রিমভাবে কাশলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কুটিরের বংশ নির্মিত দ্বার উন্মুক্ত করে, কয়েকটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে। প্রত্যেকের ধুলামলিন বস্ত্র, শীর্ণ-ক্লিষ্ট মুখ, অনাহারে জীর্ণ দেহ। সবার পশ্চাতে একটি শীর্ণকায়, বিকলাঙ্গ প্রৌঢ় ব্যক্তি অতি সন্তর্পণে কুটির থেকে বেরিয়ে আসে। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে, যখন সমস্ত কিছু কল্যাণময়, যখন দিবাকরের প্রথম স্পর্শে ধরিত্রীর সমস্ত কলুষতা নাশ হতে চলেছে, এই পরিবেশের সঙ্গে

বাসুদেবের সম্মুখস্থ এই ব্যক্তিটি যেন বড়োই বিসদৃশ।

'দাসানুদাসকে আজ্ঞা করতেন, সে স্বয়ং ভিক্ষা লাভের আশায় উপস্থিত হত। এত প্রাতে ভিক্ষুকের দ্বারে দেবতা স্বয়ং এসে কেন উপস্থিত হল, প্রভু! আমরা যে মহাপাপে পতিত হব!' ব্যক্তিটি বাসুদেবের চরণ স্পর্শ করে।

গগনমণ্ডলের ধূম্রবর্ণ তমসা, ক্ষীণতম হয়ে উজ্জ্বল পীতাভায় পূর্ণ হচ্ছে চরাচর। বাসুদেবের শ্যাম-কপোলে উজ্জ্বল অরুণাভা। স্মিত হাসেন তিনি, 'তথাহং নাবমন্তব্যঃ স্বজায়িয়োহস্মি বান্ধবঃ। দেবতা ভেবে দূরে সরিয়ে রাখবে আমাকে? আমি কি তোমাদেরই একজন নই?'

ভিক্ষুকের দুই নয়ন উপচে অশ্রুধারা নির্গত হল। দেবতা ভিন্ন কে এত সদয় হতে পারে?

'তাছাড়া, ভিক্ষা যাচনায় গেলে দাসী কিংবা দেবী রুক্মিণী তোমাদের ভিক্ষা দান করে বিদায় দিত রামরাম, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না।'

'প্রভু, পথের পার্শ্বে, দিবাভাগে? যে বব্বুল বৃক্ষের তলদেশে আসন পেতে আমি ভিক্ষা করি, এই দয়া যে বিষ্ণুমন্দিরের সোপানে থাকে, এই চিকুর নগরদ্বারের যেখানে বসে, সেখানে আসতে কোনো বাধা ছিল না!' রামরাম করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার বাম পদটি জানু থেকে কর্তিত। ফলে তাকে ঝঞ্ঝাতাড়িত শীর্ণ-কাণ্ড বৃক্ষের মতো দেখায়।

'বোসো রামরাম,' কুটিরের অদূরে একটি প্রস্তরনির্মিত কুট্টিম। সেদিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন বাসুদেব। 'যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেছিলাম, তার অগ্রগতি সম্পর্কে জানাও।'

কেবল দ্বারাবতী নগরীই নয়, সমগ্র জম্বুদ্বীপে বাসুদেব একান্ত ব্যক্তিগত কিছু চর নিযুক্ত করে রেখেছেন। তাদের কেউ বণিতা, কেউ ভিক্ষুক, কেউ বণিক, কেউ বা তপস্বী; যদিও ভণ্ড। অতি সহজেই জনতার মধ্যে এই কয়েক শ্রেণির ব্যক্তি সংমিশ্রিত হতে পারে, কেউ তাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেও না। আর তারা, উপযুক্ত সময়ে, সঠিক সংবাদটি আহরণ করে আনে।

'নাহ প্রভু!' রামরামের শিরচালনের ভঙ্গি হতাশাগ্রস্ত। 'নগরের কোথাও কোনো সংবাদ নেই।'

বাসুদেবের দৃষ্টি কুঞ্চিত হল, 'নগরের কেউ সহসা বিত্তবানের ন্যায় শৌণ্ডিকালয়ে অত্যধিক পরিমাণ মদ্যপান করেছে?' রামরাম নেতিবাচন মাথা

নাড়ে। 'সত্রাজিতের গৃহের চতুর্দিকে সন্দেহজনক কাউকে পরিভ্রমণ করতে দেখেছ?'

'না প্রভু! তবে একটি বিষয়ে সন্দেহ জাগে।' রামরাম পত্নী আকুলা বলে ওঠে, 'আমার ভাই তাঁদের গৃহের মলহারক। তার কাছে খোঁজ নিয়েছি, প্রভু সত্রাজিৎকে সম্প্রতি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎফুল্ল বোধ হয়।'

বাসুদেব কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখের প্রসন্ন হাসি বিলুপ্ত, নেত্রযুগল তীক্ষ্ণ। 'বটে? আর?'

'আর, প্রভু, সে বলে, বরং সত্রাজিৎ কন্যা সত্যভামার মন অধিকতর পীড়ায় রয়েছে। সে তার সখীদের সঙ্গে আগের তুলনায় দুর্ব্যবহার করে!' বাসুদেবের চরণে সামান্য ধূলা ছিল, আকুলা অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে বাসুদেবের চরণদুটি মার্জনা করে দেয়।

বাসুদেবের আয়ত লোচনের তীক্ষ্ণতা অপসারিত হয়ে, ঘনিয়ে উঠল স্বপ্নাচ্ছন্নতা। স্মরণে আসে সত্যভামার প্রেরিত সেই পত্রখানি। 'আহা, তিনি ধনীর দুলালী! তাঁর কথা থাক। আর কোনো বার্তা? অন্ধকদের অঞ্চলে? বৃষ্ণিদের অঞ্চলে? ভোজদের অঞ্চল থেকেও কোনো সংবাদ আহরণ করতে পারোনি? এঁদের মধ্যে থেকে কেউই কি অকস্মাৎ বিদেশ যাত্রা করেছেন?'

প্রত্যেকটি ভিক্ষুক একযোগে মাথা নাড়ে। কেউই অকারণ যাত্রা করেননি। 'স্থানিকের আধিকারিকদের তুলনায় আমি তোমাদের প্রতি অধিক আস্থা রাখি, তোমাদের সাহায্য ব্যতীত যাদবদের এই অস্থির অবস্থা থেকে উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব!' প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টি চালনা করেন বাসুদেব।

ভিক্ষুকগণ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। শূন্যহস্তে বাসুদেবকে ফিরিয়ে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু স্যমন্তক মণির কোনো সন্ধান, বা সেই সংক্রান্ত কোনো সংবাদই তারা আহরণ করতে পারেনি।

'সামান্য কয়েকটি মুদ্রা আছে, সকলে ভাগ করে নিও।' রামরামের হাতে একটি ক্ষুদ্র থলি দিয়ে, বাসুদেব রাজপথ ধরলেন। অনুসন্ধান করতে হবে। এভাবে যাদবদের গৌরবকে ধূলায় লুণ্ঠিত হতে দিতে পারেন না তিনি। এই দ্বারাবতী নগরীতে কেবল যাদবদেরই নিবাস। স্যমন্তক না পাওয়ার অর্থ, গোষ্ঠীর মধ্যেই তস্কর আত্মগোপন করে আছে।

ইতিমধ্যে নগরীতে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কিছু তর্জনী কৃষ্ণের দিকে উত্থিত, কিছু

তর্জনীর দোষারোপ অন্যান্য যাদবদের দিকে। কোনোটিই কাঙ্ক্ষিত নয়। অধিক দিন এই ধারা প্রবাহিত হলে অতি শীঘ্রই গৃহযুদ্ধের শঙ্খনিনাদ শোনা যাবে। কৃষ্ণ জীবিত থাকতে তা হতে দেবেন না। এই কঠোর তপস্যায় তাঁকে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে। প্রাণপণে যদুর বংশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস করে যাবেন আজীবন। প্রবল আবেগ তাঁর চলার গতি দ্রুত করে তুলছে। মুষ্টিবদ্ধ হাতটিকে ব্যর্থভাবে শূন্যে চালনা করলেন একবার। বায়ু বিদীর্ণ করে সেটির নিষ্ফল প্রত্যাঘাত তাঁরই জানুতে এসে স্থির হল। বাসুদেব কৃষ্ণ স্বয়ং অনুসন্ধানে অবতরণ করবেন এইবার। তবে তার পূর্বে, দেবী সত্যভামা কেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন, সেই কৌতূহল নিবারণ প্রয়োজন।

ভিক্ষুকেরা একে একে কুটিরে প্রবেশ করে। প্রাত্যহিক কর্ম আরম্ভ করতে হবে। কেবল এক কিশোর ভিক্ষুক চুম্বক, বাসুদেবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক দৃষ্টে। ভিক্ষুক-সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, তাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে দেননি বাসুদেব। স্বহস্তে বেত্র-পেটিকা নির্মাণ করে সে নগরীর পণ্যবীথিতে বিক্রয় করে। সত্রাজিতের গৃহে সমস্ত যাদবদের নিমন্ত্রণের দিন, পণ্যবীথি জনশূন্য হবে, সে জানত। তাই পূর্বদিন সন্ধ্যাতেই সে মিত্রদের সঙ্গে সমুদ্রস্নানে গিয়েছিল। নগরদ্বার দিয়ে সেইদিন আর্য প্রসেনকে বড়োই অনুপযুক্ত সময়ে সে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখেছে। যদিও নগরদ্বার তার দৃষ্টিসীমার বেশ দূরেই ছিল, তদুপরি সে সামান্য আসবও পান করেছিল। চুম্বকের মনে হল, একবার বাসুদেবকে ডেকে এই সংবাদ দেয়, যদি কোনো প্রয়োজনে লাগে। পরক্ষণেই এই চিন্তা সে মন থেকে বিতাড়িত করল। আর্য প্রসেন তো দেব সত্রাজিতের আপন ভ্রাতা! তাঁকে গণ্য করা উচিত হবে না।



রৈবতক পর্বতের এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি অন্যান্য পার্বত্য উপত্যকার তুলনায় ভিন্ন। চতুর্দিকে অরণ্য ও শুষ্ক মরুভূমির বেষ্টন। হিমালয়ের ন্যায় আর্দ্র পবন, সুশীতল

বারিধারাপূর্ণ জলপ্রপাত এখানে অপ্রতুল। মরু অঞ্চলের কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষগুলির অন্তরালে আত্মগোপনকারী সিংহের আক্রমণের ভয়। তবু রৈবতকের গোপন সন্ধিস্থানগুলি সন্ধান করলে দেখা যায়, প্রস্তর বিদীর্ণ করে কিছু ক্ষীণস্রোতা জলধারা নেমে আসছে পাদদেশ অবধি।

তেমনই এক ক্ষুদ্র প্রপাতের পাদদেশে, প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে রয়েছেন সত্যভামা। ধারা সন্নিকটস্থ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার উপলখণ্ডে শৈবাল জন্মায় না, এমনই শুষ্ক এই প্রদেশ। যদিও এক মুহূর্তের জন্য স্থিরভাবে বসে থাকতে তিনি অপারগ। ক্ষণে ক্ষণে উঠছেন, পদচারণায় কিছুদূর গিয়ে পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করছেন। অকারণ বৃক্ষের পত্র বা শীর্ণ ডাল আকর্ষণ করছেন, ছিন্ন করছেন, নিক্ষেপ করছেন ভূমিতে। তাঁর চীনাংশুকের অঞ্চলটি প্রপাত-বাহিত চূর্ণ জলকণার ফলে সিক্ত। দৃষ্টিতে অধৈর্য। সত্রাজিৎ কন্যা তিনি, যাদবকুলের অন্যতম রমণীরত্ন। তাঁকে অপেক্ষা করায়, এমন স্পর্ধা কারও নেই!

কিন্তু আজকের বিষয়টি অন্য। এই ব্যক্তির সান্নিধ্যে এলে, সত্যভামার সমস্ত গরিমা, সমস্ত উন্নাসিকতা নিমেষে লুপ্ত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নারীতে পর্যবসিত হন তিনি। তাই তো মুহুর্মুহু তাঁর দৃষ্টি অরণ্যের এই অংশটির প্রবেশ পথের দিকে। শুষ্ক পত্রের উপর দিয়ে কোনো শশক বা গন্ধগোকুলের গমনশব্দেও তিনি সচকিত হয়ে উঠছেন।

নগর-প্রাকারের বাইরে এই অরণ্যস্থলটিকে নির্বাচন করার বিশেষ কারণ রয়েছে সত্যভামার। সমস্ত যাদবকুলের সম্মুখে পিতা অপমান করেছেন বাসুদেবকে। কলঙ্কের গুরুভার শিরে ধারণ করেই তাঁদের গৃহদ্বার ত্যাগ করেছেন তিনি। এমন সময়ে কীভাবে নগরের মধ্যে কোনো স্থানে, কিংবা বাসুদেবের গৃহে উপস্থিত হয়ে সংবাদ দেবেন! নিজ গৃহের প্রসঙ্গ তো উত্থাপন করাই বৃথা। বরং এই স্থান ও কালই উত্তম! বেলা দ্বিপ্রহর, চতুর্দিক উজ্জ্বল, শান্ত। যাদব নারী-পুরুষ সকলেই প্রাত্যহিক কর্মে ব্যস্ত। এই স্থানটুকুকে সেই কোলাহল স্পর্শ করতে পারছে না।

'কল্যাণী, বিলম্বের জন্য কোন্ শাস্তি বিধেয়?' মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর শুনে চকিতে মুখ তোলেন সত্যভামা। এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবাভাগে সহসা যেন একখণ্ড প্রতীচ্য মেঘখণ্ড উপস্থিত হয়েছে। সত্যভামা প্রাণপণ নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় দন্ত দিয়ে ওষ্ঠ দংশন করলেন। কেবলমাত্র বৃথা একটি ক্ষুদ্র সংবাদ দিতে এসেছ

সত্যভামা! স্থির হও! বায়ুভরে সেই আত্ম-ভর্ৎসনাটি কোথায় উড়ে গেল সত্যভামা সন্ধানও পেলেন না। সর্বাঙ্গে অস্বাভাবিক কম্পন, অভিমানে স্ফীত ওষ্ঠ, দুই নয়নে আকুল তৃষ্ণা—কী যে হচ্ছে সত্যভামার!

অপেক্ষার প্রহর সমাপ্ত, তবু তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতি অপ্রত্যাশিভাবে শত সহস্রগুণ বর্ধিত। বাসুদেব পদব্রজেই এসেছেন। পূর্বদিনের ন্যায় সামান্য পীত বস্ত্র, উষ্ণীষে গ্রথিত একটি কলাপ। বাসুদেবের প্রশস্ত শরীর, বিস্তীর্ণ স্কন্ধ, দীর্ঘ দেহ দেখে তাঁকে যোদ্ধাপুরুষ বলেই মনে হয়। অথচ তাঁর গভীর নয়নদুটি জ্ঞানী কোনো দার্শনিকের।

'আসুন আর্য,' সত্যভামা নিজেও জানেন না বাসুদেবকে কোথায় আহ্বান জানাচ্ছেন। চতুর্দিকে বনানী পরিবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র অংশটুকুতে বাসুদেব তো উপস্থিত হয়েইছেন। সত্যভামার সমস্ত কিছু হতবিহ্বল লাগে। চকিতে চতুর্দিকে দৃষ্টিচালনা করে সে। কী যে সন্ধান করছে, নিজেও অবগত নয়।

'শাস্তিপ্রদানের শঙ্কা যখন নেই, তাহলে নির্বিঘ্নে আসন গ্রহণ করা যাক। আসুন দেবী!' বাসুদেব স্বচ্ছন্দ পদচারণায় পূর্বের সেই প্রস্তরখণ্ডের দিকে অগ্রসর হলেন। সত্যভামা তবু ত্রস্ত হরিণীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকেন। সামান্য সংবাদ তো পত্রটিতে লিখে দিলেই হত!

'আর্যা সত্যভামা, এসো!' বাসুদেবের কণ্ঠস্বর যেন ঘন অন্ধকার নিশার ভিতর জ্যোৎস্নালোকের স্নিগ্ধতা। অপরিচয়ের গুণ্ঠন মুক্ত করে চিরপরিচিত দয়িতের আহ্বান। সত্যভামা আবিষ্টের ন্যায় পাশের একটি অনুচ্চ প্রস্তরে উপবেশন করেন।

'রৈবতক সত্যই আমাদের উদ্বেগশূন্য আশ্রয় দিয়েছে। দেখো, এই বনপুষ্পের শোভা, কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অথচ দর্শনমাত্র মনের সমস্ত চঞ্চলতা দূর হয়।' প্রপাতের পাদদেশে ভূমি সংলগ্ন স্থানে কয়েকটি হরিৎ বর্ণের পুষ্পের সমাহার। প্রপাত থেকে আসা জলকণা পুষ্পগুলিকেও সিক্ত করে তুলেছে। বাসুদেব সম্মুখে আনত হয়ে কয়েকটি পুষ্প ছিঁড়ে নিলেন।

'বেণীবন্ধে শোভা না পেলে এর পুষ্প-জন্মই বৃথা,' স্বচ্ছন্দ অথচ মার্জিত ভঙ্গিতে বাসুদেব সত্যভামার বেণীর প্রতিটি কোষে একটি করে পুষ্প গ্রথিত করতে থাকেন। সত্যভামা যেন মৃৎপুত্তলিকা, অঙ্গ-সঞ্চালনের ক্ষমতা লুপ্ত। শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ড ও প্রবল বেগে ধাবিত শোণিতধারা—সত্তা বলতে সত্যভামার আর কিছুই নেই।

সত্যভামা আনত শিরে বসে আছেন। বাসুদেব জানেন, ছত্রখান হয়ে যাওয়া

সমস্ত শক্তি একত্রিত করা কত কঠিন। তদুপরি বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে, সে তো বড়োই দুঃসাধ্য। দ্রুততার ফলে মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে, তা বাসুদেবের কাম্য নয়, তিনি সত্যভামার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলেন।

এই কন্যাটির ললাট ইতিপূর্বে লক্ষ করেননি বাসুদেব। ললাট সংলগ্ন কেশ সীমান্তটি মুকুটের ন্যায়। ললাটের মধ্যভাগে রক্তবর্ণের কুমকুমবিন্দু—পশ্চিম সমুদ্রের বুকে অস্তগামী দিবাকর! পক্ক গোধূম বর্ণের কপোলে কয়েকটি স্বেদবিন্দু, নাকি প্রপাতের বারিকণা, বাসুদেব বুঝতে পারেন না। একটি বিন্দু সত্যভামার কানের পাশ দিয়ে অতি ধীর বেগে নেমে আসছে। বাসুদেবের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী সেদিকে এগিয়ে যায়। সাবলীলভাবেই বাসুদেব সেই স্বেদধারা আপন আঙুলে তুলে নিলেন। সত্যভামা শিহরিত হয়ে উঠল। তার ধ্যানভঙ্গ হয়েছে, এইবার সে কথা বলবে।

'পিতার প্রকাশ্য বিরোধিতা করার দুঃসাহস আমার নেই, আর্য! তিনি আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, তাঁর ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই। কিন্তু কেন জানি না, আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বার্তা দিচ্ছে, এর মধ্যে পিতার হস্তক্ষেপ থাকলেও থাকতে পারে। গৃহে আপনার সম্পর্কে কখনও প্রশংসা বাক্য শুনিনি। দেব সংকর্ষণের শুনেছি, তবু যদুকুলরত্ন বাসুদেব... নাহ, অন্তত আমার স্মরণে আসে না!' বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে, দ্রুত লয়ে একযোগে এতগুলি কথা বলে সত্যভামা সহসাই পুনরায় নীরব হলেন। তাঁর দৃষ্টি ভূমির দিকে।

এক মুহূর্তের জন্য বাসুদেবের মেরুদণ্ড ঋজু হল। কিছুক্ষণ পূর্বের প্রণয়োদ্দীপক চোখে ফুটে ওঠে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এই কন্যা কোন্ সন্দেহের কথা জ্ঞাপন করতে চায়! ইদানীং তাঁকে বিমনা, কলহাস্যবিমুখ কি তবে এই কারণবশতই প্রতীত হচ্ছিল? ভিক্ষুকগণের পর্যবেক্ষণ তাহলে ভ্রান্ত নয়!

অপাঙ্গে একবার সত্যভামাকে দেখলেন, পরক্ষণেই তাঁর দেহভঙ্গিমার রূপান্তর ঘটল। পুনরায় সেই চিরপরিচিত সুস্মিত এসে আশ্রয় নিয়েছে অধরোষ্ঠে। শিলাখণ্ড থেকে নেমে, সত্যভামার চরণের কাছে এসে বসলেন তিনি। পীত অন্তরীয়তে সিক্ত মৃত্তিকার লাঞ্ছন লাগে। 'কাউকেই সরাসরি দোষারোপ করা সমীচীন নয়, দেবী! আপনি কেবল সম্ভাবনাটুকুর কথা বলছেন।' সত্যভামার বায়ুতাড়িত বংশপত্রের ন্যায় হাতদুটি, শান্তভাবে আপন কোলে টেনে নিলেন। সত্যভামা সামান্য সম্মুখ-আনত হওয়ায় দুটি শরীরের দূরত্ব গেল কমে।

সত্যভামার চোখ বাসুদেবের নয়নে স্থাপিত হল এক মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই তিনি দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। 'ক্ষত্তা প্রসেন তাঁর নিজগৃহে নেই। সহসাই কোথাও যাত্রা করেছেন। মাতা অশ্মকীও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তমসাবৃত, ক্ষত্তার কোনো সংবাদ জানেন না। এমন অবস্থা সচরাচর ঘটে না।' সত্যভামা নিজের সিক্ত বসনপ্রান্তটিকে একবার তর্জনীতে বেষ্টিত করলেন, পুনরায় বেষ্টনমুক্ত করেন।

বাসুদেব সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। স্যমন্তক সন্ধানের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর উপলখণ্ডটিকে চয়ন করে দেখতে হবে তা পরশমণি কি না! কিন্তু নিষ্ফল অনুগমন করেই বা কী লাভ! 'আর্যা, প্রসেনের অন্তর্ধানের বিষয়টিকে আপনি এত গুরুত্ব সহকারে কেন দেখছেন?' কতদিন পূর্বেই তো ব্রজের সংকীর্ণ পথঘাট ত্যাগ করে এসেছেন তিনি, তাহলে আজও কেন সত্যভামার মুখে এক চিরচেনা কিশোরীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছেন বাসুদেব। অভ্রান্তদ্রষ্টারা তবে সঠিক কথাই বলেন—ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

সেই কিশোরীও আপনজনদের তুলনায় বাসুদেবকে প্রিয়তম বোধ করেছিল। এই নারীও আজ সেই উপান্তে দাঁড়িয়ে। গোপীশতকেলিকার বাসুদেব নারী হৃদয়ের অভিমুখ বোঝেন। এই দৃষ্টি, এই কম্পিত অধরোষ্ঠ, ক্ষণে ক্ষণে দুই হাতের আঙুল পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরা, বাসুদেবের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে স্থান-কালের বিস্মরণ! হায়, বাসুদেব! তখনও কি তিনি এই প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন! কোথায় ব্রজের বিস্তীর্ণ শষ্পক্ষেত্রে বিচরণকারী এক বংশীবাদক, কোথায় এই সমস্তদিন আর্যাবর্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে বিনিদ্র রজনীযাপনকারী এই ব্যক্তি! এই পূর্ণ যৌবনেই বোধ করি জরা প্রেতিনী নখরাঘাত বসাচ্ছে, তাই তাঁর মন উল্কাখণ্ডের ন্যায় দ্রুতবেগে অতীতের দিকে ছুটে চলল।

তিনি আজও সন্তর্পণে একটি আকাঙ্ক্ষা লালন করেন। যাদবদের অন্তর্কলহ সমাপ্ত হলে, জম্বুদ্বীপে জরাসন্ধ নামক দুর্ধর্ষ স্বৈরাচারীর শাসন-বিস্তারের স্বপ্নকে সমূলে ধ্বংস করার পরে, অন্তত একবার তিনি সেই ফেলে আসা পথে হেঁটে যাবেন। সাক্ষাৎ হবে প্রিয়তম মুখেদের সঙ্গে। কংস ও পরবর্তীকালে জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুতার ছায়া, সেই সমস্ত গ্রামীণ মানুষদের জীবনে করাল থাবা হিসাবে নেমে আসতে পারে ভেবে তিনি যাদের ত্যাগ করে এসেছিলেন, সেখানে অন্তত একবার প্রত্যাবর্তন করবেনই।

একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন বাসুদেব। আজও, আজও তাহলে সেই মুখটি

মানসপটে ভেসে উঠলে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়! অথচ, সকলে ভাবেন তিনি মথুরা যাত্রাকালেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এসেছেন। বন্ধন ছিন্ন করা এতই কি সহজ, স্বয়ং বাসুদেবের পক্ষেও!

সত্যভামার চক্ষু আর্দ্র, রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, 'কারণ, মাতা অশ্মকী পিতার কাছে দুশ্চিন্তা প্রকট করা সত্ত্বেও, পিতাকে যে চিন্তিত দেখাচ্ছে না! পৌর-পরিষদের সভা না ডাকুন, অন্তত ব্যক্তিগত কর্মচারী বা অনুসন্ধানকারীর দল প্রেরণ করুন নগরের বাইরে; তাও করছেন না। এবং...,' উদ্গত অশ্রু অবদমিত করলেন অতি আয়াসে, 'পূর্বদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ প্রজ্বলনের সময়তেও সিংহাসনে স্যমন্তক ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু আর্য বাসুদেব, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে এই সংবাদ দিয়েছি, তা যেন পিতা জানতে না পারেন। আপনার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন আমার সহ্য হচ্ছে না বলেই জানালাম, অন্য কেউ হলে কোনোদিন আমি এ কথা প্রকাশ তো দূরে থাক, একান্তেও উচ্চারণ করতাম না।' সত্যভামার চোখে একই-সঙ্গে আকুতি ও প্রেম ফুটে উঠল।

সত্যভামার বিশ্লেষণ বাসুদেবকে চমৎকৃত করে। জনসাধারণের কাছে, এই কিশোরী কিঞ্চিৎ উন্নাসিক, অহংকারী, ভামিনীও; কিন্তু সত্যভামার এই স্নিগ্ধ, কমনীয় রূপটি সহসাই বাসুদেবের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল। নিজের বিস্ময়-পুলককে নিজেই বিশ্বাস করতে পারলেন না।

দ্বারাবতী সহ এই অঞ্চলটি জম্বুদ্বীপের পশ্চিমে হওয়ার, অন্যস্থানের তুলনায় এখানে সূর্যাস্ত হয় বিলম্বে। বাসুদেব ভূমি ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান। ঈষৎ সহাস্য মুখে বলশালী দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে দিলেন সত্যভামার দিকে, 'যে নারী আমার এত উপকার করলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একটি অনুগ্রহ তো লাভ করতে পারি?' সত্যভামা তাঁর হাতটিকে সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরেন। কপোত শিশুর ন্যায় সত্যভামার করতলটি বাসুদেবের সুবৃহৎ হাতের মধ্যে নিবেশিত হল। সত্যভামার হাতের তালু হিমের ন্যায় শীতল। বাসুদেব সামান্য ঘনিষ্ঠ হয়ে, হাতের চাপ বৃদ্ধি করলেন, 'সত্যা, এই হাতটিকে আপাতত মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু যাদবপুরুষ একবার যে রত্নের সন্ধান পান, সেটিকে আত্মসাৎ না করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।'

অরণ্যানীর বৃক্ষশাখার ফাঁক দিয়ে একটি রৌদ্রকিরণ সত্যভামার আনত লজ্জারুণ কপোলে এসে পড়ে।



ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় অসংখ্য রক্তবর্ণের প্যাঁচালো ফল। বৃক্ষের তলদেশে পক্ষীদের ভুক্তাবশিষ্ট ফল পড়ে রয়েছে। বিকৃত হয়ে যাওয়া ফলগুলির উপর বরট কীটের সমাবেশ। তাদের অবিরাম পক্ষ সঞ্চালনের মিলিত গুঞ্জনে, মস্তিষ্কে কেমন এক টলায়মান স্থিতি উৎপন্ন হয়।

অনতিদূরের একটি মৃত বৃক্ষের কোটর থেকে নির্গত হয়ে, এই বৃক্ষতলে অতি সন্তর্পণে, বুকে হেঁটে এসে দাঁড়াল মিলারেপা। সর্বাঙ্গে আক্রমণের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন, শুষ্ক ক্লান্ত মুখে ত্রাস। তার অপ্রশস্ত চক্ষুদুটির মধ্যে একটির অবস্থা সংকটজনক, আঘাতের ফলে সেটি অস্বাভাবিক রকমের স্ফীত। বাম হনুর উচ্চ স্থানে রুদ্ধশোণিত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। সর্বান্তঃকরণে শঙ্কার ছায়াপাত। সে সুস্থচিত্তে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না। তবু, এই মুহূর্তে তার কাছে ক্ষুধার চেয়ে সত্য ও তৃষ্ণার চেয়ে প্রবল কোনো বিষয় নেই।

অবিচ্ছিন্ন সাতদিন সে গুপ্তভাবে যাত্রা করে এই অরণ্যে প্রবেশ করেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝুলন্ত ফলগুলির দিয়ে তাকিয়ে রইল মিলারেপা। একটি বৃহৎ আকারের কুক্কুভ পাখি, কয়েকটি কলহপ্রিয় সারিকা, বৃক্ষশাখায় বসে ফল ভক্ষণে রত। মিলারেপার বুক থেকে নিশ্চিন্ততার দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত হয়। পক্ষীভক্ষ ফল মানুষের খাদ্যযোগ্য। তার কাছে এই অরণ্য সম্পূর্ণই অপরিজ্ঞাত। এখানে তার পরিচিত নাশপাতিকা বা সেববৃক্ষের অনুসন্ধান বৃথা। তাই বানর কিংবা পাখির খাদ্যাভ্যাসের উপরেই এই বাধ্যতামূলক আস্থাস্থাপন।

সে চতুর্দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে। দেখে নেয়, এখানে কোনও আততায়ী তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারবে কি না। নাহ! নিশ্চিত হল সে। আপাতত সে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অরণ্যচারীদের পদচারণ-সৃষ্ট একটি সংকীর্ণ পথ অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে, দূরে পার্বত্য উপত্যকা বেষ্টিত কোনো এক নগরীর প্রাসাদ শীর্ষের ধ্বজা দৃশ্যমান। সেখানে আশ্রয় নিতে যাওয়া সমীচীন হবে কি না সে জানে না। নগরীর প্রেক্ষাপটে সমুদ্রের সংকীর্ণ রজতরেখা।

দিকভ্রান্তের মতো চলার ফলে, নিজের প্রদেশ, নিজের গৃহ থেকে বহুদূরে আর্যাবর্তের পশ্চিমে উপনীত হয়েছে সে। এমন শুষ্ক উষ্ণ অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সহসাই তার সেই তুষারাবৃত আপন অঞ্চলটির জন্য বক্ষবিদারী এক হাহাকার উঠে আসে। ভূ-উত্থান প্রদেশের উপজাতিদের প্রত্যেকেরই পশমের বস্ত্র-কম্বল-পরিষ্টোমের ব্যবসা। সেই নিমিত্তে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পার্বত্য অঞ্চল থেকে অবতরণ করে, সমভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তারা কি শত্রুর সম্মুখীন হয় না? পথে কি তাদের সঙ্গে কোনো অঘটন ঘটে না? যাত্রার প্রাক্কালেই চমরী গাভির রোম নির্মিত চামর, তাদের মাতা বা স্ত্রী শিরে চালনা করে কাল্পনিক শত্রুর সমস্ত প্রকোপ থেকে তাদের রক্ষার প্রচেষ্টা করে। মুষ্টি-যুদ্ধ সহ স্বদেশীয় কয়েকটি যুদ্ধ-কলাতেও সে নিপুণ। কিন্তু মিলারেপার ভাগ্যদেবতা তার প্রতি বিমুখ হয়েছেন।

দৃষ্টি-কর্ণ বহুক্ষণ যাবৎ সজাগ রেখে পর্যবেক্ষণ করে মিলারেপা। না, অনতিদূরে কোনো ক্ষীণ জলধারার শব্দ ভিন্ন কোথাও কোনো অস্বাভাবিক আওয়াজ নেই। ভূমিতে পড়ে থাকা ফলগুলি দু'হাতের মুঠোয় পূর্ণ করে গোগ্রাসে ভক্ষণ করতে শুরু করল সে। আহ! কী সুমিষ্ট স্বাদ! ক্ষুন্নিবৃত্তির ফলে এতক্ষণ ধরে সজাগ হয়ে থাকা স্নায়ু শিথিল হয়ে এল। বৃক্ষের নীচেই, শুষ্কপত্র ও ফলের মধ্যে নিজের অলস দেহটিকে পেতে দেয়। দুই চক্ষুতে ধীরে ধীরে অবতরণ করছে গাঢ় অন্ধকার। নিদ্রার ক্রোড়, মাতৃক্রোড়ের মতোই নিশ্চিন্ত স্থান।

'ওহে পথিক, ওহে!' স্কন্ধে হাতের স্পর্শ অনুভূত হল, পরক্ষণেই দেহে সজোরে ঝাঁকুনি অনুভব করতেই সচকিত হয়ে জেগে বসে মিলারেপা। সম্মুখের দৃশ্য মোটেই সুখকর নয়। তার চক্ষুর সম্মুখে একটি আনত পুরুষ-মুখ। তার পশ্চাতে কয়েকজন রাজবেশধারী অশ্বারোহী পুরুষ। তাদের কোষবদ্ধ তলোয়ারের দিয়েই প্রথম দৃষ্টি যায়। কৃষ্ণবর্ণের এক পুরুষ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তার কটিতে বিস্ময়কর একটি চক্রাকৃতি অস্ত্র। সে দ্রুত বেগে উঠে পলায়ন করতে যায়; দুর্বল শরীর, ভগ্ন মন, নিদ্রার আচ্ছন্নতা—একটি স্ফীত বৃক্ষমূল ভূমির উপরে উঠে ছিল, মিলারেপা হোঁচট পেয়ে সম্মুখে পতিত হল।

'আহা ধীরে, ধীরে ভিক্ষুক! ভয়ের কারণ নেই।' তার সামনে আনত হয়ে থাকা ব্যক্তিটি দক্ষিণ হস্ত অগ্রসর করে, 'সিংহ তোমার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, নাকি বন্য শূকর? ইদানীং এই অঞ্চলে বন্যশূকরের উপদ্রব বেড়েছে বলেই শুনছি।' বক্তা এক লয়ে বলেই চলেছে। তার কণ্ঠস্বরে যদিও কৌতূক, কিন্তু মিলারেপার সন্ত্রস্ত

মন, রক্তবর্ণের মেঘে অগ্নিই দেখতে পায়। পতিতাবস্থাতেই সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ভূমিতে ঘর্ষণের ফলে তার শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে আরও কয়েকটি ছিদ্র বৃদ্ধি পায়। তার ত্রস্ত কণ্ঠ থেকে মাতৃভাষায় কেবল কয়েকটি অসংলগ্ন শব্দ নির্গত হল।

'বাসুদেব, এই ভিক্ষুক তো অন্যদেশবাসী!' যুবকটি হতোদ্যম হয়ে, কটিতে হাত রেখে ঋজু হয়ে দাঁড়ায়। 'এই ভাষা আমি জানি না। সেও বোধ করি আমার ভাষা জানবে না। কীভাবে বোঝাই আমরা কীসের সন্ধান চাইছি?'

'তুমি সরে এসো সাত্যকি। দেববান, তোমার জলের মশকটি আমায় দাও।' মিলারেপা সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটির দিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়েছিল। এক অশ্বারোহী তাঁর দিকে মশকটি তুলে ধরতেই, তিনি মশকের মুখের ক্ষুদ্র ছিদ্রটি আচ্ছাদন উন্মুক্ত করে মিলারেপার দিকে এগিয়ে দিলেন। 'ভয় পেও না বণিক, আমরা দস্যু নই।'

'বণিক?' অভাবিত শব্দটি শ্রবণমাত্র আশ্চর্য হল আসঙ্গ। এই ছিন্নভিন্ন পোশাক, জটাযুক্ত কেশ, অপরিচ্ছন্ন হস্ত পদের ভিক্ষুকটিকে দেখে বাসুদেব বণিক সম্বোধন কেন করলেন!

'কেন আসঙ্গ, এর উচ্চ হনু, পীত গাত্রবর্ণ, প্রশস্ত মুখ, তুলনায় সংকীর্ণ নয়ন দেখে কিছুই অনুমান করতে পারো না? কেন সে আমাদের কথা অনুধাবন করতে পারবে না? ভীতাবস্থায় মাতৃভাষা উচ্চারিত করেছে শুধু। এ যে মহাচীনদেশীয় বণিক, জম্বুদ্বীপের সর্বত্র এদের গমনাগমন! বরং তোমার-আমার তুলনায় প্রাকৃত ভাষায় এর ব্যুৎপত্তি অধিক। কোনো ব্যক্তি সেই সুদূর হিমালয় অতিক্রম করে কেবলমাত্র উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনের জন্য এই পশ্চিম উপকূলে এসে পড়বে বলে তোমার মনে হয়? তাও এই ঘন অরণ্যের মধ্যে! সেই দেশের এত দুর্দৈব উপস্থিত হয়েছে বলেও তো শুনিনি!' মানুষকে যথাযথ বিশ্লেষণের যে ক্ষমতা বাসুদেবের আছে, তা আসঙ্গের নেই। বক্তব্য মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হল আসঙ্গ। বিব্রত মুখে সে মস্তক কণ্ডূয়ন করে।

বাসুদেব স্মিত হেসে মিলারেপার দিকে তাকালেন, 'ওই দূরে যে নগরী দৃশ্যমান, আমরা তারই অধিবাসী। আমি যাদবশিরোমণি বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, ইনি যাদবকুলতিলক সত্যকপুত্র বীর সাত্যকী, যাঁর জলপান করে তুমি তৃপ্ত হবে, তিনি যাদবকুলের অন্যতম বীর গান্দিনীপুত্র আসঙ্গ, ও এঁরা আমার ব্যক্তিগত সহায়ক। এখন এই জলটুকু পান করে শান্ত হও। তারপর তোমার সমস্যা সম্পর্কে বাক্যালাপ

করব।'

বাসুদেবের কণ্ঠস্বরের সম্মোহন আবারও প্রত্যক্ষ করল যাদব যুবকগণ। তাঁর বাক্য সমাপ্ত হতেই, ধীরে ধীরে বণিকের দৃষ্টির আতঙ্ক বিলীন হয়ে আসে। কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে, সে প্রায় মশকের অর্ধেক জল কণ্ঠস্থ করল। বাসুদেব ভূমির উপরেই আসন নিয়েছেন; তাঁকে দেখে, সাত্যকি সহ অন্যান্য যাদব-যুবকও বৃত্তাকারে অরণ্যের শুষ্কপত্রের উপর বসল। জলপান সমাপ্ত হতে, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু হাসে সেই বণিক, 'আমি নোবুপুত্র মিলারেপা। মহাচীন নয়, আমি তার পার্শ্ববর্তী ভূ-উত্থান দেশীয় পশম ব্যবসায়ী।' সৃক্কণী লেহনে, অন্তিম জলবিন্দুটুকুও তৃপ্তি সহ পান করে সে।

'কিন্তু বণিক হলে তোমাদের দলের অন্যান্য ব্যক্তিরা কোথায়? এই বিপদসংকুল পার্বত্যপ্রদেশ, একাকী নিশ্চয়ই আসোনি?' সাত্যকির কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কয়েক দিবস যাবৎ স্নায়ুর উপর প্রবল গুরুভার চাপিয়ে সে প্রতি পলে পলে মৃতবৎ হয়ে থেকেছে। আজ প্রত্যুষ থেকে সে ভারমুক্ত! স্বচ্ছ চিন্তাস্রোত পুনরায় তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে প্রবাহিত হয়ে চলল।

বাসুদেবের নামে সমস্ত দ্বারাবতী নগরীরে কলঙ্ক প্রচারিত হচ্ছে। অনৃত-বাক্যের বৈশিষ্ট্যই এই, তার পুনঃপুন অনুসৃতির সঙ্গেই তা সত্যে রূপান্তরিত হতে থাকে। অপরদিকে, সমস্ত কিছু পরিজ্ঞাত হয়েও এই কয়েকটি দিন সে লোকলজ্জার ভয়ে, সত্রাজিৎ-অক্রূরের ভয়ে বাসুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেনি।

লোকলজ্জা! হ্যাঁ, লোকলজ্জা কি তার ছিল না! স্বয়ং এই ষড়যন্ত্রে সশরীরে উপস্থিত থেকেছে, প্রতিটি বাক্য, প্রতিহিংসাপূর্ণ পরিকল্পনা তার কর্ণগোচর হয়েছে। সে বক্তব্য রাখেনি তাও সঠিক; কিন্তু, নীরবতাই কি সমর্থনের অন্যরূপ নয়!

আর নিছক লোকলজ্জার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতে ইচ্ছা করেনি তার। সে যাদব বংশের পুরুষ, মহান সত্যকের পুত্র! এ-হেন হীন কাজ তাকে শোভা পায় না। তাই, গতকাল সন্ধ্যায়, সে যখন বাসুদেবের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হল, সৌভাগ্যক্রমে বাসুদেব স্বয়ং তখন কয়েকজন যাদবপুরুষের সঙ্গে উদ্যানে বসে আলাপ করছিলেন। সাত্যকিকে দেখেই, ইঙ্গিতে তাকেও নিকটে ডেকে নেন বাসুদেব। 'এসো শিনিপৌত্র, তোমার মতো বীরশ্রেষ্ঠের সাহায্য ব্যতীত যাদবগণের কল্যাণ হবে কীভাবে?' সাত্যকির কাছে স্পষ্ট নয়, বাসুদেব কেন তাকে এত স্বচ্ছন্দে আহ্বান জানালেন; কেনই বা তার অকস্মাৎ উপস্থিতিতেও বিস্মিত হলেন

না। তাঁর চোখে মুখে কৌতুকের ছাপ।

বাসুদেবের চরণ স্পর্শ করে সাত্যকি, 'কিন্তু, আপনি কীভাবে জানলেন আমি আপনার দর্শনপ্রার্থী হব?'

বাসুদেবের হাসির ভঙ্গিমাটি বড়োই দৃষ্টিনন্দন—অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করেই হাসুন, বা সুচারু দন্তপংক্তি প্রকাশিত করে, তাঁর বাম কপোলে একটি ক্ষুদ্র গর্ত সৃষ্টি হয়। 'আরোগ্য!' সাত্যকির মস্তকে করতল স্থাপন করেন বাসুদেব। 'তোমার সততার উপর আমার আস্থা প্রথম থেকেই ছিল সাত্যকি! এই আসন গ্রহণ করো।' তর্জনী দিয়ে শিলাকুট্টিমের দিকে নির্দেশ করেন। 'কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক চাপেই যে তুমি আমার নিকটবর্তী হতে পারছ না, সে তোমার বিগত দুই দিনের আচরণ দেখেই বুঝেছি।

সাত্যকি বিস্মিত হয়ে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আচরণ? আমি তো এমন কোনো কার্য করিনি, যার দ্বারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মাতে পারে?'

'কেন, দেব সত্রাজিতের গৃহে তোমার সঙ্গে যতবার দৃষ্টি মিলিত হয়েছে, তুমি অপরাধীর ন্যায় দৃষ্টি অন্যত্র ঘুরিয়ে নাওনি? ঘটনা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত ছিলাম না বলে, তোমার এমন আচরণের ব্যাখ্যাও আমার কাছে ছিল না। তবে, তোমার সেই দৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিমর্ষতাকে কিন্তু লক্ষ করেছি! কেন সেই মলিনতা! যাদবাকাশে নবীন সূর্যের মতো বেড়ে উঠছ তুমি, তোমাকে তো কোনো মালিন্য স্পর্শ করতে পারে না, সাত্যকি। তাহলে? নিশ্চয়ই এমন কোনো ঘটনার সাক্ষী বা অংশভাগী তোমায় হতে হয়েছে, যার সমর্থক তুমি ছিলে না। কী হতে পারে সেই ঘটনা? অধুনা এই দ্বারাবতীতে স্যমন্তক হরণ ভিন্ন কোনো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেনি! তুমি গতকাল থেকে কতবার বিনা প্রয়োজনে আমার গৃহের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছ, গণনা করেছ? আমার দ্বারের সামনে এসে, প্রতিবার নিজের অশ্বের লাগাম টেনে ধরেছ, অশ্ব থেকে অবতরণ করতে গিয়েও পুনরায় যে পথে এসেছিলে, সেই পথে প্রত্যাবর্তন করেছ! এই আচরণের পিছনে কোন্ যুক্তি কাজ করছিল সাত্যকি?' বাসুদেবের মুখে অমলিন হাসি। 'আরও ব্যাখ্যা দিতে হবে, নাকি এইবার আমরা আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি?'

সাত্যকি বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকে। সাত্যকির প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি এত সংবাদ রাখেন! সকলে অকারণেই বাসুদেবকে ঐন্দ্রজালিক বলে না! সাত্যকি তো সেই শৈশব থেকেই এই ব্যক্তির মায়াজালে

আচ্ছন্ন। কে জানে কোন অলৌকিক শক্তিবলে তিনি যে-কোনো ব্যক্তির অন্তরাত্মা অবধি পাঠ করে ফেলতে পারেন!

'জম্বুদ্বীপের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পদচারণার সংবাদ রাখতে হয় সাত্যকি! এটিই রাজনীতির অন্যতম শিক্ষা!' বাসুদেব অমলিন হাসেন।

তিনি সত্যই ঐন্দ্রজালিক! এই পূর্ব-ভাবনা সাত্যকির মনে আবারও দৃঢ়প্রথিত হল। 'সম্মতি পেলে একটি অপ্রত্যাশিত সংবাদ জানাতে পারি, দেব!' বাসুদেব সহ যাদব যুবকগণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তাত প্রসেন, স্যমন্তক সহ...' সাত্যকির রসনা অবিরাম গতিতে বয়ে চলে। যে জলধারা কৃত্রিমভাবে অবরুদ্ধ ছিল, তা আজ মুক্তি লাভমাত্র কুলপ্লাবিনীর রূপ ধারণ করল। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাত্যকি। তার আকুল নয়ন বাসুদেবের চোখের উপর ন্যস্ত। যেন গুরুভার কোনো প্রস্তরখণ্ড অপসারিত হয়েছে তার বুক থেকে।

বাসুদেব এতক্ষণ নিরুত্তর ছিলেন। চোয়াল দৃঢ়, তীব্র দৃষ্টি সাত্যকিতে নিবদ্ধ। যেন সাত্যকির প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে তিনি নিজের কর্তব্য স্থির করতে শুরু করেছেন।

সাত্যকি নিস্তেজভাবে বলে, 'আমার প্রতি কোনো উষ্মা রাখবেন না বাসুদেব।'

'না, তোমার প্রতি কোনো অভিযোগ আমার নেই সাত্যকি। জীবন পথে বহুদূর তোমায় যেতে হবে, একটি কথা মনে রেখো—নিষ্ফল উষ্মা বা অনুতাপ দ্বারা জীবনে সার্থকতা আসে না, সেগুলিকে আপন কর্মের মধ্যে সঞ্চালিত করবে। নব নব পথ তোমার সম্মুখে এমনিই উন্মোচিত হবে। পুরুষকার সাত্যকি, পুরুষকার!' বাসুদেবের কথাগুলি তাপদগ্ধ দিনে, তরুচ্ছায়ার মতো শোনায়।

'যাদব-বীরগণ, আমরা কাল অতি প্রত্যুষে নগরী ত্যাগ করে অরণ্যের দিকে যাত্রা করব। এইটুকু পথ যখন জানাই গেল, সেই সূত্র ধরেই অগ্রসর হওয়া যাক। অরণ্যবাসীদের কাছে না হয় পরে অনুসন্ধান করা যাবে। প্রসেন দক্ষিণে যাত্রা করলে, পথ আরও দীর্ঘ ও দুর্গম হবে। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাথেয় ও অস্ত্র সঙ্গে বহন করবে।' সকলেই শির সঞ্চালন করে। বাসুদেব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেহ বিভঙ্গের কর্মতৎপরতায়, সকলে প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। রক্তের মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভব করছে প্রত্যেকে।

সাত্যকি যুক্তকরে বাসুদেবের মুখোমুখি হল, 'দেব, আমিও কি আপনাদের

সঙ্গে যাত্রা করতে পারি?' বাসুদেব স্মিত হেসে তার স্কন্ধে হাত রাখেন, 'তোমা ভিন্ন এ যাত্রার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না সাত্যকি। কাল উষালগ্নে সাক্ষাৎ হচ্ছে।'

'আর্য, প্রতিশ্রুতি দিলাম, আজ হতে আজীবন, যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনার অনুচর হয়েই থাকব।' সাত্যকির মাথা স্বতই নত হয়ে আসে।

মিলারেপার অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বরে সাত্যকি ভাবনা জাল থেকে বেরিয়ে আসে, 'আমার আপন কনিষ্ঠ ভাই, মিত্র, ভগ্নীপতি, প্রতিবেশী সকলেই এক নিদারুণ দুর্ভাগ্যের শিকার। মগধনরেশ জরাসন্ধের সৈন্য আমাদের সমস্ত কিছু হরণ করেছে। জম্বুদ্বীপে পদার্পণ করার পূর্বেই আমরা জানতাম, মগধরাজ জরাসন্ধ নরমেধযজ্ঞের আহুতি আহরণের উদ্দেশ্যে, রাজাদের বন্দি করছেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যেরা সেই রাজ্যগুলি নির্বিচারে লুণ্ঠন করছে, সেখানকার নারীদের ধর্ষণ করে গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ ঘটাচ্ছে, তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। জরাসন্ধ যোদ্ধা রাজপুরুষ, তাঁর বাহিনীও সুসভ্য ও শিক্ষিত হবে, এই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা গৃহত্যাগ করি। কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে, আমাদের মতো সাধারণ প্রজাদের উপরেই দুর্দৈব নেমে আসে অধিক। সৈন্যেরা আমাদের উপকরণ হরণ করেই শান্ত হয়নি, বাধা দিতে গেলে...' উদ্গত অশ্রু তার কণ্ঠস্বর রোধ করল।

সকলে স্তব্ধ হয়ে মিলারেপার কথা শোনে। এই দৃশ্য তাঁদের কাছে অপরিজ্ঞাত নয়। যদিও পুরুষমেধের প্রত্যক্ষ প্রভাব দ্বারাবতীকে সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু সমস্ত কিছু পশ্চাতে তো সেই একটি মাত্র নাম! কৃষ্ণের খরতর দৃষ্টি বারবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত। জরাসন্ধ! জরাসন্ধ! জরাসন্ধ! আর কতবার কত মানুষকে এই হন্তারকের শিকার হতে হবে! দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করেন তিনি। শিথিল মুষ্টি দৃঢ় হয়ে ওঠে। তীব্র ক্রোধে তাঁর গণ্ডদেশ ধূমলবর্ণ ধারণ করেছে। এই নামটি তাঁকে উন্মাদ করে তোলে। রাত্রির নিদ্রা, দিবসের আহার, সায়াহ্নের বিশ্রাম—সমস্ত কিছু এই একটিমাত্র ব্যক্তির নামোচ্চারণের সঙ্গে বিনষ্ট হয়।

কেবল তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু হলেও সমস্যা ছিল না। দ্বারাবতী নগরী স্থাপনের জন্য সেই কারণেই এমন উপযুক্ত নিরাপদ স্থান নির্বাচন করেছিলেন তিনি। কিন্তু আজ জরাসন্ধ ধীরে ধীরে সমগ্র আর্যাবর্তের প্রধানতম তথা সর্বোচ্চ শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হয়েছে। বাসুদেব যে কোনো প্রকারে এর থেকে নিষ্কৃতি লাভের

প্রয়াস করে চলেছেন। সেই সূত্র ধরেই পিতৃষ্বসাদের উপর গুপ্তচর নিয়োগ করে রেখেছেন হস্তিনাপুরে। অন্তিম সংবাদ অনুযায়ী, তারা বারণাবত যাত্রা করেছে পশুপতি উৎসবে হস্তিনাপুরের প্রতিনিধি রূপে। যদিও গুপ্তচরের সন্দেহ, এর অন্তরালে দুর্যোধনের কোনো কূট অভিপ্রায় নিহিত। বাসুদেব নিজেও তা যথেষ্ট জানেন।

মিলারেপা কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা পরিষ্কার করল, 'আমার চোখের সামনে, এই তিন বিঘত দূরে,' তার কণ্ঠস্বর প্রবলবেগে কম্পিত। 'ভগ্নিপতি, আমার প্রতিবেশী ও ভাইয়ের ছিন্ন মুণ্ডটি গড়াগড়ি যেতে লাগল।' মিলারেপার বিস্ফারিত দৃষ্টি সম্মুখস্থ একটি শিশু শাল্মলীর পাদদেশে ন্যস্ত। যেন এখনও সে মানসচক্ষুতে সেই দৃশ্যটিকে দেখতে পাচ্ছে। 'এই যে বস্ত্র দেখছেন আর্য,' কাঁপা কাঁপা হাতে নিজের জরাজীর্ণ পোশাক সাত্যকিদের চোখের সামনে তুলে ধরে, 'এই কাপড়েই তারা রুধির-লাঞ্ছিত অসিগুলি পরিষ্কার করল! উফফ!' দুই হাতের করতল দিয়ে মিলারেপা তার মুখ আবৃত করে। 'আমার সেই ছোট্ট ভাইটি, তাকে নিজের হাতে লালন করেছি, আর্য! মৃত্যুর সময়তেও তার শূন্য দৃষ্টি যে আমার চক্ষুর উপর এসে স্থাপিত হল। এই দৃশ্য আমি কীভাবে বিস্মৃত হই! তাদের মধ্যে মানবিকতার লেশমাত্র কি ছিল না?'

নীরবতার চেয়ে অধিক সান্ত্বনা নেই। আবার এমন বিষয়ের প্রবোধই বা কী হতে পারে! সাত্যকির বাক্যস্ফূর্তি ঘটে না।

'কিন্তু তোমার মিত্র, তোমার প্রতিবেশী বণিকগণ? পাপিষ্ঠরা কি তাদেরও... যুগন্ধরের কণ্ঠস্বরও উত্তেজিত শোনায়।

দক্ষিণে-বামে মিলারেপার শির সঞ্চালিত হল। 'না, আমরা সকলে কোনোক্রমে এই পশ্চিমপ্রান্তে পলায়নে সমর্থ হয়েছিলাম। প্রত্যাশা ছিল, সামান্য অর্থ উপার্জনমাত্র, মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করব।' মিলারেপা মাথা নত করে, নীরব রইল কিছুক্ষণ। 'রৈবতক পর্বত পর্যন্ত আমি বা আমার মিত্রেরা কখনও যাত্রা করিনি, এখানকার নৃশংস সিংহের কথা আমাদের অপরিজ্ঞাত ছিল। বনভূমির পথ ধরে যাত্রাকালে সিংহের আক্রমণে তারা প্রাণ হারায়। আমি একা—জানি না কোন্ অপরাধে ঈশ্বর আমায় বিস্মৃত হলেন—প্রাণভয়ে ভীত, এক মূষিকের ন্যায় লুকিয়ে রইলাম এই বৃক্ষ-কন্দরে। তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার ফল, গৃহে প্রত্যাবর্তের পথ—আমার কাছে কিছুই নেই।' এক বক্ষবিদারী হাহাকার ধ্বনি সমগ্র অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

'মিলারেপা, তোমার প্রাণরক্ষা পেয়েছে, এটাই কি ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নয়? নবজীবন লাভ করেছ তুমি!'

'না, না,' মিলারেপা ক্রমাগত শির সঞ্চালন করতে থাকে।

'আমার দিকে তাকাও মিলারেপা, আমার চোখে চোখ রাখো। এখনও বহু পথ তোমায় অতিক্রম করতে হবে। তুমি কষ্টসহিষ্ণু উপজাতির বংশধর,' বাসুদেবের কণ্ঠস্বর অত্যুগ্র মাদকের ন্যায় সম্মোহক। 'তোমার পূর্বপুরুষদের গর্বিত করে তোলার এই তো সুযোগ! তুমি তো অপারগ নও! সুদূর পার্বত্যপ্রদেশে তোমার পরিবার তোমার আগমনের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন। তাঁদের নিশ্চিন্ত আলিঙ্গনে ফিরবে না তুমি?'

মিলারেপার কাতরোক্তি শোনা গেল, 'আরও একবার প্রয়াস করেছিলাম, দেব। ক্রমাগত পাঁচ দিন কোনো সভ্য মানুষের দর্শন পাইনি এই অরণ্যে। অরণ্যচারীদের প্রতি আমার স্বাভাবিক ভয় কাজ করে। ষষ্ঠ দিনে, এক অশ্বারোহীকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে কোটর থেকে নির্গত হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হই। সম্ভবত, আপনাদের নগর থেকেই তাঁর আগমন! তাঁর আচরণ অতি সতর্ক, এ হেন অরণ্যে তা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু বিশ্বাস করুন, সামান্য সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম তাঁর কাছে, পরিবর্তে লাভ করলাম পদাঘাত! তিনি রাজপুরুষ, বসনভূষণেও সভ্য! তথাপি, তাঁর আচরণ আমার মনোবল সম্পূর্ণ ভঙ্গ করেছে। জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের এমন আচরণ হলে, আমি কীভাবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করব?'

চকিতে যাদবরা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে। কোন্ রাজপুরুষের কথা বলছে সে? যার অনুসন্ধানে সাত্যকি মিলারেপাকে নিদ্রা থেকে জাগিয়েছিল, যার অনুসন্ধানে তাঁরা যাত্রা করেছেন, এই রাজপুরুষ সেই প্রসেনই নন তো!

'মিলারেপা, এই ময়ূরপুচ্ছটি গ্রহণ করো।' নিজের উষ্ণীষ থেকে আত্ম-পরিচায়ক কলাপখানি খুলে মিলারেপার হাতে দিলেন বাসুদেব। 'সিংহের হাত থেকে তুমি নিজেকে স্বয়ং রক্ষা করতে পারবে, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। এই ময়ূরপুচ্ছটি নিয়ে ওই দ্বারাবতী নগরীর তৃতীয় প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হবে। দ্বাররক্ষীর নাম ভঞ্জক। তাকে এই অভিজ্ঞান দেখিয়ে জানাবে, তুমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। কল্যাণমস্তু!' উঠে দাঁড়িয়ে অভয়মুদ্রায় কৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ করতল উত্থিত করলেন। তাঁদের এখনও বহুদূর

যাত্রা বাকি।

বায়ুবাহিত উৎকট দুর্গন্ধ বহুপূর্ব থেকেই তাঁদের নাসারন্ধ্রে আসছিল। নিকটবর্তী হতেই, দৃশ্যটির দিকে একযোগে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অশ্বের গতি দ্রুততর করে তাঁরা সেই দিকে ধাবিত হলেন। যাদবরা ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনে অভ্যস্ত, তবু এই দৃশ্যটি দেখে যুগন্ধর বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দেববান আপন উত্তরীয় দ্বারা নাসারন্ধ্র চেপে ধরে।

বাসুদেব নির্লিপ্ত মুখে অশ্ব থেকে অবতরণ করে, গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। দুর্গন্ধ বা কদর্য দৃশ্য—কোনোটিই তাঁর ইন্দ্রিয়ে বিচলন সৃষ্টি করতে পারেনি। কেবল একটি কাষ্ঠনির্মিত কুলচিহ্ন দেখে তাঁর ললাটে গভীর চিন্তার কুঞ্চন রেখা ফুটে ওঠে।

বাসুদেবের দলটি যত অগ্রসর হয়েছে, অরণ্যের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে সমহারে। অরণ্যচারীদের বর্তমান প্রজন্মের যুবকেরা মধু, ভেষজ ঔষধ, বনজ সামগ্রী নগরীর পণ্যবীথিতে বিক্রয়ের জন্য যাতায়াত করে, কিন্তু এই বনানীতে প্রবেশের বিশেষ প্রয়োজন নাগরিকদের পড়ে না। তাই তাঁরা যখন উপজাতিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনবসতিগুলি অতিক্রম করছেন, উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণের শিশুদের সকৌতূহলী দৃষ্টি তাঁদের বিদ্ধ করে। ইতিমধ্যে এই রকম তিনটি জনবসতি তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন। নামমাত্রই জনবসতি! অরণ্যের সামান্য অংশ শোধন-সংস্কার করে, কুড়ি-বাইশটি পর্ণকুটির।

দ্বিতীয় পল্লিটি অতিক্রমের সময় দেখা গেল, তিনদিকে তিনটি পথের চিহ্ন। বিভ্রান্ত হয়ে সকলে অশ্বের গতি রোধ করেন। বাসুদেব ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চলেছিলেন। একটি কুটিরের সম্মুখে, অর্জুন বৃক্ষের নীচে এক লোলচর্ম বৃদ্ধা, ঈষিকা-তৃণ দ্বারা আসন বয়নে রত। তার পাশে ভূমিতে একটি ভল্ল রাখা। যোদ্ধার বয়োবৃদ্ধি হলেও অস্ত্রের সঙ্গে মিত্রতা তার ছিন্ন হয় না। বৃদ্ধার শত কুঞ্চিত শিথিল হয়ে আসা কৃষ্ণ-চর্মে উপজাতীয় চিহ্নের স্থায়ী-আলিম্পন। বাসুদেব সেই দিয়ে এগিয়ে গেলেন। সুভদ্রভাবে সেই বৃদ্ধার সম্মুখে নত হয়ে পাদস্পর্শ করেন যাদবশিরোমণি। বাসুদেবের এই গুণটির ফলে তিনি সমাজের সর্বস্তরে আদৃত। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তাঁর নেই। আসঙ্গের মুখ থেকে স্বতই শব্দ স্ফূরিত হল, 'অহো!' সে নিজে এই উপজাতীয় মহিলাকে প্রণাম জানাতে পারত না। তার

শ্লাঘাই গতিরোধ করে দাঁড়াত।

ইতিপূর্বে সম্ভবত কোনো নগরবাসী এই বৃদ্ধার চরণস্পর্শ করেনি। আসন থেকে মুখ তুলে, বিস্মিত দৃষ্টিতে বাসুদেবের দিকে সে তাকিয়েই থাকে।

‘মাতা, আমরা দ্বারাবতীর প্রজা। এক মিত্রের অনুসন্ধানে যাত্রা করেছি। কোনো অশ্বারোহীর দর্শন পেয়েছেন দিন তিনেক পূর্বে?’ বাসুদেব সামান্য চিন্তা করলেন, ‘খুব সম্ভবত দিবার প্রথম প্রহরে তিনি এই তিনটি পথের কোনো একটি দিয়ে রওনা হয়েছেন। আমাদের পথ দেখান মাতা।’

বৃদ্ধা তৃতীয় পথটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে। তার কণ্ঠস্বর কাংস্যপাত্র নিনাদের মতো, ‘সাবধান, সামনে নরখাদক সিংহের বড়ো ভয়। আর এই অঞ্চলটি ত্যাগ করে কিছুদূর এগোলেই পুবদিকে একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমি পড়বে, ভুল করেও সেই দিকে যাবে না। ও জলাভূমিতে স্বয়ং যম বাস করেন। একবার কেউ পা রাখলে সে আর ফিরে আসে না। জলাভূমি তাকে নিজের গর্ভে টেনে নেয়।’

‘মৃতদেহটি প্রসেনের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।’ অর্ধ-গলিত শবদেহের চক্ষুদুটিতে কোটর ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে মাংস-শূন্য, অস্থি দৃশ্যমান। শতচ্ছিন্ন পোশাকে শুষ্ক রক্তের চিহ্ন, ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

‘হ্যাঁ, তাত প্রসেনই!’ দেববানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বাসুদেব অনায়াসে মৃতদেহের বিভিন্ন স্থানে চপেটাঘাত শুরু করেন। ‘প্রসেনের পোশাকের মধ্যেই স্যমন্তক থাকবে। কোনো ক্ষুদ্র থলি, বা গুপ্ত পুটে...

প্রসেনের শরীর থেকে একটি বাহু বিচ্ছিন্ন, দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথায় সেটিকে দেখা গেল না। দেহ-সংলগ্ন বাহুটি তুলে পোশাকের অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠের অনুসন্ধানও করলেন, কিন্তু না। স্যমন্তক নেই। দক্ষ ঐন্দ্রজালিকের মায়ার ন্যায় তা অদৃশ্য হয়েছে।

বাসুদেব হতাশ মুখে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গীদের অবগত করতে হবে। তাঁর কণ্ঠস্বর সামান্য উচ্চ হল। দুই পার্শ্বে শির চালনা করেন তিনি, ‘পেলাম না!’

মৃতদেহের পাশেই ভূমিতে প্রোথিত বৃষকাষ্ঠটির দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। কৌতূহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত একটি দারুনির্মিত অলংকৃত প্রতীকী সিংহ। সিংহের মুখের উভয় দিকে সুচারুভাবে নির্মিত দুটি ডানা, বহির্পানে বিস্তৃত। গোষ্ঠীদণ্ডটির উচ্চতা বাসুদেবের স্কন্ধ সমান।

সকলে অর্ধচন্দ্রাকারে সেটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কোনো উপজাতির কুলচিহ্ন। তাত প্রসেনের মৃতদেহের পাশে এইভাবে স্থাপন করার একটিই অর্থ...' যুগন্ধরের বাক্যটি হরণ করে আসঙ্গ সমাপ্ত করল, 'এমন কোনো উপজাতির মানুষ দেব প্রসেনকে হত্যা করেছে, যাদের কুলচিহ্ন সিংহ।'

'এবং দুঃসাহসী অরণ্য উপজাতির ততোধিক দুঃসাহসী সদস্য বলেই, কর্ম সমাপনান্তে নিজের গোষ্ঠীকাষ্ঠ রেখে গিয়েছে।'

'সেই সঙ্গে নিজের পদচিহ্নও!' বাসুদেব ভূমির দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের পদচিহ্ন প্রসেনের মৃতদেহের পাশে থেকে জলাভূমির দিকে এগিয়েছে। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয়, মানব পদের পাশে পাশে অগ্রসর হয়েছে একটি বিশালাকার সিংহের পদচিহ্নও!

সম্মুখে, অদূরেই বৃদ্ধা নির্দেশিত সেই জলাভূমি। তারও অপরপ্রান্তে একটি গিরিগুহা। গুহামুখের সামনে, জলাভূমির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে মস্তক সমান উচ্চ তৃণের জঙ্গল। 'আমি জলাভূমির দিকে যাই, তোমরা অন্যত্র দেখো!'

বাসুদেবের নির্দেশে দলের প্রত্যেকে ভিন্ন কোনো সূত্রের আশায় চতুর্দিকে সন্তর্পণে সন্ধান শুরু করেছে। বাসুদেবও জলাভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। যুগন্ধরের দৃষ্টি সেদিকে পতিত হতেই সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'বাসুদেব, সতর্কবার্তা মনে নেই? ওদিকে যাবেন না।'

'তোমরা আর কোনো লক্ষণ দেখতে পেয়েছ কি?'

দেববান, যুগন্ধর, সাত্যকি, আসঙ্গ—সকলেই একযোগে শির চালনা করে। এতদূর এসেও যদি স্যমন্তক না নিয়েই প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তাহলে! 'বাসুদেব, এইবার কী হবে? বিনা স্যমন্তকেই দ্বারাবতীতে ফিরে যাব?'

'এই জলাভূমির নিকটে এসো, পদচিহ্নটি জলাভূমির অভ্যন্তর হয়ে, ওইদিকে অগ্রসর হয়েছে।' বাসুদেব গুহাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। 'সম্ভবত ওই কন্দরেই আমাদের উদ্দিষ্টদের নিবাস।'

'না, না, দোহাই আপনাকে, জলাভূমিতে পা রাখবেন না।' সাত্যকির কাতর স্বর শোনা গেল।

বাসুদেব এতক্ষণ জলাভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে খরশান দৃষ্টিতে সেটিকে নিরীক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন। এইবার সত্যিই তিনি জলাশয়ের গর্ভে পা রাখলেন। ঘন শৈবাল বর্ণের পঙ্কে প্রথম পদটি একবার স্পর্শ করিয়ে, আবার তুলে নিলেন, দুই পাদ সরে

পুনরায় একইভাবে পদস্থাপন করে সরিয়ে আনলেন চরণটিকে।

সাত্যকি প্রশ্বাস গ্রহণ করতে বিস্মৃত হয়েছে। বাসুদেবের মনের গতিপ্রবাহ সাত্যকির ধারণারও বাইরে। কিন্তু তাঁর জন্য সাত্যকি ব্যগ্র হয়ে উঠল! পশ্চাৎ-আহ্বান সমীচীন কি না সে জানে না, তবু তার আকুলতা স্বতই কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়ে, 'বাসুদেব, আমাদের সঙ্গে রশি নেই! যদি নিমজ্জিত হয়ে পড়েন?'

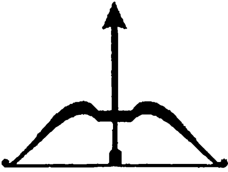
বাসুদেব পিছন ফিরলেন। তাঁর মুখে স্বভাবসিদ্ধ সেই স্মিত হাসি। ইতিমধ্যে জলাভূমির মধ্যে তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছেন। 'তাহলে দেবী রুক্মিণীর দুর্ভাগ্য। যার জন্য নিজের স্বয়ম্বর ত্যাগ করে, আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে মনোমালিন্য করে এলেন, তার সঙ্গে জীবন অতিবাহিতই করতে পারলেন না। দুর্ভাগ্য আমার! স্যমন্তক হরণকারীর কলঙ্ক মাথায় নিয়েই সলিল, না, না, পঙ্কিল সমাধি লাভ করব! দুর্ভাগ্য আরও এক নারীর, তাঁকে দিয়ে আসা প্রতিশ্রুতি রাখতে পারব না।'

সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ জলাভূমির উপান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। অভ্যন্তরে প্রবেশের সাহস কারও নেই। প্রত্যেকের মুখ রক্তশূন্য। যাদব বীর সাত্যকির চক্ষুতে টলটলে অশ্রুবিন্দু। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ আরম্ভ করাও অস্বাভাবিক নয়—এই আশঙ্কায়, বাসুদেব হো হো করে হেসে উঠলেন, 'ওহে যাদব বীরগণ! এই তোমাদের দুঃসাহসের নিদর্শন?'

অন্যান্যদের মুখে বাক্যস্ফূর্তি ঘটে না। 'বৃথা দুশ্চিন্তা কোরো না। আশৈশব আমি বিভিন্ন উপজাতির মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি। অনুসন্ধানক জনজাতির নাম শুনেছ তো? তাদের জীবিকাই এইটি। মরু-প্রদেশে, শুষ্ক পার্বতাকীর্ণ অঞ্চলে কোথায় ভূমির অভ্যন্তরে জলের উৎস থাকবে, এমন দলদলের মধ্যে দিয়ে যাত্রাকালেও কীভাবে প্রাণরক্ষা করা যায়—এই সব শিক্ষাই তাদের সংস্পর্শে এসে লাভ করেছি। পূর্বলব্ধ শিক্ষা প্রয়োগের সময় আগত, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছি কি না দেখব না? তোমরা এক প্রহর এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। যদি ফিরে না আসি... প্রবাদ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের কণ্ঠস্বরও কি সামান্য বিকৃত শোনায়! কিছুক্ষণ নীরব থেকে দুই চক্ষু পূর্ণ করে দেখে নিলেন আপন সঙ্গীদের। তারপর সামান্য হাসলেন, 'তোমরা নগরে ফিরে যেও। দেখো, যেন যাদবদের উপর কোনো বিপদ না আসে। প্রাণ দিয়ে নগরীকে, তার প্রজাদের রক্ষা করবে।'

অরণ্যের মধ্যে সন্তর্পণে সন্ধ্যা অবতরণ করে না। তুচ্ছ মানবকে তার প্রস্তুতি পর্ব সমাধার পূর্বেই সে নিজের জটাপাশে তাদের আবদ্ধ করে। প্রাণঘাতী

জলাভূমির শরীরের উপর দিয়ে এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হয়ে চলেছেন বাসুদেব। তাঁর অস্থির দেহটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাত্যকির হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে আসে। আর যদি না-ফেরেন তিনি! নগরীতে অবস্থান করলে, সন্ধ্যার চাপল্য যাদব পুরুষদের আক্রান্ত করত—পাশা, আসব, পীনোদ্ধত বারবণিতা। এখানে, জনহীন অরণ্যানীর মধ্যে দাঁড়িয়ে শৃগালের উচ্চনাদ, গৃধ্র-শাবকের আকুল ক্রন্দন, বৃকের ডাক, দূরাগত সিংহের গর্জন, ঝিল্লীর অবিচ্ছিন্ন রব—যাদব পুরুষদের হৃদয়ে মৃত্যুচেতনা সঞ্চারিত হল।



রুধির লাঞ্ছিত চক্রটি হাতে তুলে নিলেন বাসুদেব। সকলে যেমন প্রিয় পোষ্যের নামকরণ করে, অতিপ্রিয় এই চক্রেরও তিনি নাম রেখেছেন—সুদর্শন। সুদর্শনই বটে, এই অস্ত্রটিকে নিজের ইচ্ছানুসারে সামান্য সংস্কার করিয়ে নিয়েছেন তিনি।

বিশালাকার এক ধাতব বৃত্তের বহির্প্রান্তে সূর্যের কল্পিত শিখার ন্যায় বহু অসমান ক্ষুরধার বক্র ছুরিকা ঘন সংবদ্ধ। অবশ্য ধারক-স্থানে ছুরিকা অনুপস্থিত। বিনা প্রয়োজনে কিছুতেই এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেন না তিনি। প্রকৃতপক্ষে অনন্যোপায় না হলে, রক্তপাতেই তাঁর অনীহা। বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কর্ম সাধনই তো শ্রেষ্ঠ পন্থা! আজও এই দুটি জীবকে হত্যা করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু অর্ধমৃত জীবকে জীবনদানের চেয়ে বড়ো নিষ্ঠুরতা আর হয় না!

হ্যাঁ, জনসাধারণ যাঁকে ভবিষ্যদ্রষ্টা বলে, সেই বাসুদেবও কল্পনা করতে পারেননি এমন দৃশ্য তাঁকে দেখতে হবে। উপজাতিটির সঙ্গে বার্তালাপ, আবেদন-নিবেদন, উপঢৌকন দান, প্রয়োজনান্তরে যুদ্ধ দ্বারা স্যমন্তক চেয়ে নেবেন, এই ছিল তাঁর সুপ্ত বাসনা। অথচ গুহাভ্যন্তরে প্রবেশমাত্র সমস্ত পরিকল্পনাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। গুহার ভূমিতে চতুর্দিকে রক্তের চিহ্ন, যেন এখানে সদ্য এক খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। শোণিতের অপ্রীতিকর কটুগন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন। দক্ষিণ হস্তে সবলে চক্রটিকে ধারণ করে, বাসুদেব সন্তর্পণে গুহার আরও গভীরে প্রবেশ

করেন।

এই স্থানে কোনো আলোক-উৎস নেই, ফলে সারাক্ষণ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। নিকটবর্তী স্থান থেকে জান্তব চাপা গর্জন শুনে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। যে কোনো মুহূর্তে হিংস্র সিংহ, অথবা তার প্রভু সশস্ত্র অবস্থায় তাঁর উপর আক্রমণ করতে পারে।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, স্নায়ু সজাগ, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক, মুষ্টি দৃঢ়, দেহের প্রতিটি অঙ্গ নমনীয় হয়েও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত—দক্ষিণ হস্ত তুলে, চক্রটিকে বক্ষের সম্মুখে উদ্যত রাখেন। কিছুক্ষণের অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। কিন্তু কোথাও থেকে কোনো আক্রমণ আসে না। সেই চাপা গর্জন স্তব্ধ হয়নি যদিও। বাসুদেবের আক্রমণ-প্রত্যাশী মনে অস্বস্তির সঞ্চার হল। চক্রটিকে সেভাবেই ধারণ করে, গুহার অন্তিম প্রান্তে পৌঁছালেন অবশেষে।

'এ কী!' স্বতই তাঁর কণ্ঠ থেকে চিৎকার নির্গত হল। বিশালাকৃতির একটি সিংহ ভূমিতে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে। একটি ভল্ল লম্বভাবে তার নাভি থেকে পিঠ অবধি বিদ্ধ। একটি চক্ষুতে তীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত প্রস্তরের ছুরিকা। প্রাণীটির দেহে ক্ষীণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের আভাস। বাসুদেব ভুল শুনেছেন! গর্জন নয়, সিংহের কণ্ঠ থেকে যা ভেসে আসছে, তাকে কাতর-ধ্বনি বলাই শ্রেয়। সামান্য দূরে একটি মানুষের ছিন্ন হাত—প্রসেনের পোশাকে আবৃত।

'আহ্!' মানব কণ্ঠের আর্ত রবে পিছন ফেরেন বাসুদেব। অন্ধকারের ফলে লক্ষ করেননি... না, এখানে সামান্য হলেও আলোক উপস্থিত; সিংহটিকে এ-হেন অবস্থায় দেখে বিস্ময়ের ফলে অন্য প্রাণীটির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিলেন। দ্রুত লোকটির কাছে আনত হয়ে বসেন তিনি।

রক্তধারায় স্নান করেছে এই উপজাতীয় ব্যক্তি। খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, পেশিবহুল দেহে প্রবল আঘাতের চিহ্ন। চক্ষুদুটি বিস্ফারিত, যন্ত্রণায় ওষ্ঠ বিকৃত। মুখমণ্ডল প্রকৃতপক্ষেই রক্তশূন্য। তার চতুর্দিকে গাঢ় রক্তের ক্ষুদ্র কুণ্ড। বাসুদেব তাঁর কটি থেকে ক্ষুদ্র মশকটি বের করে, তার মুখের সামনে তুলে ধরেন। অতি কষ্টেও কয়েক বিন্দু জল গলাধঃকরণ করতে পারল না উপজাতীয় ব্যক্তিটি।

'স্যমন্তক কোথায়? জলাভূমির অপর প্রান্তে যে নাগরিকটিকে হত্যা করেছ, তাঁর কাছে একটি মণি ছিল। তুমি হরণ করেছ? কোথায় রেখেছ মণিটি, আমাকে দাও!' বাসুদেব তার মুখের সম্মুখে আনত হয়ে এলেন আরও কিছুটা। এ মারা

যাওয়ার পূর্বেই স্যমন্তকের অবস্থান জানতে হবে! আঘাতের প্রাবল্যের ফলে সে অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা হারিয়েছে। কেবলমাত্র বাম দিকে শির হেলিয়ে, দৃষ্টি চালনা করল গুহার গাত্রে।

বাসুদেব লক্ষ করেন, সেখানে একটি নাতি-বৃহৎ গহ্বর প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ। বিলয়োন্মুখ চিত্রভানুর রক্তবর্ণের অনুজ্জ্বল আলোকরশ্মি, প্রস্তরের চতুর্দিক থেকে লম্বভাবে এসে পড়েছে ভূমিতে। কিছুক্ষণ সেইদিকে চিন্তিত চোখে তাকিয়ে রইলে তিনি। আলোক-উৎসের অর্থ, অন্য কোনো পথ রয়েছে এই গহ্বরের অপরপ্রান্তে। এই ব্যক্তি কোন গূঢ় বার্তা দিতে চাইছে!

তিনি আবার তার দিকে ফেরেন, 'স্যমন্তক ওইদিকে গেলে পাব?' অতি আয়াসে একবার চোখ দুটি বন্ধ করল সে। নিঃশ্বাস গ্রহণও তার পক্ষে ক্রমশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। বাসুদেব উঠে দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন। তারপর চক্রটিকে তুলে ধরলেন স্কন্ধের উপর, 'হে অরণ্যজাতক, শাস্তি নয়, শান্তিস্বরূপ তোমাকে এই মৃত্যু দান করছি।' তীব্র বেগে চক্রটি তার কণ্ঠ লক্ষ্য করে নেমে আসে। এক লহমার অপেক্ষামাত্র। তার ছিন্ন মুণ্ডটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। সিংহটিও তার প্রভুর অনুগামী হয় সমানরূপে।

গুহার বাইরে সন্ধ্যা অবতীর্ণ। পূর্বাগত আলোকরশ্মি এখন আর দৃশ্যমান নয়। চক্রটিকে কটি সংলগ্ন করে, প্রস্তর অপসারণ করলেন। আহ! গুহার বাইরে পা রাখতেই এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস তাঁর শরীর স্পর্শ করল। পশ্চিমাকাশের মেঘমালায় এখনও সামান্য গৈরিকবর্ণের আভাস। ম্রিয়মাণ সেই আলোয় কয়েকটি পর্ণকুটির দৃশ্যমান।

অন্য কোনো অরণ্য উপজাতির নিবাসস্থলে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। উপজাতিদের কয়েকজন ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ। পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের মধ্যভাগে একটি অগ্নিকুণ্ড। প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনান্তে সকলেই অগ্নির চতুর্দিকে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট হয়ে বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত। পুরুষদের সুদৃঢ় লোমশ কৃষ্ণবর্ণ শরীরগুলিকে এই আলোকে মন্দিরগাত্রের যক্ষমূর্তি বলে ভ্রম হয়। নগ্নগাত্র কয়েকটি শিশু অগ্নিকুণ্ড থেকে দূরে, বাসুদেবের প্রায় সমীপেই কিছু উপলখণ্ডের সঙ্গে ক্রীড়ারত। সেই দিকে অলস দৃষ্টিপাত করেছিলেন মাত্র! কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় শিহরিত হয়ে উঠলেন বাসুদেব।

অগ্নির রক্তাভ-গৈরিক বর্ণের দীপ্তিতে এ কোন্ উপলখণ্ডটিকে দেখতে পেলেন

তিনি? কোন্ শিলাখণ্ড এমন অত্যুজ্জ্বলভাবে শোভা পায়! আচম্বিতে বাসুদেবের মনের সমস্ত দুশ্চিতার তুষার বিগলিত হয়ে হিমবাহের রূপ নিল। সতর্ক পদে এগিয়ে গিয়ে শিশুগুলির নিকটবর্তী হলেন। শিশুরা সামান্য অন্যমনস্ক হলেই তিনি স্যমন্তকটি হস্তগত করে, পূর্বের পথেই ফিরে যাবেন। ঘটলও তাই। শিশুগুলি পিছন ফিরে একটি গর্ত নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেই, তিনি সন্তর্পণে গিয়ে স্যমন্তকটি হাতে তুলে নিলেন।

কিন্তু, অঘটন-পটীয়সী ভাগ্যদেবী বাসুদেবের জন্য অন্য কোনো বিস্ময়নাট্যের মঞ্চ সজ্জিত করে রেখেছিলেন। সর্ব কনিষ্ঠ শিশুটি সহসা বাসুদেবের দিকে ঘুরে, তাঁকে দর্শন করেই উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে, 'মা, পিশাচ!' বাসুদেবের দুই চক্ষু বন্ধ হল। মনে মনে প্রমাদ গণনা করলেন তিনি।

মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য ভল্ল, কুঠার, বাসুদেবকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। একটি মণির জন্য আবার রক্তপাত! বাসুদেব চক্রটিকে ধারণ করতে গিয়েও, মুষ্টি শিথিল করলেন। উপজাতিদের চোখে-মুখে সমানুপাতে বিস্ময়, ক্রোধ, ভীতি। বাসুদেব প্রত্যেকের দৃষ্টি গভীর মনোনিবেশ সহ লক্ষ করে চলেছেন। সম্ভবত এই স্থানে বহির্দেশীয়দের আগমন ঘটে না। নতুবা বিস্ময়ের মাত্রাধিক্য থাকত না।

'কে তুমি বিজাতীয় পুরুষ? নিজের পরিচয় দাও, নইলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।' একজন নাতি-দীর্ঘ বয়স্ক ব্যক্তি বাসুদেবের মুখোমুখি এসে উপস্থিত হলেন। বার্ধক্য এই ব্যক্তিকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি বৃষস্কন্ধ, শরীরে রোমরাজির আধিক্য। বাসুদেব অনুমান করেন, এই ব্যক্তিটিই কুলের প্রধানপুরুষ। সমবেত জনতার চোখে স্পষ্টতই তাঁর জন্য সমীহের ভাব পরিস্ফুট।

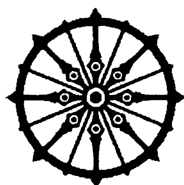
'দ্বারাবতী নগরীর অন্যতম পুর-প্রধান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্মুখে একটি নিবেদন রাখতে চায়, দেব!' বাসুদেব তাঁর উষ্ণীষে করতল চালনা করলেন। এই জম্বুদ্বীপে একমাত্র তিনিই ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব তাঁর অনুকরণ করে মাত্র! যাদব বাসুদেবের আত্মপরিচয়ের অন্যতম প্রমাণ ময়ূরপুচ্ছ। কিন্তু সেই বহুবর্ণিল কলাপটি নেই! বাসুদেবের স্মরণ হল, ময়ূরপুচ্ছটি তিনি মিলারেপাকে দান করে এসেছেন।

'কী নিবেদন?' কুলপ্রধানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই ইঙ্গিত করে, বাসুদেবের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ হয়নি। তাঁর হস্তধৃত ভল্লের ফলকটি এখনও বাসুদেবের বক্ষের দিকে নিবদ্ধ।

বাসুদেব যুক্ত-করে, বিনীত কণ্ঠে বলেন, 'এই স্যমন্তকটি আমাদের কুলবর্ধক রত্ন। এক পাপিষ্ঠ এটিকে হরণ করে পলায়ন করছিল। ভাগ্যক্রমে তা এই শিশুটির নিকটে এসে পৌঁছেছে। হে দেব, আপনাকে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেই বোধ হয়, আমার অনুরোধ, স্যমন্তককে তার প্রকৃত স্থানে ফিরিয়ে দিন।'

বাসুদেবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সেই ব্যক্তি। বাসুদেবের দৃষ্টিও নিষ্পলক। যদিও তাঁর ওষ্ঠের হাসি এই স্নায়ু-দ্বৈরথ-মুহূর্তেও অবিচল। 'এই রত্নের কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই, আর্য। কিন্তু সিংহক গোত্রের পুরুষ ও গোত্রপশুকে বধ করে, আমি, ঋক্ষকুলপ্রধান, স্বয়ং জাম্ববান এটিকে জয় করে এনেছি। আর্থিক মূল্যের তুলনায় আত্মশ্লাঘা এই ঋক্ষকুলের কাছে অধিক বরণীয়। এই মণি তুমি পাবে না! ফিরে যাও!' অন্তিম নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন তিনি।

'তবে স্পর্ধা জানাতে অনুমতি দিন!' বাসুদেবের বিনীত কণ্ঠস্বর সামান্য উচ্চ শোনায়। 'স্যমন্তককে স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই কর্ম সম্পাদন বিনা আমি প্রত্যাবর্তন করব না। আপনাদের কুলের যে কোনো যোগ্যতম পুরুষকে আমি আহ্বান জানাই। তাঁর ইচ্ছানুসারে অস্ত্র নির্বাচন হোক! আমি দ্বৈরথ প্রার্থনা করি।' বাসুদেবের দৃঢ়বদ্ধ দক্ষিণ হস্ত সুদর্শন স্পর্শ করে।



প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্ববর্তী স্থানটিকেই মল্লযুদ্ধের রণাঙ্গন হিসাবে ব্যবহার করে এই উপজাতির যোদ্ধা-সদস্যগণ। অর্ধরজ্জু ব্যাস-বিশিষ্ট ক্ষেত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে, ভূমিতে অঙ্গার দ্বারা বৃত্তাকার রেখা অঙ্কিত। বাসুদেব মৃত্তিকা পরীক্ষা করলেন। না অধিক শুষ্ক, না অতি সিক্ত—মল্লযুদ্ধের উপযুক্ত। মৃত্তিকায় ঘৃতের সুগন্ধ না পেয়ে সামান্য অবাকই হলেন তিনি। চমৎকার! এই উপজাতির যোদ্ধারা, প্রশিক্ষিত নাগরিক যোদ্ধাদের ন্যায় মৃত্তিকার সঙ্গে ঘৃত সহ অন্যান্য উপকরণ মিশ্রিত করে না! গোপালক বা নাগরিক ভিন্ন এত ঘৃত একত্রিত করা এই আরণ্যকদের পক্ষে সম্ভবও নয়! বিনা ঘৃতেই মৃত্তিকাকে এত যথাযথভাবে প্রস্তুত করা যায়, তাঁর

দূরতম ধারণাতেও আসেনি। ভ্রূ উত্থিত করেন হাসেন বাসুদেব, 'আচ্ছা! নদীতট থেকে বয়ে আনা বালুকা মিশ্রিত!' অনাগত মল্লযুদ্ধের ফলাফল কল্পনায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্র হোক অথবা শাস্ত্রালাপ-দুর্বল সহযোদ্ধার সঙ্গে দ্বন্দ্বে কোনো মানসিক পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না।

নিজের বেশভূষা ত্যাগ করেছেন বাসুদেব। তাঁর শরীরে এখন কেবলমাত্র কৌপীন। জাম্ববান বৃত্তের মধ্যে প্রবেশমাত্র বাসুদেবকে আনত হয়ে অভিবাদন জানালেন। সহযোদ্ধাকে সৌজন্য সম্মান জানানোই রীতি। মল্লক্ষেত্রের মৃত্তিকা তুলে নিজের শরীরে প্রলেপ দিলেন, সমপরিমাণ নিক্ষেপ করলেন বাসুদেবের শরীর লক্ষ্য করে। মৃত্তিকা নিক্ষেপ নিছক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অংশই নয়, প্রতিপক্ষকে যাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা যায়, তারই পূর্বপ্রস্তুতি। বাসুদেব তাঁর মল্ল-ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ স্মিত হাসেন। জাম্ববানও অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে, মৃদু গলায় তাঁরই ইষ্টদেব, হনুমানকে প্রণাম জানাচ্ছেন। তাঁর দেহের ন্যায় কণ্ঠস্বরটিও যথেষ্ট গুরুগম্ভীর।

বৃত্তের চতুর্দিকে কৌতূহলী নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ। সকলের দৃষ্টিতেই প্রচ্ছন্ন গর্ব। ঋক্ষকুলতিলক জাম্ববান সম্ভবত কোনোদিন নতি স্বীকার করেননি। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখ আনত হয়ে, দুই দিকে দুটি বাহু প্রসারিত করলেন। তাঁর হাতের প্রতিটি অঙ্গুলি প্রতিপক্ষের অঙ্গুলিকে চেপে ধরতে বদ্ধপরিকর। জাম্ববান আনত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল।

প্রথম দর্শনে বাসুদেবকে দেখে পেশিবহুল নয়, বরং বেতসলতার মতো দৃঢ় অথচ নমনীয় বলে ভ্রম হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর ঊর্ধ্ববাহুর পেশিগুলির সঞ্চরণ পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান। দুই যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বীর দক্ষিণ পদ অগ্রসর হল। তাঁরা পরস্পরের আরও কাছে এগিয়ে আসেন। প্রতিপক্ষ কোন্ শৈলীতে মল্ল করছে, সেটিকে নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করে, অপরপক্ষ তাকে ধরাশায়ী করতে প্রস্তুত হয়।

বাসুদেব লক্ষ করেন, জাম্ববানের মল্লের শৈলীতে হনুমন্তী রীতির সঙ্গে অন্য কোনো এক ধারা মিশ্রিত হয়েছে। জাম্ববান প্রথমেই বাসুদেবের স্কন্ধটিকে দক্ষিণ হস্ত দিয়ে পেঁচিয়ে, তাঁকে পশ্চাতে ঘুরিয়ে ভূমিতে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাসুদেব শরীরের একটিমাত্র মোচড়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। তিনি পুনরায় জাম্ববানের সম্মুখীন হলেন। আজ তিনি আক্রমণাত্মক নয়, আত্মরক্ষার্থে লড়াই করবেন। জাম্ববানের শরীরে আসুরিক ক্ষমতা। কেবল মল্লক্ষেত্রেই নয়, এই

ব্যক্তিটির উপর বিজয় লাভ করতে হবে সর্বতোভাবে।

জাম্ববান পুনরায় বাসুদেবের দুটি হাত সবলে ধারণমাত্রই, পিছন দিকে আবর্তিত করে দিলেন। একই সঙ্গে, নিজের পা দ্বারা বাসুদেবের পা দুটিকে সর্পের মতো পেঁচিয়ে ধরে রাখেন। বাসুদেব সশব্দে ভূমিতে পতিত হলেন। জাম্ববানও ভারসাম্য বজায় রাখতে বাসুদেবের শরীরের উপর, ক্রমান্বয়ে পড়লেন। যেন দুই শক্তিশালী সিংহ, নিজের অধিকারের নিমিত্তে লড়াইতে রত।

সময় এগিয়ে চলেছে নিজস্ব ছন্দে। নরলোকের দুই কৃষ্ণবর্ণ মানবের যুদ্ধের পরিণামের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অগ্নিকুণ্ডের ক্ষয়িষ্ণু অগ্নিতে কতকগুলি কাষ্ঠ নিক্ষেপ করায়, তা দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলে উঠল। কাষ্ঠের ফাটলে অগ্নিসংযোগের ফটফট শব্দ, মল্লযোদ্ধাদের ক্রমাগত ঝটাপট আওয়াজ, ভূপতিত বাসুদেবের উত্থানের প্রচেষ্টা, জাম্ববানের বাধাদান, পতনের ব্যর্থতা, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ, জনতার উৎফুল্ল শিষধ্বনি—অরণ্যের এই নির্জন, জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রটির সঙ্গে, নাগরিক প্রাক-রাত্রির বিশেষ পার্থক্য নেই।

জাম্ববানের মল্ল-কৌশল বুঝতে পেরেছেন বাসুদেব। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে প্রতিপক্ষকে আজ এই মল্লাঙ্গনে পরাজিত করবেন, এটিই যেন তাঁর মরণপণ। বাসুদেবের মুখ থেকে একটি চাপা আর্তনাদ বের হল। হাতদুটি যেন এইবার স্কন্ধ থেকে ছিন্ন হয়ে আসবে। মুখের স্বেদের সঙ্গে মল্লাঙ্গনের মৃত্তিকা মিশ্রিত হচ্ছে। ক্রমশ কর্দমলিপ্ত হয়ে উঠেছেন বাসুদেব। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না। জাম্ববান দৈহিক ক্ষমতায় বাসুদেবের প্রায় সমান; কিঞ্চিৎ অধিকই হবেন বা! উপযুক্ত প্রতিপক্ষ!

দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ ভূমিতে উপবিষ্ট। অরণ্যজ উপাদান থেকে নির্মিত মদিরার পাত্র সকলের হাতে হাতে। ক্রোড়ের শিশুগণ মাতৃবক্ষে শির এলিয়ে নিদ্রামগ্ন। কেউ মাতৃস্তনটিকে মুখে পুরে মহানন্দে চুষে চলেছে। সারা দিবসের দৌরাত্ম্যের পরে, এই দুই পুরুষের মল্ল দেখার আগ্রহ তাদের জাগেনি। অথচ, এই শিশুদের অভ্যন্তরেই কেউ কেউ হয়ে উঠবে ঋক্ষকুলের মল্লবীর। তপোবনবাসী ঋষিগণ, নিশাকাশের নক্ষত্ররাজিকে ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক রূপ দান করেন। কোনোটি যোদ্ধা-পুরুষ, কোনোটি জলসর্প, কুম্ভ, বায়স, স্রোতস্বিনী। পূর্ব গগন থেকে উদিত হয়ে, তেমনই কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডল সকলের অগোচরে পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে গেল।

এই প্রবল শক্তিশালী, সুকৌশলী ব্যক্তিটির বুকে মুষ্ট্যাঘাত করে হত্যা—না, বাসুদেব তা করবেন না। জাম্ববানের ক্রুদ্ধ গর্জন, তাঁর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস বাসুদেবের ঘাড়ের কাছে এসে পড়ছে। যুদ্ধে আজ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হন না বাসুদেব, তাতে মনোযোগ ছিন্ন হয়। তাঁর মণিবন্ধদুটি ধরে রেখেছেন জাম্ববান, করতল মুক্ত। সর্বশক্তিতে নিজের দেহটিকে সামনের দিকে সংকুচিত করলেন বাসুদেব। অভিঘাতের ফলে জাম্ববানের সঙ্গে তাঁর দেহের দূরত্ব আরও কমে গেল। বাসুদেব দক্ষিণ হাতের চারটি অঙ্গুলি ঋজুভাবে বর্ধিত করেন। জাম্ববান তাঁর দিকে অগ্রসর হতেই, সেগুলি আমূল বিঁধে, সরাসরি আঘাত করল জাম্ববানের মধ্যচ্ছদায়।

সামান্য একটি অসতর্ক মুহূর্ত—বাসুদেব নিজেকে জাম্ববানের বন্ধন থেকে মুক্ত করেই, ভূমি থেকে একটি মাত্র লাফে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জাম্ববানকে আত্মসংবরণের সুযোগ দেবেন না তিনি। জানু দ্বারা জাম্ববানের প্রশস্ত বক্ষে আঘাত হানেন বাসুদেব। মর্মবিদারী একটি স্বর অন্ধকার অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটি নিশাচর পক্ষী কর্কশ শব্দে বৃক্ষান্তরে উড়ে গিয়ে বসে। এক হাত দূরে ভূপতিত জাম্ববানকে দুই হাতে আকর্ষণ করে, মাথার উপরে তুলে ফেললেন বাসুদেব।

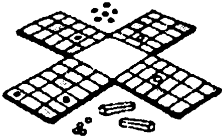
জনশ্রুতি বলে, তিনি নাকি গোবর্ধন পর্বতকে কনিষ্ঠায় ধারণ করেছিলেন। যারা তাঁকে পর্বত উত্তোলনকারী হিসাবে কল্পনা করে, তাদের মানসচক্ষে তাঁর এই পেশিবহুল, দৃঢ়চেতা, যোদ্ধারূপটি পরিস্ফুট হয় কি না তিনি জানেন না। তাঁদের যুদ্ধের ফলে মল্লক্ষেত্রের সীমাসূচক অঙ্গাররেখাটি মৃত্তিকায় আবৃত, স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। জাম্ববানকে সবলে সেই অঙ্গাররেখার বাইরে নিক্ষেপ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল নির্ণয় হয়ে গেল এই মল্লযুদ্ধের।

চতুর্দিকের হর্ষোল্লাস ধ্বনিতে স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল নিমেষেই। তাঁর বিজয় লাভে ঋক্ষকুল আনন্দিত! বাসুদেব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালের দর্শকদের দিকে। তিনি এই উল্লাসের কল্পনাও করেননি। ভূমিতে পতিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে জাম্ববান বাসুদেবের সম্মুখে এসে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। 'চমৎকার! চমৎকার যোদ্ধা তুমি কৃষ্ণ! স্যমন্তক তোমায় উপহার দিলাম। সেই সঙ্গে দিলাম ঋক্ষকুলের আত্মীয়তার বন্ধন।' বাসুদেবকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করলেন জাম্ববান।

এক লাবণ্যময়ী অরণ্যজাতিকা বাসুদেবের সমীপে আসে। ক্ষীণ কটি, উন্নত স্তন, আড়ম্বড়হীন সজ্জা, দৃষ্টিতে আড়ষ্টতার লেশমাত্র নেই। কিশোরীটির সর্বাঙ্গে অরণ্যের সমস্ত শ্যামলিমা তরঙ্গায়িত। মেয়েটির হাতে নারিকেলের পানপাত্রে

কপিলবর্ণের পানীয়। 'এই আমার কন্যা জাম্ববতী। আর এই হল ঋক্ষকুলের মহৌষধি। এই পানীয়টুকু পান করো, বাসুদেব। শল্লকী, হরীতকী, জম্বু ও অর্জুনত্বচের সঙ্গে মধুম্রক্ষণ করে এই পানীয় নির্মিত। দুর্জয় রোগহরণকারী, বলবর্ধক এই পানীয় আমাদের কুলের মিত্রতার নির্ণায়কও বটে! জাম্ববতীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব। তুমি কি ঋক্ষ-উপজাতির কন্যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে প্রস্তুত?' বাসুদেব স্মিত হেসে জাম্ববতীর নিকট হতে পানপাত্র গ্রহণ করেন। 'দেব জাম্ববান, আপনার তথা ঋক্ষকুলের আত্মীয়তা লাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। দেবী জাম্ববতী আমার প্রতি বৈরীভাব পোষণ না করলেই হল!' জাম্ববতীর কিশোরী কপোল, অগ্নিকুণ্ডের নিভে আসা শিখার মতো রক্তিমাভা ধারণ করে।

'কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে, দেব জাম্ববান।' বাসুদেব কৃতাঞ্জলিপুটে জাম্ববানের দিকে তাকালেন। পূর্বের সেই রুদ্ররূপ অপনীত; বাসুদেব এখন সৌম্যকান্তি যুবাপুরুষ। যাঁর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ, শ্রোতার মনে অনাবিত আনন্দের সঞ্চার ঘটায়। 'কয়েকজন নিকটাত্মীয়ের সংবাদ গ্রহণের জন্য আমায় যাত্রা করতে হবে। অনুগ্রহ করে, এই স্থান থেকেই সেই যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়ার অনুমতি দিন। আমি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করব।'



পূর্ণদগ্ধ গৃহটির সম্মুখে এসে অশ্বারোহী বাহন থেকে অবতরণ করলেন। দুর্ঘটনার সময় যত অতিক্রান্ত হতে থাকে, মানুষের কৌতূহলের নিরসনও ঘটে ততই দ্রুত। তিনি অনুমান করেন, যেদিন এই গৃহ অগ্নির আলিঙ্গনে দগ্ধ হতে থাকে, তখন এই স্থান নিশ্চয়ই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল, স্থান ছিল না তিলমাত্রও। এই মুহূর্তে কেবল অত্যুৎসুক কিছু কিশোর বালক ও কর্মহীন যুবাদের ইতস্তত বিচরণ। মূল ভিড়টি সরে গিয়েছে গো-শকটগুলির দিকে। সেখানে দগ্ধাস্থিগুলি শকটের উপর স্তূপীকৃত করে রাখছে বারণাবতেরই কয়েকজন শূদ্র প্রজা। তাদের পশ্চাতে হস্তিনাপুরের কিছু রাজকর্মচারী ও বারণাবতের উচ্চবর্গীয় কয়েকজন পুরুষ

নানাবিধ নির্দেশ দিতে ব্যস্ত। কয়েকজন স্থানীক-কর্মচারী, উৎসুক জনতা ও শকটের মধ্যে বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান। সামান্য বিশৃঙ্খলাতেই নির্বিচারে প্রজাবর্গের পিঠে নেমে সজোরে আসছে তাদের দণ্ড। রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত দণ্ডদাতার লগুড়াঘাত বড়োই প্রবল হয়। অতি সহজে শকতের নিকটবর্তী হওয়া যাবে না!

প্রত্যেকের মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি লক্ষ করলেন অশ্বারোহী। পাণ্ডবদের মৃত্যুতে অনেকেই মর্মাহত। বিমর্ষতার চিহ্ন তাদের মুখে স্পষ্ট, কিন্তু সকলের নয়। হস্তিনাপুরের এক রাজকর্মচারী শকটের বৃষের পশ্চাদভাগে লম্বিত সৌমিতিকাটি থেকে ধূলা নির্মূল করার কাজের তত্ত্বাবধান করছে। তার চোখে-মুখে কোথাও শোকের আভাস পর্যন্ত নেই। তার উষ্ণীষের বহুমূল্য মাণিক্যটির দিকে দৃষ্টি গেল অশ্বারোহীর। সামান্য রাজকর্মচারীর উষ্ণীষে এ-হেন মহার্ঘ রত্নের শোভা— অন্ধকারাচ্ছন্ন উপার্জন ভিন্ন সম্ভব নয়।

অশ্বারোহীর কৃষ্ণগাত্রবর্ণ অন্যান্য শূদ্র কর্মচারীদের ন্যায়, ফলে সেই কর্মযজ্ঞের মাঝে নিজেকে অংশীভূত করতে তাঁর বিন্দুমাত্র সমস্যা হল না। জাম্ববানের নির্দেশে পরিধানের বস্ত্রটিও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে—কার্পাস নির্মিত অতি সাধারণ শুভ্রবর্ণের উত্তরাসঙ্গ ও ধৌতি, একই বস্ত্রের উষ্ণীষ। দ্বারাবতীতে উৎপন্ন দ্বারিকা বস্ত্র ইচ্ছাকৃতভাবেই ত্যাগ করে এসেছেন বাসুদেব। উষ্ণীষে কোনো ময়ূরপুচ্ছও সজ্জিত করেননি। জরাসন্ধের গুপ্তচর জম্বুদ্বীপে সর্বত্রগামী। এই সময়ে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো বাহুবল কিংবা অর্থবল, কোনোটিই তাঁর নেই। বাসুদেব দ্বারকা ত্যাগ করে বারণাবতে উপস্থিত হয়েছেন—এই সংবাদ গুপ্ত থাকাই মঙ্গল।

শিবভবনের অভ্যন্তর থেকে চারজন দাস, বংশ নির্মিত একটি আয়তাকার অস্থায়ী খট্টায় আরও একটি পূর্ণদগ্ধ ব্যক্তির অস্থি বের করে আনছে। বাসুদেব দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে করোটির বাম দিকের বংশের অগ্রভাগ ধারণ করেন। 'এইটি আমি বহন করব। আর, প্রভু তোমায় ওই-ওইদিকে ডাকলেন, গৃহের ভস্মগুলি পরিষ্কার করতে হবে।' অবলীলায় মিথ্যাভাষণে বাসুদেব অভ্যস্ত। এতক্ষণ যে কর্মচারীটি বংশ ধরে রেখেছিল, সে একবার বাসুদেবের দিকে তাকায়। তার ভ্রূ-মধ্য সামান্য কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, 'তুমি কে হে? তোমায় চিনি বলে তো...

'আহা, বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট করিসনে শম্ভু! পিঠে বেত্রাঘাত খাওয়ার বড়ো বাসনা বুঝি? হবে কোনো সদ্য নিযুক্ত দাস। তুই শিগগির যা!' অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কর্মচারীর ভর্ৎসনা শুনে শম্ভু শিবভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

‘এটি কার হতে পারে বলে মনে হয় খুল্লতাত?’ বাসুদেবের পাশের কর্মচারীটি সেই বয়স্ক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে চক্ষু নাচায়।

‘একটি কক্ষ থেকে দেবী কুন্তী সহ পঞ্চ পাণ্ডবদের অস্থি উদ্ধার করলাম। এইটি অন্য কক্ষে একাকী পড়েছিল। তাহলে কার আবার, গৃহে তো মন্ত্রীবর পুরোচন ভিন্ন আর কেউ ছিল না! সে শ্যালকই হবে!’

‘কী অকস্মাৎ মৃত্যু কল্পনা করো! কেউ কি ভেবেছিল, এমন প্রমোদভ্রমণে এসে পঞ্চ-পাণ্ডবের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হবে!’ বয়স্ক ব্যক্তির পাশের নবযুবাটি, আপন রসিকতায় শুভ্র দশন পংক্তি বের করে নিজেই হো হো রবে হেসে উঠল। বাক্যালাপ, রসোক্তির সঙ্গেই চারজনে শকটের নিকটবর্তী হয়। পুরোচনের অস্থিগুলির জন্য ভিন্ন একটি শকটের আয়োজন। সেখানে অস্থি রেখে, তিনজনে পুনরায় শিবভবনে প্রবেশ করে।

বাসুদেব ব্যস্ততার অছিলায় ত্বরিতগতিতে অন্য শকটের দিকে এগিয়ে গেলেন। শকটের প্রশস্ত গর্ভে কয়েকটি কালিমালিপ্ত দগ্ধ মানবাস্থি। বিভিন্ন আকৃতি সেই অস্থিগুলির। তিনটি শকটে মোট পাঁচটি পূর্ণাবয়ব দেহাস্থি। পাণ্ডবদের কখনও চাক্ষুষ দেখেননি বাসুদেব। অক্রূর ও গূঢ়পুরুষদের নিকট থেকেই যা সংবাদ পেয়েছিলেন, তাতে তাঁদের দেহ বিবরণ শুনে প্রত্যেককে কল্পনা করা দুঃসাধ্য ছিল না।

বাসুদেবের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। মাতা কুন্তী সহ পাণ্ডবদের দেহাস্থিই যদি হবে, তাহলে ভীমসেনের দগ্ধাবশেষ কোনটি? বৃকোদরের দেহকাণ্ড বিশাল শালতরুর ন্যায় দীর্ঘ ও প্রশস্ত। এখানে তো কোনোটিই সেই আকৃতির নয়! নারীদেহটিও অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি ছিল বলেই বোধ হয়। বাসুদেবের ললাটে কুঞ্চনরেখা এখন আরও গাঢ়। যদি সত্যই তাঁর অনুমান অভ্রান্ত হয়, তাহলে...!

শকটগুলির নিকটে থেকে সরে গিয়ে পুনরায় গৃহের ভিতরে প্রবেশ করলেন বাসুদেব। তীক্ষ্ণনেত্রে অনুসন্ধান করে চলেছেন ভগ্নস্তূপের মধ্যে। প্রতিটি কক্ষের অবশিষ্ট গাত্র, ভূমি, ছাদ, পর্যবেক্ষণ করেন বিশেষ কিছুর আশায়। কালিমালিপ্ত প্রাচীর-গাত্র, ভস্মাচ্ছাদিত ভূমির উপরে পাণ্ডবদের ব্যবহৃত সামগ্রীর ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ।

‘আশ্চর্য!’ অন্যমনস্কভাবেই তাঁর মুখ থেকে শব্দ নির্গত হল। পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে করতে একটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন। এখানের চিত্রও

অনুরূপ—কালিমা ও ভস্ম! কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্তই হতে যাচ্ছিলেন; সহসা, ভূমির দিকে তাকিয়েই তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়।

এই ভূমির কিছুটা অংশ অপেক্ষাকৃত নবীন। যেন শোধন-সংস্কার কর্ম হয়েছে সম্প্রতি। বাসুদেবের ষষ্ঠেন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে ওঠে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে সজাগ। রাজকর্মচারীগণ ইতস্তত ভবন সংস্কারের কর্মে লিপ্ত, তাঁর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কেউ নেই। এক পার্শ্বে শায়িত একটি খনিত্র তুলে নিলেন হাতে, ভূমির এই অংশটুকু সর্বশক্তি দিয়ে ভেঙে ফেলতে হবে!

বিশেষ আয়াস করতে হল না। অবলীলায় খনিত্রটি ধারক-দণ্ড পর্যন্ত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যায়। বাসুদেবের মুখের হাসি প্রশস্ত হল। তাহলে তাঁর অনুমান নিছক মিথ্যা নয়! ভূমিতে মৃত্তিকা, গোময় ও আনুষঙ্গিক পদার্থের ন্যূনতম প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র; তারপরেই বালুকা দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই বালুকারাশি আবার সিক্ত! অর্থাৎ, এই স্থানটি সম্প্রতি পূর্ণ করা হয়েছে।

বাসুদেবের মুখে হাস্যরেখা উজ্জ্বল হল। একটি গোপন সুরঙ্গের মুখ তিনি এইমাত্র আবিষ্কার করেছেন। শ্বাস চেপে ঊর্ধ্বাকাশে তাকালেন বাসুদেব। তাঁর মুখে এখন এক কৌতুক খেলা করছে। বিষয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এখনই একটি গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে—বারণাবতের খনকপল্লি।

দিবাভাগের এই সময়ে, খনকপল্লির পুরুষরা গৃহে অবস্থান করে না। সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পল্লি। নিরুপদ্রব, শান্ত, শিশু-কোলাহলে প্রাণচঞ্চল।

পল্লির একটি মহানিম বৃক্ষতল। সেখানে অনুচ্চ মৃৎকুট্টিমের উপরে বসে, বৃদ্ধা জটাকেশী পল্লির সকলকে কটুবাক্যে শাপশাপান্ত করতে ব্যস্ত। তার নিত্যদিনের যাপন এই অভিসম্পাদ দান। পূর্বাকাশ অন্ধকার থাকতেই সে শয্যা ত্যাগ করে। অতঃপর নিজ গৃহের পুত্র, পুত্রবধূ, মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে অগণন দুর্বাক্য উচ্চারণের পরে, যখন সে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করে, তখন এই মৃৎকুট্টিমের উপরে এসে বসে।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় তার পুত্রবধূ গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তার পূর্বাবধি এই কুট্টিমই তার স্বর্গ। এই পথ দিয়ে গমনাগমন করা প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সে অপভাষায় অতিষ্ঠ করে তোলে।

আর রয়েছে পল্লিবাসী দুষ্ট বালকের দল। তারাও বৃদ্ধার স্বভাবের সঙ্গে সম্যক

পরিচিত। নিছক কৌতুক লাভের আশাতেই তারা জটাকেশীকে উত্ত্যক্ত করে। তার জটায় টান দেয় অশ্রাব্য শোনার আনন্দে। কিন্তু আজ রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর। বালকেরা পল্লি নিকটস্থ জলাশয়ে স্নানাদি জলক্রীড়ায় মত্ত।

জটাকেশীর জটা উকুনে পরিপূর্ণ। সে দুই অঙ্গুলি দ্বারা একটি-একটি উকুন আকর্ষণ করে আনে, নখের চাপে তাদের সশব্দে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে আপনমনেই অনুচ্চ কণ্ঠে বিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'কুলাঙ্গারের দল! নিশ্চয়ই আমায় উত্ত্যক্ত করবে বলে গোপন কোনো অভিসন্ধি করছে! হতচ্ছাড়া, বংশের কালিমা সব! জটাবুড়িকে উত্ত্যক্ত না করলে তোদের অন্ন পরিপাক হয় না? যমের দ্বারে যা! মর! মর! অম্লশূলের ব্যারাম হোক! থুঃ!' এক-গুচ্ছ শ্লেষ্মা ভূমিতে নিক্ষেপ করল জটাকেশী।

অতিদূরে কার যেন আগমনের আভাস পাওয়া যায়! করতল চোখের উপর রেখে, অতি কষ্টে দূরের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে। কোনো পথিক এই পথেই আসছে। আজ তার দিন তাহলে বৃথা যাবে না! জটাকেশীর অপরিচ্ছন্ন দন্তগুলি একবার বিকশিত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তার কটুবাক্যস্রোত অর্গল মুক্ত হল, 'আবার কে আসে? এই বাট দিয়েই আসতে হবে? শমন দুয়ারে যাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই এদের! আবার অশ্বের খুরের শব্দ! অশ্বের বিষ্ঠায় বাট অপরিচ্ছন্ন হবে! উপদ্রব যত!'

অশ্বারোহী এসে মৃৎকুট্টিমের নিকটেই অশ্ব স্থির করায়। 'অমন তাকিয়ে হাসার কী হল? আমায় উন্মাদ পেয়েছ, নাকি নিজেই উন্মাদ? দূর হও! দূর হও!' মক্ষিকা বিতারণের ভঙ্গিমায় হস্ত চালনা করে জটাকেশী। কিন্তু এই অশ্বারোহী তো ভারী বর্বর! এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করল অশ্বারোহীকে দূর করার চেষ্টায়। কিন্তু সে ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকে।

'ও কী! আমার নিকটে আসবে না ম্লেচ্ছ! আমরা সদবংশীয় খনক! স্পর্শ থেকে দূরে থাকো! ছি ছি! ব্রহ্মাণ্ড নরকে পতিত হল। বিদেশি যুবক, হাতে-পায়ে ধুলো-কাদা; নাম-গোত্র-পরিচয় দানের শিক্ষা নেই! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই মাটির উপরেই বসো! ভিক্ষা চাইবে না, আমার কাছে মুদ্রা-অন্ন কিছুই নেই! মরতে চাইলে অন্যত্র গিয়ে মরো!'

'মরতে কেন চাইব মাতা? এই মহানিমের সঙ্গে আপনার ছায়ার শীতলতায় দু'দণ্ড বসে ক্লান্তি দূর করতে চাই। বহুদিন আপনার ন্যায় মহামানবীর পায়ের নিকটে বসার সৌভাগ্য লাভ করিনি কি না!' পথিকের কণ্ঠস্বর নাকি নব বর্ষার

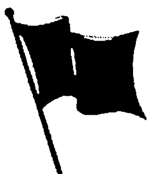
বারিধারা! তার কথার মাধুরীতে তিক্তবিরক্ত হয়ে ওঠে জটাকেশী বুড়ি। 'মরণ! মহামানবী না ছাই! সেদিন উপজের গৃহের দ্বার অবধি যেতে না যেতেই তার দ্বিতীয় স্ত্রী আমায় বিতাড়িত করে দিল! সদ্য প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে কি না! জগৎকে মৃৎপাত্রবৎ মনে করছে! সব ভস্ম হবে! সব ভস্ম হবে! সংসার, স্বামী, সন্তানের জীবন খাবি রাক্ষসী! পথের ভিখারি হবি!' জটাকেশী পুনরায় দুলতে দুলতে অপশব্দের বন্যা প্রবাহিত করে।

'সদ্য ধনাগম! উপজ খনক বুঝি গুপ্তধন লাভ করেছে?' পথিকের সংকীর্ণ হয়ে আসা চোখের দিকে তাকায় না জটাকেশী, আপনমনেই অনর্গল কথা বলে চলে। নইলে সে দেখত, পথিক তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার দুই চোখের তীব্র অনুসন্ধিৎসা।

'গুপ্তধন-টন নয়, কে এক দূর দেশ থেকে আদেশ পাঠিয়েছিল, পরিখা খনন করতে হবে। কল্পনা করতে পারো, সামান্য পরিখা খনন করবে, তার জন্য এত এত স্বর্ণমুদ্রা? আশ্চর্য! কই আমার পুত্রকে কখনও কেউ দান করে না! ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরবে এরা। উপজের দ্বিতীয় পক্ষটিকে দেখলে তোমার মাথা ঘূর্ণিত হবে। সামান্য খনকের স্ত্রী হয়ে, কটিবন্ধে সুবর্ণ-মধ্যবীণা ধারণ করেছে সে বেশ্যা!' জটাকেশীর দুই সৃক্কণীতে নিষ্ঠীবন জমে উঠছে।

পথিকের আর দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। সে অশ্বে আরোহণ করে, 'মাতা, গৃহে যাও। তপ্ত রৌদ্রে শরীরের অবনতি ঘটবে।' জটাবুড়ি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল, 'তোর শরীরের অবনতি হোক রে পামর! আমার দিকে দৃষ্টি দিতে আসিস, অভিশাপ দেব এক্ষুনি, নির্বংশ হবি!'

'যাদব বাসুদেব এমন কত শত অভিসম্পাত মস্তকে ধারণ করেছে, আগামীতেও করবে!' অশ্বারোহী মৃদু হেসে, সম্মুখভাগে এগিয়ে যায়। তার শেষোক্ত বাক্যটির মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে, জটাকেশী পুনরায় আপন মনে শাপশাপান্ত আরম্ভ করে।



'কী অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দান করে এসেছেন, এ বিষয়ে আপনার বিন্দুমাত্র বোধ রয়েছে মাতা?' মাতৃভক্ত যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বরটিও ব্যর্থ ক্রোধে অঙ্গারবৎ উত্তপ্ত। 'কী অনায়াসে আপনি ওই ব্রাহ্মণকে কথা দিলেন, নিজের পুত্রকে মৃত্যুর দ্বারে পাঠাবেন। বোধ-বুদ্ধি কি সত্যই বিসর্জন দিয়েছেন?' কক্ষস্থ প্রতিটি বস্তু যুধিষ্ঠিরের চাপা গর্জনে কেঁপে উঠল যেন।

'ধর্মপুত্র! জিহ্বা সংবরণ করো! বিস্মৃত হোয়ো না তুমি কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বার্তালাপ করছ!' বহুক্ষণ নম্রকণ্ঠে কথা বলে দেবী কুন্তী উপলব্ধি করেছেন, এইবার যুধিষ্ঠিরকে সংযত করার সময় আগত। 'কুরুকুলুবতংস পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ স্ত্রী, ভোজরাজ কন্যা পৃথার সঙ্গে কেউ এত উচ্চকণ্ঠে আজ পর্যন্ত বাক্যালাপ করেনি, সে তার নিজের সন্তানই হোক না কেন!' তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠলেও সেখানে ক্রোধের লেশমাত্র নেই। কুন্তী জানেন, কোথায় কতটুকু অভিব্যক্তি প্রকাশ প্রয়োজন।

কুন্তী একটি অলাবু আকর্ষণ করে, সুতীক্ষ্ণ ধাতব অস্ত্র দ্বারা সেগুলিকে সমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাপে কর্তন করতে লাগলেন। তাঁর দ্রুত হস্ত সঞ্চালন দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মায় না তিনি রাজ দুহিতা, রাজ কুলবধূ। বিগত কয়েক বর্ষ হিমালয়ের ক্রোড়ে বিভিন্ন তপোবনে বসবাসের সময়, আশ্রমের সেবা থেকে নিত্যকর্ম— সকলই স্বহস্তে সম্পন্ন করতেন।

পর্ণকুটিরের রন্ধনশালায়, কুন্তীর সম্মুখে যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট। তাঁর পার্শ্ববর্তী স্থানে, ভীমসেন, আহ্লাদিত মুখে একটি বিশালাকার পাত্রে ভর্জিত চণক চর্বণে ব্যস্ত। ভ্রাতা ও মাতার কথোপকথনে তাঁর সামান্যতম উৎসাহ নেই। মাতার কথার উল্লঙ্ঘন তিনি কখনও করেননি, আবার ভ্রাতার আদেশ অমান্য করাও প্রশ্নাতীত। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে তর্কের সমাপ্তির অপেক্ষায় আছেন। মাঝেমধ্যে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে, এক মুষ্টি চণক মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করছেন। প্রবল চর্বণ শব্দে যুধিষ্ঠির-কুন্তীর কণ্ঠস্বর আচ্ছাদিত হওয়ার উপক্রম।

'যাঁরা তোমার বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছেন, তোমার ইতিবৃত্তান্ত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করেননি। বিনা বাক্যব্যয়ে, 'দূরদেশাগত নিঃসহায় ব্রাহ্মণ' পরিচয়টুকুই সানন্দে গৃহীত হয়েছে। নিজেদের পর্ণকুটিরটি আমাদের বাস নিমিত্তে দান করেছেন, তাঁদের উপকার ফিরিয়ে দেওয়ার যে দৈব সুযোগ পেয়েছ, তা অনায়াসে ত্যাগ করবে?

একদিকে দিন-রাত্রিব্যাপী ব্রাহ্মণবর্গের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ, অপরদিকে জটা-বল্কল ধারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে থাকতে থাকতে কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হচ্ছ পুত্র? শরণার্থীকে আশ্রয় দান, বিপদগ্রস্ত মানুষকে রক্ষা করাই তোমাদের ধর্ম হওয়া উচিত!' এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন কুন্তী।

সেই নিষাদ রমণীর উন্মীলিত চক্ষুদুটি, উফফ! এখনও সেই দৃশ্য তাঁর সুখ-নিদ্রায় এসে হিংস্র নখরাঘাত করে। তারাও তো আমন্ত্রিত ছিল, আশ্রয় নিয়েছিল সেই গৃহে! না! না! তিনি প্রবলভাবে শির চালনা করলেন। এই চিন্তাটিকে দূর করতেই হবে; নতুবা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবেন যে! আপাতদৃষ্টিতে নির্মম বহু কার্যই তিনি সম্পন্ন করেছেন নির্দ্বিধায়, তবু কেন যে এই দৃশ্য বার বার তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে! সমস্ত কিছু অতিক্রম করে, কুন্তীর মাতৃসত্তাই কি প্রবল হয়ে উঠছে! যদি তাও হয়, তবু তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা শুনবেন না। ভীমকে পশ্চাদপসরণ করতে বলবেন না কিছুতেই।

'আমার বক্তব্যকে অন্যায়ভাবে বিচার করবেন না মাতা।' মায়ের সম্মুখে রাখা একগুচ্ছ পুনর্নবা-পত্র অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করেন যুধিষ্ঠির। 'ভীমসেন আমাদের দশটি দুর্বল বাহু একমাত্র শক্তি! তার ভুজবলের উপর নির্ভর করে আমি কুরুরাজ্য শাসন করব, এই স্বপ্ন কি আপনিই আমার দুই নয়নে বপন করেননি, বলুন? এখন সেই ভ্রাতার নিরাপত্তা নিয়ে আমি যদি চিন্তিত হই, তাহলে সেটিকে অন্যায় বলে প্রতিপন্ন করবেন?' তাঁর কণ্ঠস্বর পুনরায় নম্র হয়ে আসে।

'পুত্র, সেই ব্রাহ্মণের সজল নয়ন, ব্রাহ্মণীর আকুলতা, তাদের পুত্র-কন্যাদের অশ্রু আমার মাতৃহৃদয় সহ্য করতে পারছে না। তুমি অযথা দুশ্চিন্তা করছ। ভীমসেনের বাহুবলের উপর আমার প্রবল আস্থা।' মাতা কুন্তী স্নেহভরে ভীমসেনের কেশবিরল মস্তকে করতল চালনা করেন। পবন গোষ্ঠী প্রধানের কেশহীনতার বৈশিষ্ট্যটি ভীমসেন লাভ করেছেন। তাঁর সমগ্র দেহে কোথাও একটিও রোম নেই।

'কিছুদিন পূর্বেই সেই বর্বর উপজাতির প্রধান পুরুষ হিড়িম্বকে সে বধ করেছে, তার আয়তন মনে আছে নিশ্চয়ই? অথচ ভীমসেনের শরীরে গুরুতর কোনো আঘাতের চিহ্নমাত্র ছিল না! সেই মুহূর্তে বরং আমি নিজেই সন্ত্রস্ত ছিলাম—প্রতিটি স্থানে, যেখানেই আমরা অবস্থান করছি, ভীমসেন যদি এইভাবে নিজের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন আরম্ভ করে, তাহলে অনতিবিলম্বে লোকমুখে সে কথা প্রচারিত হয়ে পড়বে। আমাদের ছদ্মবেশ আর গোপন থাকবে না। দুর্যোধনের ব্যক্তিগত চর, কুরুরাজ্যের নিযুক্ত গুপ্তচরকে এভাবে কতদিন প্রবঞ্চনা করতে পারব। সে কথা কল্পনা করলে আজও আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে। কিন্তু, বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের সর্বোত্তম ধর্ম।' দেবী কুন্তীর মুখে স্নেহার্দ্র হাসি ফুটে উঠল।

যুধিষ্ঠির কখনোই আপন বক্তব্যকে অন্যের মধ্যে দৃঢ়-প্রোথিত করতে পারেন না। গোপনে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি, 'আপনি যা উচিত বোধ করেন, মাতা! কিন্তু যেন সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।'

'সে বিষয়ে আমি পূর্বে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেই ব্রাহ্মণ স্পষ্টই বুঝেছেন কেন আমার এই প্রবল গোপনীয়তা অবলম্বন। নিজ পুত্রের পরিবর্তে, আশ্রিতের পুত্রকে রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছেন—এ-কথা গ্রামবাসীর কর্ণগোচর হলে, ব্রাহ্মণের পরিবারকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা হবে।'

'আর?' যুধিষ্ঠির উৎসুক নেত্রে মাতার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমার পুত্র বকরাক্ষসকে হত্যা করেছে, এ-কথা গোপন রেখে, তিনি যেন চতুর্দিকে প্রচারিত করেন, কোনো এক দৈব-প্রেরিত মহাবলশালী যক্ষই বকরাক্ষসের মৃত্যুর কারণ।'

'তবে তাই হোক!' যুধিষ্ঠির উঠে দাঁড়ালেন। এই গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি তত্ত্বালোচনার সভায় গমন করেন। আজও তেমনই একটি আলোচনা রয়েছে।

'পুত্র ভীমসেন,' মায়ের আহ্বানে ভীমসেন মুখ তোলেন। তাঁর মুখে আস্ফালনপূর্ণ হাসি। বিতর্ক সমাপ্ত হয়েছে, তার ফলও এইমাত্র ঘোষিত হল। আগামীকাল বেশ ক্ষমতা প্রদর্শন করা যাবে! এই কর্মটি ভীমসেনের বিশেষ প্রিয়। হত্যা, শোণিতধারা, অস্থিচূর্ণের শব্দ, আক্রমণ রব, আর্তনাদ—ভীমসেনের চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কাল তুমি আহার্য দ্রব্যাদি নিয়ে বকরাক্ষসের নিবাসের দিকে যাত্রা করবে। প্রত্যাবর্তনমাত্র সবার প্রথমে আমার কাছে এসো। তার মৃত্যু সংবাদ যেন সকলের

পূর্বে আমি পাই। আমায় যেন হতাশ কোরো না, পুত্র!'



হস্তিনাপুর থেকে পাঞ্চালের পথ অতি দীর্ঘ নয়। এই দুই স্থানের মধ্যে যে সমস্ত গ্রামাঞ্চল, কসবা, নগরী, উপনগরী পড়ে, সেই প্রত্যেকটি স্থানে নিত্যনতুন মানুষের যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই পথটি আর্যাবর্তের প্রথম শ্রেণির স্থলদেশীয় বাণিজ্যপথ নয়, যে এই যাতায়াত নিত্যকার। বরং যে আসন্ন ঘটনাটি সমগ্র আর্যাবর্তকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছে, এটি তারই ফলশ্রুতি।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাঁর অগ্নিসম্ভূতা কন্যার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিগণ সেই স্বয়ম্বরে অংশ গ্রহণ করবেন। চতুর্দিকে তাই হুলুস্থূল অবস্থা। গণিকা থেকে শুরু করে বস্ত্র ব্যবসায়ী, কর্মকার থেকে চর্মকার, সূত্রধর, মালিনী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ভিক্ষুক—কারা যাতায়াত করছে না এই পথে! প্রত্যেকের অন্তরে একই প্রত্যাশা। যদি স্বয়ম্বর সভার কোনো কর্মে নিযুক্ত হওয়া যায়! যদি ইত্যবসরে কয়েকটি কড়ি উপার্জন সম্ভব হয়! পথের দুই পার্শ্বস্থ বৃক্ষদের মাথা মানবপদরেণুতে ধূলিধূসরিত। পথের ধূলা বর্ণাশ্রম বোঝে না, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করে না সরোবরের জলও। ক্রমাগত স্নান ও জলপানের কারণে সরোবরের জলে তরঙ্গ আর স্থির হচ্ছে না। পথগুলি অশ্ব, ঋষভ, ছাগের বিষ্ঠায় ক্লেদপূর্ণ। যে স্থানে মানুষের যত বেশি আধিক্য, সেই স্থান তত বেশি অপরিচ্ছন্ন।

'স্বয়ম্বর সভা না ছাই! তার চেয়ে বলো অসাধ্য কর্ম।' শকটের পশ্চাতে দধির কলস নিয়ে চলেছে অনুগত। শুকদেবের কাঁধের যন্ত্রণা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিগত সাত দিন যাবৎ সে নিরলস দধি-নবনী মন্থন করে গিয়েছে। পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরসভায় মাননীয় অতিথিবর্গের সেবার নিমিত্তে প্রভূত পরিমাণে দুগ্ধ-দধি-নবনীর প্রয়োজন। যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন আদেশ দিয়েছেন, সকল গ্রাম ও নগরবাসী গোপেরাই যেন আপন আপন সাধ্যানুযায়ী এই সমস্ত উপকরণের সরবরাহ দিয়ে যায়। যুবরাজ সকলকে তাদের প্রাপ্যের অধিক কাঞ্চন মূল্য দান করবেন।

সে নিজের কলসটিকে শকটের মধ্যে স্থাপন করল। তারপর অনুগতের হাত থেকে কলসটি তুলে রেখে দেয় নিজেরটি পাশে। 'আমাদের জন্য অসাধ্য হতে পারে, কিন্তু ভেবে দেখো মিত্র, অঙ্গরাজ কর্ণ কিংবা কুরুকুলমণি দুর্যোধনের পক্ষে এ তো জলের ন্যায় সহজ। ওদিকে শিশুপালের মতো বীর যোদ্ধাও রয়েছেন। আর, বাবা রে,' কোনো অভূতপূর্ব দৃশ্য কল্পনা করে শুকদেব শিহরিত হয়ে ওঠে, 'মগধরাজ জরাসন্ধকে ভুললে চলবে? সেই লোক যদি একবার ধনুক হাতে নেয়, স্বয়ম্বর সভা তো তাহলে সেখানেই সমাপ্ত!

'তাই না বটে, তার বিরোধিতা করবে কে? সোজা কারাগারে পুরে দেবে না! আজ অবধি কতজনকে বন্দি বানিয়েছে শুনেছ তো? হাজার হাজার ভায়া, হাজার হাজার!' করতল দিয়ে গ্রীবায় জমে ওঠা স্বেদ মুছে নিল অনুগত।

এক অগভীর নীপবনের মধ্যে দিয়ে শকট চলেছে। শকটবাহককে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে, অনুগত নিজেও একটি প্রশস্ত কাণ্ডের বৃক্ষের নীচে বসে পড়ে। পাঞ্চালে রাজ্যের সীমায় পৌঁছতে আজ সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। স্বেদসিক্ত দেহ মলিন উত্তরীয় দিয়ে মার্জনা করতে থাকে দুজনেই। কদম্ব পুষ্পের সুগন্ধে বাতাস ভারী। দুই চক্ষু স্বতই নিমীলিত হয়ে আসে। শুকদেব নিজের পোট্টলী থেকে দুইখানি উৎকৃষ্টমানের রম্ভা, একখণ্ড নববার্তা ও চিপিটক বের করে। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী বয়সে বালিকা হলেও, স্বামীর স্বাস্থ্যের দিকে তার শ্যেনদৃষ্টি। গৌড়দেশের গুড় যে শুকদেবের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্যবস্তু, তা সে বিস্মৃত হয়নি। অন্যমনস্কভাবেই শুকদেবের মুখের হাসি বিস্তীর্ণ হল।

'আপনাদের সব কথাই আধিক্য দোষে দুষ্ট, প্রিয়বর! হাজার কোথায়, এখনও শত নৃপতিই বন্দি করতে পারেননি মহারাজ জরাসন্ধ।' আচম্বিত নারী কণ্ঠে দুজনেই শিহরিত হয়ে ওঠে।

শুকদেব ও অনুগত যে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, সেখানে এক রমণী এসে বসেছে। ঠিক তাদের মধ্যভাগে, দেহ সংলগ্ন হয়ে। লাস্যময়ী নারীর সর্বাঙ্গে মদগর্বী যৌবন। তা আবৃত রাখার কোনো প্রচেষ্টাই নারীটির নেই। স্বচ্ছ চীনাংশুকের বক্ষবন্ধনীর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ উত্তরীয়। লোহিত বর্ণের অধোবাসের ভিতর হতে নারী শরীর স্পষ্টই প্রতীয়মান। আজানুলম্বিত দীর্ঘ বেণী। পুষ্পসজ্জাগুলি দেহ তাপে মলিন, বিধ্বস্ত।

শুকদেব তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সদ্য কণ্ঠে জল ঢেলেছিল, সেটিকে গলাধঃকরণ

করার পূর্বেই তার কাশি আরম্ভ হল। স্বয়ম্বরসভায় যে সমস্ত গণিকারা চলেছে, বলাইবাহুল্য, এই নারী তাদেরই একজন। শুকদেব সামান্য কুণ্ঠিত হয়ে সরে যায়। সেই নারীও সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থা বদলে, শুকদেবের নিকটবর্তী হল। শুকদেব তার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করতে পারে।

'আমার মনে হয়,' অনুমতির অপেক্ষা করে না সেই নারী। শুকদেবের উন্মুক্ত পুঁটুলি থেকে, এক খণ্ড নবাত তুলে নেয়, 'পাণ্ডবরা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তৃতীয় পাণ্ডব বিনা শ্রমেই রাজকন্যাকে লাভ করতেন। কিন্তু হায়,' তার দীর্ঘ নয়নের হতাশ দৃষ্টি ঊর্ধ্বাকাশে স্থাপিত হল। 'বারণাবতের সেই অগ্নিকাণ্ডে যে তাঁরা মাতা কুন্তী সহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরেছেন,' ক্রমান্বয়ে অনুগত ও শুকদেবের দিকে কটাক্ষ হানে সেই নারী। 'কী প্রাজ্ঞই না ছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! আহা, কী বলশালীই না ছিলেন মধ্যম পাণ্ডব! কোনো ব্রাহ্মণ, বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আজ পর্যন্ত তেমন শক্তি আমি দেখিনি। কী প্রবল তাঁর নিষ্পেষণ!' যেন খুবই অন্যমনস্ক, এমনভাবে নিজের বামস্তনে হাত রাখে সেই গণিকা।

'ক্ষমতার কথা বলছ, ললনা? ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তেমন বলশালী পুরুষ আছে বইকি! আমি স্বচক্ষে দেখেছি।' অনুগত সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলে। ক্ষণকাল পূর্বের চিত্তবৈকল্য এখন অনেকখানি প্রশমিত। এখন বরং তাকে ঈষৎ উত্তেজিত দেখায়, 'আমাদের গ্রামে সদ্য আসা সেই ব্রাহ্মণ পুরুষটিকে যদি তুমি দেখতে, তাহলে এমন কথা আর বলার সাহস পেতে না।'

গণিকা এইবার অনুগতের শরীরের নিকটে গিয়ে বসে। তার শরীরে মাদক সুগন্ধ। বিস্ময়ে ভ্রূ উত্থিত হল তার, 'বটে? কীরকম শুনি? সে বুঝি এক হাতেই বিশালকায় প্রস্তর তুলে নিক্ষেপ করতে পারে? তার বুঝি পার্বত্য উপজাতিদের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর?' তার বিদ্রূপবাণে অনুগত আহত হল।

'যতই অবজ্ঞা ভরে এই কথাগুলি বলো, কিন্তু তা সর্বৈব সত্য। বৈশাখের প্রবল ঝঞ্ঝায়, আমাদের গ্রামের বটবৃক্ষটি উৎপাটিত হয়ে যায়। গ্রামের একটিমাত্র যে পথ, সেটি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কে মুক্তি দিল আমাদের? সেই ব্রাহ্মণ তনয়ই তো! একা হাতে তা পথ থেকে সরিয়ে দিলেন। কী অনায়াস তাঁর ভঙ্গিমা! শরীরে স্বেদবিন্দু অবধি দেখা যায়নি। কী শুকদেব, এক বর্ণ মিথ্যা বলছি?' সমর্থন লাভের আশায় সে শুকদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

'এবং তার শরীরও গজরাজের তুল্য। অথচ তার অন্যান্য ভাইগুলির শরীর

তেমন নয়। তার কনিষ্ঠ ভাইদুটিকে তো শীর্ণই বলা চলে। ধন্য সেই মায়ের ক্ষমতা, এই দানবাকৃতি সন্তানটিকে জন্ম দিয়েছিলেন।'

'অর্থাৎ, এই ব্রাহ্মণেরা তিন ভাই? তাদের মা বুঝি মৃত?' মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করে গণিকা।

'আরে কেন অকারণ জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করছ? যদিও তাঁর পরমায়ু তাতে বৃদ্ধিই পাবে। বড়ো কোমলস্বভাবা সেই ব্রাহ্মণী। আসলে, তাঁর পাঁচ পুত্রও তেমনই। কথায় কথায় উপবীত ধারণ করে ব্রহ্মশাপ দেন না। বরং আমাদের সকলের দুঃখ দুর্দশায় সংবাদ রাখেন। কুশলবার্তা জানতে চান।' তিনজনের বিশ্রম্ভালাপ বিস্তৃত হতে থাকে।

'অনুগত, এই কামিনীকে সেই নৌকার ঘটনাটি বলো। শুনলে তোমার বিস্ময়ের সীমা থাকবে না সুন্দরী!'

'এই বর্ষার কথা, ধীবর জালক তার পুত্রকে নিয়ে মৎস্য শিকারে গিয়েছিল। নদীবক্ষে তাদের নৌকা উলটে যায়। সে সাঁতার জানলেও, পুত্রটি নেহাতই শিশু, সে জানত না। জালক উদভ্রান্তের ন্যায় নদীর বুকে তার ছেলে খুঁজছে। এদিকে, তখন সেই ব্রাহ্মণ সেখানে তর্পণ করতে গিয়েছিলেন। কালক্ষেপ না করে তিনি নদীর গহিনে ডুব দিয়ে জালকের অচেতন পুত্রকে উদ্ধার করে আনেন। একাই জালকের নৌকা তীরেও স্থাপন করেন। জালক স্বীকার করেছিল, যতক্ষণ তিনি নদীবক্ষে ডুব দিয়েছিলেন, তা অতি দক্ষ ধীবরদের পক্ষেও অসম্ভব! শুধু কি তাই, হিড়িম্ব নামে সেই যে অরণ্যচারী উপজাতির প্রধানটি ছিল না? জনশ্রুতি বলে, তাকেও নাকি তিনিই...

'তোমাদের বুঝি যাত্রা এখানেই সমাপ্ত? পাঞ্চালদেশ কি পদব্রজে এখানে এসে উপস্থিত হবে? ওঠো, ওঠো, এখনও কয়েক ক্রোশ যেতে হবে। তোমাদের জন্য আমার বিলম্ব হয়ে গেল। উফফ, পুরো শরীরে কী ক্লেদ, যাত্রার পূর্বে নদীতে স্নান সেরে নিই বরং!' গণিকার কণ্ঠের অকস্মাৎ ঝঙ্কারে দুই গোপ হতবাক। এই নারীর আচরণ সহসা পরিবর্তিত কেন হল!

কথোপকথন অর্ধসমাপ্ত রেখেই গণিকা গাত্রোত্থান করে। আচমকা এভাবে তাদের আলাপ বন্ধ হয়ে যাবে তারা বোধ করি চিন্তাও করেনি। অন্তরে সূক্ষ্ম আশা ছিল, হয়তো এই পথটুকু তাদের সঙ্গ দেবে এই গণিকা। কিন্তু বৃথাই কামনা! গণিকাটি গুরু নিতম্ব আন্দোলিত করে, নদীর দিকে রওনা দিল। তার গজেন্দ্র-

গমন দেখতে দেখতে চৈতন্য হয়, চিপিটক সিক্ত অবধি করতে তারা বিস্মৃত হয়েছে।

সেই কদম্ববন থেকে সামান্য অভ্যন্তরভাগে গেলে একটি শীর্ণ নদীর ধারা। কুশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল দ্বারা বালুকাময় নদীতীরটি আচ্ছন্ন। প্রধান পথ ত্যাগ করে, এই প্রান্তে সচরাচর কেউ উপস্থিত হবে না জেনে এই স্থানটিকেই সাক্ষাৎ করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন পুরুষটি। তাঁর পরিধানের সঙ্গে আর পঞ্চজন বণিকের পোশাকের কোনো পার্থক্য নেই। উষ্ণীষের ময়ূরপুচ্ছটিও অন্তর্হিত। পরিচয়-জ্ঞাপক মকরকুণ্ডলটিও কর্ণে ধারণ করেননি।

সেই গণিকা আপন থলি হতে একটি অনচ্ছ বস্ত্রখণ্ড নিষ্কাশন করে। ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত রাখা প্রয়োজন। কলুষিত দেহ, স্বচ্ছ পোশাকে দেবতার সামনে সে দাঁড়াবে কীভাবে! সে পুরুষটির দিকে এগিয়ে আসে। 'চিন্ময়ীর প্রণাম গ্রহণ করুন, প্রভু। আপনার অনুমান যথার্থ, দেব। তৃতীয় পাণ্ডব তাঁর ধনুর্বিদ্যার জ্ঞান লুকিয়ে রাখতে পারেন, যুধিষ্টির অনায়াসে মূক সেজে থাকতে পারবেন, কিন্তু হঠকারী দ্বিতীয় পাণ্ডবের পক্ষে আপন বলবীর্য গোপন রাখা অসম্ভব প্রায়।'

ওষ্ঠাধারে আনন্দরেখা দেখা দিল কৃষ্ণের। এই ভুবনমোহন হাসিটি দেখলে যে কোনো নারীর কামভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। চিন্ময়ীও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এই পুরুষটির দিকে, তারপর আত্মসংবরণ করে। বাসুদেব তাকে নিযুক্ত করেছেন গুপ্তচরবৃত্তির জন্য। চিন্ময়ী গণিকা হতে পারে, কিন্তু যে কারণে অর্থ গ্রহণ করে, তার পূর্ণ মর্যাদা দান করতে জানে।

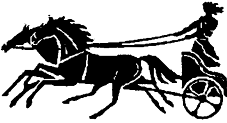
'দুই গোপ-পুরুষের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি, প্রৌঢ় মা সহ পাঁচ ব্রাহ্মণ তাদের গ্রামেই বাস করছিল, তারাও পাঞ্চালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। আশ্চর্যের বিষয় প্রভু, তারা যখন সেই ব্রাহ্মণ সন্তানদের বিবরণ দিচ্ছে, একবারও, ভ্রমবশতও তাদের সন্দেহ হল না, সেই ব্রাহ্মণরা পাণ্ডব হলেও হতে পারে!'

'চিন্ময়ী, তুমি বুদ্ধিমতী, এ কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। সাধারণ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে না। তারা রটনায় অধিক বিশ্বাস রাখে। এবং রটনা কখনও একটি কাহিনিতে স্থির থাকে না। তার শাখাপ্রশাখা বহু বিস্তৃত! ক্রমাগত সে আপন পরিধির বিস্তার ঘটায়। কাহিনির রূপান্তর ঘটে, ব্যাখ্যাতীত স্থানে উপনীত হয়। মানুষ তখন সেটিকেই বিনা প্রশ্নে, অতি নিশ্চিন্ত

মনে গ্রহণ করে।'

'আমার জন্য আর কোনো আজ্ঞা প্রভু? আমি কি পাঞ্চালদেশ অবধি যাত্রা করব? অনুসন্ধান করব সেই পঞ্চ-ব্রাহ্মণের?'

'না, তুমি ফিরে যাও। এই অন্বেষণ আমার। আবার কখনও প্রয়োজন হলে তোমায় বার্তা প্রেরণ করব।' অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করে, অশ্বের মুখ পূর্বদিকে ঘুরিয়ে নিলেন যাদব শ্রীকৃষ্ণ। নতমস্তকে চিন্ময়ী তাঁকে প্রণাম জানায়। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে চিন্ময়ীর মস্তকে স্থাপন করলেন ক্ষণকাল, তারপরেই লাগাম টেনে দ্রুতগতিতে ছুটে চললেন পাঞ্চালের দিকে। অশ্ব-ক্ষুরাঘাতে পথে ক্ষুদ্র একটি ধূলির ঝড় উঠল।



'পরাজয়ের গ্লানি কাকে বলে তুমি তো জানো না! দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি, যেন সেই হলাহল তোমায় কোনোদিন পান করতে না হয়। আমাকে জিজ্ঞেস করো! দেখো, এই ভয়ানক অপমানের তীব্রতা কতখানি!' পাঞ্চাল নরেশ দ্রুপদ তাঁর দক্ষিণ হস্তটিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে এগিয়ে দিলেন। বাত্যাতাড়িত বংশপত্রের মতো সেটি প্রবলভাবে কম্পমান।

ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার এই দুর্বলতাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই করতলের মধ্যে পিতার হাতটিকে ধারণ করলেন, 'পিতা, শান্ত হন! আপনি দুর্বল নয়! যজ্ঞাগ্নি সম্ভূত এই পুত্র, দেবতারা আশীর্বাদস্বরূপ আপনাকে দান করেছেন। এর পরেও নিজেকে হীনবল কল্পনা করছেন পিতা? আমার প্রতি কি কোনো আস্থাই রাখেন না?' ধৃষ্টদ্যুম্ন কাতর নয়নে পিতার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'না পুত্র, তোমার উপরে নয়, অদৃষ্টের উপর থেকে ক্রমশ বিশ্বাস অপসৃত হচ্ছে। সেই দিনটির কথা যে আমি আজও বিস্মৃত হতে পারি না! উফফ! আমি বন্দি! পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ বন্দি! কার হাতে? না, সামান্য ব্রাহ্মণ, যে না জানে যজন, না জানে যাজন; কুল-প্রথা ত্যাগ করেছে। হাতে তির-ধনুক নিয়ে নিজেকে

ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়; সেই অহংকারীর হাতে বন্দি হতে হয়েছে পৃষতপুত্র দ্রুপদকে।' দ্রুপদ যেন এই মুহূর্তটিও সেই অতীতেই যাপন করছেন। লজ্জায়, ক্রোধে, নিষ্ফল হতাশায় তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। কীভাবে ভুলবেন সেই কলঙ্কিত দিনটিকে!

একশত কৌরব বালকদের অনায়াসে কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত করার পরে, সামান্য পাঁচটি কিশোর বালকের হাতে তাঁকে বন্দি হতে হয়েছিল! কী অসম্ভব পটুতায় তাঁকে পরাস্ত করেছিল তারা। সেখানেই কেন তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। পরবর্তী রঙ্গনাট্যের প্রধান কুশীলবের ভূমিকায় অভিনয় করা থেকে তো মুক্তি পেতেন।

প্রথমে তো এই অকস্মাৎ যুদ্ধের কারণটুকুও অনুধাবন করতে পারেননি দ্রুপদ। কুরুবংশের সঙ্গে তাঁদের সৌজন্য-মৈত্রী-চুক্তি রয়েছে। অকস্মাৎ সেই চুক্তি ভঙ্গ করার মতো অপরিণামদর্শিতা জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্মও দেখাবেন না। তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন অপর একজনের কথা। তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন, সর্পের নিঃশ্বাস আজীবন বিষবাষ্পযুক্তই হয়।

যখন হস্তিনাপুরের অনতিদূরে, দ্রোণের শিক্ষালয়ে, তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে দ্রোণের পদতলে ফেলে, উচ্চকণ্ঠে সেই শ্যামবর্ণের নবযুবাটি ঘোষণা করল, 'আচার্য দ্রোণ, এই নিন আপনার বন্দি—আমাদের গুরুদক্ষিণা।' দ্রুপদের মনে হয়, কেউ এসে তাঁর কর্ণকুহরে উত্তপ্ত গলিত লৌহ ঢেলে দিক।

কাম্পিল্যের ভূলুণ্ঠিত রাজমুকুটটির দিকে তাকিয়ে দ্রোণের সে কী অট্টহাস্য! 'কী হে সখা! আজও আমাদের মিত্রতার কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? নাকি, আজ আমরা সমান সমান? ও হো, হো,' শিক্ষালয়ের প্রতিটি রন্ধ্র দ্রোণের বিদ্রুপের অংশীদার হয়েছিল, 'মিত্রতা হয় সমানে সমানে। তুমি তো আজ আমার বন্দি!' সেই অট্টহাস্য প্রতিনিয়ত তাঁর কানে অনুরণিত হয়ে চলেছে। শিহরিত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন দ্রুপদ। কম্পিত করতল দিয়েই চেপে ধরলেন দুই কর্ণ।

'পিতা, রাজবৈদ্যকে সংবাদ প্রেরণ করি? কেন যে আপনি এর চিকিৎসা করাতে আগ্রহী নন, আমি বুঝতে পারি না। অধিক উত্তেজনায় যদি দক্ষিণ হস্তটি এভাবে কম্পিত হতে শুরু করে, দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন কীভাবে?' ধৃষ্টদ্যুম্নের দৃষ্টিতে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনায়।

'সেই কর্মটি তুমি সাধন করবে পুত্র! তোমার জন্মের উদ্দেশ্যই যে দ্রোণবধ!'

দ্রুপদের মুখ যন্ত্রণাকারত।

পিতার পীড়া সম্পর্কে ধৃষ্টদ্যুম্ন অনবগত নন। কণ্টক দ্বারা কণ্টক উৎপাটনের পন্থা অবলম্বন করার প্রযত্ন করেছিলেন তিনি। কিন্তু বারণাবত থেকে সদ্য যে সংবাদ এসে পৌঁছেছে, তাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেনাপ্রধান শিখণ্ডিনী সহ প্রধান-অমাত্য অবধি অন্য কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছেন না।

'মহারাজ, যুবরাজের পরামর্শ গ্রহণ করলে, আপনার বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমি রাজবৈদ্যকে সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করি।' পাঞ্চালের প্রধান অমাত্য বয়সে দ্রুপদের চেয়ে সামান্য বড়ো। তাঁরা একত্রে বেড়ে উঠেছেন। তাই প্রধান-অমাত্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুলভ স্নেহছত্রটি কোনোদিন দ্রুপদকে ত্যাগ করে যায়নি।

'আর চিকিৎসা! কী হবে শুশ্রূষায় বলতে পারেন মহামাত্য?' দ্রুপদ শতখণ্ডে চূর্ণ হয়ে গিয়েছেন, ভগ্নাংশগুলিকে একত্রিত করার প্রতিটি প্রয়াস যেন ব্যর্থ! 'সেইদিন পরাজিত, রজ্জুবন্ধ অবস্থায় মনে মনে একটিই শপথ গ্রহণ করেছিলাম। ওই যুবাটিকে আমার চাই। দ্রোণের শ্রেষ্ঠ শিষ্যকেই দ্রোণের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব। আজ অথবা কাল, কুরু-পাণ্ডব রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হবেই। এই বিভাজন তখন থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমার চোখের সম্মুখে। কুরু-অন্নে প্রতিপালিত দ্রোণ কখনোই পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করবে না, সে আমি জানি। কিন্তু সব, সব প্রচেষ্টা, সমস্ত পরিকল্পনা আজ নিরর্থক প্রতীত হচ্ছে।' দ্রুপদের সম্মুখস্থ মর্মর কুট্টিমের উপরে স্বয়ম্বরের একটি পরিলেখ রাখা। হতাশ ভঙ্গিতে তিনি সেটিকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

'তাহলে কি কনিষ্ঠার স্বয়ম্বর আয়োজনে স্থগিতাদেশ দেবেন? কিন্তু পিতা, ব্রাহ্মণেরা বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যে তাম্বুল-চন্দন-কর্পুর সহ নিমন্ত্রণে পৌঁছে গিয়েছেন। কিছু বটুক তো নিমন্ত্রণ জানিয়ে কাম্পিল্যে প্রত্যাবর্তনও করেছেন। সেক্ষেত্রে...?' শিখণ্ডিনী নিজের আসন ত্যাগ করে পিতার কাছে এসে বসেন। মহা পরাক্রমী পিতার এমন হতোদ্যম অসহায় প্রৌঢ়রূপ—তাঁর হৃদয়ে শত শত শেল বিদ্ধ হচ্ছে।

'স্বয়ম্বরসভা হবে, কেবলমাত্র তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের কণ্ঠে আর বরমাল্য দিতে পারবে না আমাদের কৃষ্ণা।' প্রবল সংকটেও যে যজ্ঞসেন কখনও ভেঙে পড়েননি, আজ তিনিই কোনো প্রকারের মানসিক আশ্রয় পাচ্ছেন না।

'যেদিন যজ্ঞাগ্নি থেকে কৃষ্ণা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হল, সেইদিন থেকে মনশ্চক্ষে

দুটি মাত্র স্বপ্ন দেখে এসেছি। এক, কৃষ্ণা স্বয়ম্বরসভায় অর্জুনের কণ্ঠে বরমালা দান করছে, এবং কোনো এক সম্মুখ সমরে দ্রোণকে বধ করছে আমার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। দিবাস্বপ্ন দেখেছিলাম, শিখণ্ডিনী, বৃথা দিবাস্বপ্নের উপর নির্ভর করে এতদিন জীবিত ছিলাম। অনুধাবন করিনি, মতিভ্রষ্ট হয়েছে আমার!' দ্রুপদ নিজের ললাটে করাঘাত করেন, 'আমার দুর্ভাগ্য আজ প্রকটভাবে সঠিক অবস্থানটিকে দেখিয়ে দিল। হা অর্জুন! বারণাবতে কেন যাত্রা করেছিলে পুত্র! তোমার দগ্ধ হওয়ার সংবাদ পেতে চাইনি, তাত! তোমাকে জামাতারূপে বরণ করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম পাঞ্চালরাজ্যের শক্তিশালী অক্ষ হয়ে উঠবে তুমি। তোমার দ্বারাই কুরুবংশ নাশ করব! আমার শিবির হতে, দ্রোণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তুমি।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন এতক্ষণ নতমুখে নীরবে বসেছিলেন। সহসা তিনি মাথা তোলেন, 'পিতা, জম্বুদ্বীপে তো যোগ্য ধনুর্ধরের অভাব নেই! পাঞ্চালীকে না হয় নতুনভাবে নির্দেশ দেওয়া হবে, কার কণ্ঠে সে বরমাল্য দেবে। উপযুক্ত যোদ্ধা পেলে, তার মাধ্যমেই না হয়...' বাক্য সম্পূর্ণ করেন না ধৃষ্টদ্যুম্ন।

'তুমি তো নির্বোধ নও পুত্র! রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির সমস্ত কূট-কৌশল তোমার করায়ত্ত! তাহলে এমন বাক্য কীরূপে তোমার মস্তিষ্কে উদয় হল?' দ্রুপদের দৃষ্টি সহসা খরশান হয়ে ওঠে। ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্বস্তি লাগে। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডে পাণ্ডবদের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণের পর থেকে, পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উপযুক্ত উপায় কিছুতেই সন্ধান করতে পারছেন না।

'পাণ্ডবদের চাক্ষুষ দর্শন করলে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারতে। তাদের মধ্যে সম্ভাবনার প্রবল বারবানল রয়েছে। কিন্তু হস্তিনাপুরে তারা প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞাতি-বান্ধবশূন্য। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ। যুবরাজ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসন ছেড়ে দিতেন না। দুর্যোধনও ভাবী-শাসন হিসাবে অনুপযুক্ত নন, তদুপরি শৈশব থেকে সেখানেই অবস্থানের ফলে প্রজাদের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা কম ছিল না। আজও নেই! সেখানে, আজীবন বঞ্চিত পাণ্ডবদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতই! আর, আমার মতো একজন শক্তিশালী মিত্রশক্তি লাভ করলে, সেই ক্ষোভকে আয়ুধ করে তারা অনায়াসেই হস্তিনাপুর অধিকার করতে পারত। অন্য কোনো রাজশক্তি দ্বারা এই কাজ সম্ভব, বলো?' দ্রুপদ নিজের বক্ষে একটি করতল স্থাপন করলেন। এক নিঃশ্বাসে বাক্যালাপ

করায় তাঁর হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ হস্তটিও সুস্থির নেই। ক্রমশ আসন থেকে তিনি স্বতই সম্মুখে আনত হয়ে ঢলে পড়লেন।

'পিতা!' শিখণ্ডিনী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়েই আপন শরীর দ্বারা দ্রুপদের পতন রোধ করলেন। মহামাত্য সহ কক্ষের বাইরে রাজবৈদ্যের পদশব্দ শোনা গেল। একই সঙ্গে প্রহরী এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ায়, 'যুবরাজ, যাদব বাসুদেব, মহারাজের দর্শন প্রার্থী।'

'এখন কেমন বোধ করছেন মহারাজ?' শয্যার নিকটে নিজের কাষ্ঠাসনটিকে সরিয়ে আনলেন বাসুদেব। দ্রুপদের শরীরের আচ্ছাদনটিকে বক্ষ পর্যন্ত টেনে দিলেন অত্যন্ত নম্র ভঙ্গিতে।

কৃষ্ণ বাসুদেবকে ইতিপূর্বে কখনও চাক্ষুষ করেননি দ্রুপদ। কেবল তাঁর সম্পর্কে বায়ু-বাহিত বিভিন্ন অলৌকিক জনশ্রুতিই কর্ণগোচর হয়েছে। অথচ বাসুদেবকে দর্শন করার অনতিবিলম্বেই তাঁকে বড়ো আপনজন বলে বোধ হতে শুরু করেছে দ্রুপদের। বাসুদেবের সংস্কার, তাঁর মার্জিত আচরণ, অনুন্নাসিক অথচ রাজকীয় মর্যাদাবোধ দ্রুপদকে বাধ্য করে তুলছে বাসুদেবের প্রতি আকৃষ্ট হতে।

যদিও এখনও পর্যন্ত তিনি এই যাদব-প্রধানের আগমনের কারণ জানেন না। দর্শনপ্রার্থী হয়েই বাসুদেব আবেদন রাখেন, দ্রুপদের সঙ্গে গূঢ় কথা বলতে চান, তাই নিভৃতি প্রয়োজন। সামান্য বিস্মিত হয়েই একেবারে এই অন্তঃপুরে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন দ্রুপদ। উপায়ও ছিল না। শয্যা ত্যাগে রাজবৈদ্যের কঠোর নিষেধ। যদিও এই অসুস্থতার অছিলায় তিন সন্তানকে সঙ্গেই রেখেছেন পাঞ্চালনরেশ। এই ব্যবস্থাপনায় বাসুদেব আপত্তি জানাননি।

'রাজ-বৈদ্যগণ নিজকর্মে অত্যন্ত পারদর্শী। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি তাঁরা রাখেন না। কিন্তু বাসুদেব, আপনার আগমনের হেতুটি যদি ব্যক্ত করেন?' স্বল্প বাক্যালাপেই দ্রুপদের শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। পাঞ্চালী পিতার নিকটে গিয়ে তাঁর বক্ষে হস্ত সঞ্চালন করেন, 'ধীরে পিতা, ধীরে! বাসুদেব, পিতার অবস্থা তো সম্যক দেখতেই পাচ্ছেন, তাই ভণিতা ত্যাগ করে যদি আগমনের কারণটি বলেন!' শ্যামাঙ্গী পাঞ্চালীর উজ্জ্বল দৃষ্টি বাসুদেবের নয়নের সঙ্গে মিলিত হল।

নির্নিমেষ কোনো নারীর দিকে তাকিয়ে থাকা অশোভন। কিন্তু এই অগ্নিজাতিকাকে দর্শন করে বাসুদেবকে শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে এক সখ্য অনুভব করেন তিনি। পাঞ্চালীর দৃষ্টি, শরীরী ভঙ্গিমা—কোথাও বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। বাসুদেব অপলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। 'কোনো নারীর সম্মুখে তাঁর স্বয়ম্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন যদিও নিন্দনীয় নয়; কিন্তু তিনি লজ্জা পাবেন, সেই দ্বিধায় চুপ করে রয়েছি।'

অদূরে যেন কোথাও রুদ্রবীণার তন্ত্রীতে হিল্লোল উঠল। পাঞ্চালী সর্বাঙ্গ দিয়ে হেসে ওঠেন, 'বাসুদেব, অগ্নিসম্ভূতা নারী আমি, ব্রীড়ার সঙ্গে আমার কেবলমাত্র সৌজন্যের সম্পর্ক।'

বাসুদেব ক্রমান্বয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডিনীর দিকে তাকালেন, 'কাম্পিল্যের রাজ-প্রাঙ্গণে, নির্দ্বিধায় স্বয়ম্বরের আয়োজন শুরু করুন। আপনাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে!'

'কিন্তু বাসুদেব? আপনি কি সত্যই পিতার অভিপ্রায় জানেন? আপনি তো জম্বুদ্বীপের রাজনৈতিক ক্ষেত্র ত্যাগ করে দ্বারাবতীতে নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করছেন!' ধৃষ্টদ্যুম্নের গম্ভীর মুখে দুশ্চিন্তার রেখা।

'যুবরাজ, সশরীরে উপস্থিত না থাকাকেই কি অনুপস্থিতি বলবেন? আর নিজের জ্ঞাতি-আত্মীয়দের যদি প্রাণরক্ষাই করতে না পারলাম, তাহলে ধিক আমার পৌরুষকে!' রহস্যময় চোখে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে তাকালেন বাসুদেব, 'অনেকেই এটিকে কাপুরুষোচিত পদক্ষেপ বলে মনে করেন, জানি! কিন্তু বুদ্ধিমত্তার তুলনায় আপনি কি বাহ্য আস্ফালনকে অধিক গুরুত্ব দান করেন?' সামান্য নীরব হলেন বাসুদেব, 'হ্যাঁ, মহারাজ দ্রুপদের আকাঙ্ক্ষা জানি। কেবল জানি, শুধু তাই নয়, একটি সুসংবাদ দান করার জন্য স্বয়ং এখানে এসেছি।' বাসুদেবের কণ্ঠস্বরের প্রহেলিকা কক্ষে উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করল।

'কী?' মহারাজ দ্রুপদ উপাধান ত্যাগ করে উঠে বসার চেষ্টা করেন। পাঞ্চালী কোমল হস্তে, পিতাকে বাধা দিয়ে, তাঁর মস্তকটিকে পুনরায় উপাধানে রাখেন।

'পাণ্ডবগণ জীবিত!' প্রত্যেকের দিকে চকিতে তাকিয়ে নিলেন বাসুদেব। নিক্তিতে ওজন করছেন প্রত্যেকের অভিব্যক্তি। দ্রুপদ বিস্মিত, পাঞ্চালীর মুখে রক্তিমাভা। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডিনীর যুগ্ম নিঃশ্বাস টানার শব্দ হল।

'কিন্তু বাসুদেব,' শিখণ্ডিনীর কণ্ঠস্বর সন্দিগ্ধ, 'তা কীভাবে সম্ভব? বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ কি আপনার দ্বারাবতী পর্যন্ত পৌঁছায়নি?'

'আমি স্বয়ং বারণাবতের শিবগৃহে নিরীক্ষণ করে এসেছি। আমার স্বসাত্মজ পাণ্ডবগণ সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। এবং আমার স্থির বিশ্বাস, তাঁরা

আপনার অঞ্চলের নিকটবর্তী কোনো স্থানেই আছেন।'

'এ হেন বিশ্বাসের কারণ জানতে পারি? ক্ষমা করবেন, আপনাকে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উত্থাপন করছি না বাসুদেব, আপনার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের বার্তা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভার পূর্বে আমাদেরও কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

সযত্নে শিখণ্ডিনীকে নিরীক্ষণ করেন বাসুদেব। সুচারুভাবে ভাঁজ করা একটি উপরীবসন তাঁর বাম স্কন্ধ থেকে নেমে এসে, দক্ষিণ অগ্রবাহুর উপর পড়ে রয়েছে। শিরে হরিৎবর্ণের উষ্ণীষ, নিম্নাঙ্গে একই বর্ণের ধুতি। একটি অজীনখণ্ডের কটিবন্ধনীই নির্দেশ করে তাঁর মৃগয়াপ্রীতি। তাঁর দেহে নারীসুলভ কমনীয়তা কম। বক্ষসংলগ্ন একশৃঙ্গের বর্মটি দৃঢ়বদ্ধ। যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুমনের ঊর্ধ্বাঙ্গে উত্তরীয় ব্যতীত কিছুই নেই। কিন্তু শিখণ্ডিনীর সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বদেহ আবৃত। নিজের মনেই সামান্য হাসেন বাসুদেব।

কুরু ও পাঞ্চালের বৈরিতা আর্যাবর্তের রাজনীতির উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড। অধুনা সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে কুরু আশ্রিত দ্রোণের সঙ্গে মহারাজ দ্রুপদের ব্যক্তিগত শত্রুতা। কিন্তু তার বহু পূর্ব থেকেই মহারাজ দ্রুপদ, কুরুকুলের বটবৃক্ষ ভীষ্মবধের পরিকল্পনা তৈরি করছেন। বাসুদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান এই পুরুষবেশী নারীটিই তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শিখণ্ডিনীকে কখনও কন্যা বলে জনসম্মুখে পরিচয়ই দেননি মহারাজ দ্রুপদ। আজীবন বলে এসেছেন, এ হল অম্বার পুনর্জন্ম, ভীষ্মের মৃত্যু-কুঞ্চিকা। কাশীরাজকন্যা অম্বার অন্তিম ইচ্ছা—আমিই হব ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ—এটিকে অতি নিপুণতার সঙ্গে নিজের পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

'হ্যাঁ, দেব শিখণ্ডী,' বাসুদেব অনুভব করেন, যথোচিত সম্বোধনে আপ্লুত হলেন শিখণ্ডিনী, 'লোকমুখে শ্রবণ করে নয়, আমি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করে এসেছি বলেই এ কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারছি।'

'চমৎকার! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হবে, এবং সে অর্জুনের কণ্ঠেই বরমাল্য দেবে।' অসুস্থ দ্রুপদের কণ্ঠস্বরে ক্ষাত্রতেজ।

'কিন্তু তাঁদের আত্মগোপনেরও নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ রয়েছে। জনসমক্ষে এই মুহূর্তে তাঁরা আসতে চাইছেন না—এই বিষয়টির দিকে লক্ষ রাখবেন, মহারাজ। তাই, দেবী পাঞ্চালী যেন কেবলমাত্র অর্জুনের কণ্ঠেই মালা দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন, সেই পরিস্থিতিও আপনাকেই সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন

স্বয়ম্বরের শর্তে অসামান্য চাতুরি। কৌশলের জাল বিস্তার করতে না পারলে অর্জুন নিজের ছদ্ম-পরিচয়ের নির্মোক থেকে বাইরে আসবেন না।’ বাসুদেবের দৃষ্টিতে কীসের ইঙ্গিত?

পাঞ্চাল-নরেশ নিজের ধমনিতে উত্তেজনা অনুভব করছেন। তাঁর হাত দুটি বাসুদেবের করতল স্পর্শ করে। তিনি, পাঞ্চালের অধিপতি হয়ে যে সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছেন, বাসুদেব তার পুষ্টি করছেন জম্বুদ্বীপের সর্ব পশ্চিমে অবস্থান করেও। মানবীয় ক্ষমতায় এই অসম্ভব কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হত না। দ্রুপদ নিযুক্ত গূঢ়পুরুষেরা, পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে বারণাবত থেকেই প্রত্যাবর্তন করেছিল।

বাসুদেবের অলৌকিকত্বের প্রতি তাঁর আর কোনো সন্দেহ নেই। ভক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘হে বাসুদেব, তারণহার হয়ে আপনিই এসেছেন, আপনার পরামর্শই আমাদের শিরোধার্য!’

‘আপনি উপযুক্ত বোধ করলে, একটি পরামর্শ আমি দিতে পারি,’ বাসুদেবের রহস্যঘন হাস্যে, কক্ষস্থিত সকলের হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ বেগ ধারণ করে। সকলের চক্ষু-কর্ণের আড়ালে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন তাঁরা।

‘আর যদি ব্যর্থ হয়...’ ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যটি সমাপ্ত করতে দিলেন না বাসুদেব। ‘যুবরাজ, আপনি নিশ্চিন্ত মনে স্বয়ম্বর পরিচালনা করুন। দৈব আপনাদের সহায়। এখন আজ্ঞা দিন।’

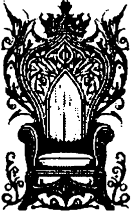
‘আপনি এই অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকবেন না, তাও কি সম্ভব, সখা?’ ‘সখা’ শব্দটি পাঞ্চালী মুখ থেকে স্বতই নির্গত হয়ে পড়ল। ক্ষণকাল পূর্বেও তিনি কল্পনা করেননি বাসুদেব কৃষ্ণকে তিনি এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করবেন।

‘সখা বলে ডেকেছ যখন, সখীর স্বয়ম্বরে কীভাবে অনুপস্থিত থাকি?’ বাসুদেবের মুখে অবিমিশ্র হাস্য।

বাসুদেব, দ্রুপদের দিকে ফিরে অঞ্জলিবদ্ধ হলেন, ‘দ্বারাবতীতে কিছু ব্যক্তিগত কার্য অর্ধসমাপ্ত রেখে এসেছি, সেগুলি সমাপন করে, শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হবে। পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে আমি সপার্ষদ উপস্থিত হব। সেটিই হবে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। এই সাক্ষাতের ঘটনা কেউ কোনোদিন যেন জানতে না পারে, মহারাজ!’

মহারাজ দ্রুপদের সম্মতিসূচক শিরশ্চালনার সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবের দৃষ্টিতে নিশ্চিন্ততা ফুটে ওঠে। মগধনরেশের বিশ্বস্ত মিত্রশক্তি পাঞ্চালদেশ। জরাসন্ধ যখন

মথুরা আক্রমণ করেন, তখন এই শয্যাশায়ী ব্যক্তিটির দেহে ছিল একশৃঙ্গের বর্ম। জরাসন্ধের সমরযাত্রার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন মহারাজ দ্রুপদ। অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন হলে, জরাসন্ধের কাছ থেকে তাঁর আরও একটি মৈত্রীবদ্ধ শক্তিকে যাদব তথা পাণ্ডবপক্ষে আনা যাবে।



অষ্টাদশ দিবস, পরিপূর্ণ আঠেরোটি দিন সত্যভামা কীভাবে অতিবাহিত করেছেন, কেউ জানে না। পূর্ণিমার রাকার দিকে দৃষ্টিপাত করে, কোনো মিলনের রাগিনী তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়নি। বিরহের মূর্চ্ছনায় দ্বারাবতীর কুঞ্জগুলি প্লাবিত হয়েছে। বেণীবন্ধে গ্রথিত করেননি কোনো সুগন্ধি পুষ্প। আলুলায়িত কুন্তলা সত্যভামার দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতম রজনীর চেয়েও কঠিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ, আজ এই মুহূর্তে যে দৃশ্যের সাক্ষী তাঁকে হতে হল, এর তুলনায় সেই বিরহ, মৃত্যু অধিক মৃত্যুযন্ত্রণাই কি শ্রেয় ছিল না! গোপনে একটি মুক্তাবিন্দু সত্যভামার শুষ্ক কপোল বেয়ে নেমে আসে।

গুহার অভ্যন্তরে পাশবিক আর্তনাদ শ্রবণের পর, সাত্যকিরা দ্বারাবতীতে ফিরে এসেছিলেন। সেই ভগ্নদূতেদের সংবাদে দ্বারাবতীর নগরবাসী, পশুপাখি, ও বৃক্ষগুলিও বিলাপে রত হয়। সত্যভামার কোনোদিকে মন ছিল না। তাঁর নিজস্ব জগৎটুকু ওই একটি মাত্র বাক্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বালু-প্রাসাদের ন্যায় ভেঙে পড়ে।

বাসুদেব মৃত—এই একটি মাত্র বাক্য, অমসৃণ ছুরিকা দ্বারা তাঁর হৃদয়ে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে। মুখে অন্ন ওঠে না, মাতা-পিতার বাক্যালাপে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে একবারের জন্যেও তাঁর অশ্রুধৌত নয়নদুটি নিষ্কৃতি পায়নি। বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়েছে শূন্য বাতায়নের দিকে দৃষ্টি রেখে। যেদিকে তাকিয়েছেন, পুষ্পে-লতায়-পত্রে-বাতাসে-গগনে—নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণহীন শূন্যতা তাঁকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করতে এসেছে।

বাসুদেব আর ফিরে আসবেন না তাঁর প্রিয় দ্বারাবতীর নাগরিকদের নিকটে। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখটিকে দেখতে পাবেন না দ্বারাবতীর নাগরিকরা। বাসুদেবের উপস্থিতি মাত্র হৃদয়ের মধ্যে যে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হত, সেই অনুভূতি আর... কেন অকারণে দ্বারাবতীর নাগরিকদের প্রসঙ্গ চিন্তা করছেন সত্যভামা! কী হবে নিজের কাছে গোপন করে? এই সমস্তই যে তাঁর, একমাত্র তাঁর একান্ত অনুভূতি।

'হা কৃষ্ণ!' কত কত রাত্রিতে তিনি বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কান্নারত সত্যভামাকে নিজের বক্ষে টেনে নিয়েছে সম্প্রতি। একমাত্র সে-ই অনুভব করেছে সত্যভামার অবস্থা। তাঁর মনোবেদনা সত্যই অনুধাবনযোগ্য ছিল না! সম্প্রতি তাঁকে শান্ত করতে, ক্রমাগত পৃষ্ঠে করচালনা করেছে, অথচ বিন্দুমাত্র কমেনি তাঁর যন্ত্রণা। কৃষ্ণহীন এই দ্বারাবতী, কৃষ্ণহীন এই ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় গেলে ক্ষণিকের শান্তি মেলে—সত্যভামা জানতেন না। এক এক দিন প্রভাতে উঠে তাঁর মনে হয়েছে, এ দেহ ধারণ করে আর কী-ই বা হবে! বরং সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করলে যদি হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব হয়!

আজ, পিতার সভায় দাঁড়িয়ে সত্যভামার সত্যই মনে হল, কেন তিনি অপেক্ষা করেছিলেন, কেন তিনি সমুদ্রে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন না! যে অনিন্দ্যকান্তি, অয়স্কান্ত মুখটিকে একবার মাত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখার জন্য, পরলোক পর্যন্ত তিনি যেতে পারতেন, আজ সেই মুখটি প্রকৃতই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারেনি। স্যমন্তক নিয়ে তিনি সশরীরে প্রত্যাবর্তন করেছেন দ্বারাবতীতে।

জনগণের আনন্দের সীমা নেই। তারা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বাসুদেবের জয়গানে ব্যস্ত, চারণদের মুখে মুখে কৃষ্ণের বিস্ময়কর-অপ্রাকৃত-মায়াবী ক্ষমতার কথা প্রচারিত হয়ে চলল। কিছুদিনের মধ্যেই তা সমগ্র জম্বুদ্বীপে ছড়িয়ে পড়বে। সুতগণ জাম্ববান-বিজয় নাট্য মঞ্চস্থ করছে নগরীর বিভিন্ন স্থানে। রুক্মিণীর অশ্রুসজল নয়ন, অথচ মুখে অকৃত্রিক হাসি। বাসুদেব অক্ষত ফিরে এসেছেন, যেন এটুকুতেই তাঁর পরম শান্তি। সেদিকে তাকাতে পারলেন না সত্যভামা। কীভাবে, কীভাবে বিদর্ভ রাজকুমারী মেনে নিতে পারলেন? এই ক্ষত্রিয় রমণী কোন্ শিক্ষায় শিক্ষিত! নাকি তার হৃদয়ের স্থানে পাষাণ! কীভাবে নিজের প্রিয়তম মানুষটিকেও অনায়াসে সে বন্টন করে নিতে পারছে!

বাসুদেব স্যমন্তক নিয়ে একাকী ফেরেননি, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নিজের দ্বিতীয়া

স্ত্রী জাম্ববতীকে। শ্যামবর্ণা, উপজাতীয় কন্যাটি বাসুদেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সত্যভামার দূরতম কল্পনাতেও ছিল না, বাসুদেব সস্ত্রীক ফিরবেন! তাঁর মৃত্যু কল্পনা করেছেন, নিজের বিরহ অনুভব করেছেন, এমনকি কল্পনা করেছেন নিজের মৃত্যুও। কিন্তু, যে স্থানটিতে একমাত্র অধিকার ছিল সত্যভামার, সেখানে অন্য কোনো নারীর উপস্থিতি—সত্যভামার হৃদয় দাবানলের ন্যায় জ্বলছে। সত্রাজিতের কন্যা তিনি। কূটনৈতিক কারণে পাণিগ্রহণ বিধেয়—এই আপ্তবাক্যটি সম্পর্কে জানবেন না? কিন্তু বাসুদেবের পাশে এই কিশোরীটিকে অসহ্য লাগে। বাসুদেবকে প্রবল নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করার প্রবল ইচ্ছাটিকে দমন করে রেখেছেন তিনি।

পিতার সভাগৃহে আজ যাদব পৌর-প্রধান সহ প্রধানা নারী, উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণের সমাবেশ। দ্বারের বাইরেও আনন্দিত, কৌতূহলী মানুষের ভিড়। তারা একটি বারের জন্য বাসুদেবের দর্শন চায়। যে বাসুদেব দেবত্বে উপনীত হয়েছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ চায় তারা। যে কর্ম কোনো নশ্বর মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না, বাসুদেব তাতে কৃতকার্য হয়েছেন, তাহলে কি তিনি দেবতা নন! সত্যভামার হৃদয়ে কেন তাহলে এই দেবতাটির প্রতি ভক্তির পরিবর্তে অভিমান, ক্রোধ, দুঃখ সব একসঙ্গে অনুভূত হচ্ছে! বাসুদেবের প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে স্যমন্তক।

'প্রসেন আমার আপন ভ্রাতা ছিল বটে, কিন্তু স্যমন্তক চুরির ন্যায় অত্যন্ত গর্হিত কর্ম সে করেছিল। তার উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে।' সত্রাজিতের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বাসুদেবের হাস্যোজ্জ্বল মুখটি পিতার বাক্যে সামান্য কঠিন হয়।

'যথার্থই। আপনাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বৃথাই এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল আপনাদের। তবে, সুখের বিষয়, স্যমন্তক ফিরে আসায়, প্রজাবর্গের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। এই মণির যা মাহাত্ম্য!' এক সংঘ-মুখ্য বাসুদেবের দিকে তাকালেন।

'প্রসেনের নিন্দা, কিংবা, আমার বা দেব সত্রাজিতের প্রতি মৌখিক সমবেদনা ব্যক্তই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে যদি ঘটনাটিকে আপনারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন; একমাত্র তখনই কার্য-কারণ-পদ্ধতি উপলব্ধি করা সম্ভব।'

এক পুরপ্রধানের ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, 'এ-কথার অর্থ কী বাসুদেব? আপনি

কি গূঢ় কোনো ষড়যন্ত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন?'

'মেষের ন্যায় হিতাহিত বিবেচনা না করেই দলগত সিদ্ধান্ত দ্বারা চালিত হবেন না, দেব। ভেবে দেখুন, কার হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছেন আপনারা? জনগণকে প্রতারণা করে, তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে লাভবান হওয়া যায় না। পর্ষদের কাজই হল তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি প্রদান। অথচ, আমাদের যাদবকুল অতিবিলাসী হয়ে উঠেছে। ভোগ-লালসা ব্যতীত তাঁদের অন্যত্র দৃষ্টি যায় না। যে সাধারণ প্রজার কথা আপনারা বলছেন, তাদের দিকে তাকিয়েও দেখেন?' উত্তেজনায় কৃষ্ণের নাসারন্ধ্র মুহুর্মুহু বিস্ফারিত হয়ে উঠছে।

'সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত মৃত্তিকায় ধান্যের ফলন কী অসম্ভব কর্ম তার ধারণা আছে? ললাটের স্বেদধারা নিজের পায়ে ফেলে তারা কর্ষণ করে চলেছে এই বালুময় মৃত্তিকা। অথচ এই দেখুন,' পৈষ্ঠীর বিশালাকার ভাণ্ডটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে তিনি সক্রোধে ফুঁসে উঠলেন, 'কোনো শূদ্র শিশুর ক্ষুধানিবৃত্তি হয়েছে কি না সে সংবাদ না রেখেই আপনারা পৈষ্ঠীর পাত্রে চুমুক দেবেন। আপনাদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ইক্ষু থেকে আসব নির্মাণ করতে হচ্ছে কৃষকদের। অথচ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমুদ্র পথে সুরার বাণিজ্য করলে দ্বারকার সমৃদ্ধি বহুগুণে বর্ধিত হত। সুরাধ্যক্ষ পদটির প্রয়োজন কী তবে? কোষাগার হতে বিনা শ্রমেই পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য নির্মাণ করেছিলাম এই পদটি?' বাসুদেবের কৃষ্ণবর্ণ ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

'আপনার জ্যেষ্ঠ শ্রীমান বলরাম আমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশি আসব পান করেন। বনভোজনে গিয়ে সুরা পানের পর তাঁর উন্মাদের ন্যায় আচরণগুলি বিস্মৃত হইনি। আপনি নিজেও মৈরেয় আসক্ত।' সত্রাজিৎ নিজের আসন থেকে উঠে পড়েন। বাসুদেবের দিকে ন্যস্ত তর্জনীর অগ্রভাগ পতঙ্গের পক্ষের ন্যায় কম্পমান।

'স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু একের অন্যায় আচ্ছাদিত করতে গিয়ে, অন্যের কৃতকর্মের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করাও অসমীচীন। ওতে কোনো ফল লাভের আশা নেই। যে কোনো বস্তুই অধিক আত্মসাৎ করা অন্যায়। অধিক সম্পদ, অধিক শক্তি—সাধারণের সন্তানগণ আজীবন অন্যের সেবা করে যাবে, আর আমাদের সন্তানেরা সুবর্ণ পাত্রে পায়সান্ন ভক্ষণ করবে—আহা কী আনন্দ!' বাসুদেবের মুখ বিকৃত হয়ে গেল।

'দেব সত্রাজিৎ, যাদব বংশের গোষ্ঠী-প্রধান হয়ে আপনারা লোকতন্ত্র রক্ষা

করতে চলেছেন, তাহলে লোকতন্ত্রকে অনুধাবন করবেন না? প্রয়োগাগারে পরীক্ষা করা কোনো রসায়নশাস্ত্রের সূত্র নয় লোকতন্ত্র। কেবল গোষ্ঠীপতি হয়ে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে অলংকৃত কাষ্ঠাসনে বসে গুটিকয় আলাপ-আলোচনা, বা পরিকল্পনা গ্রহণের নামও লোকতন্ত্র নয়! তার জন্য আপনাকে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে ধীবর সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের জীবনচর্যাকে দেখতে হবে। দেখতে হবে জ্বলন্ত অগ্নির সামনে দিবারাত্র বসে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলা কোনো কর্মকারকে। শুধুমাত্র লৌহ নির্মিত অস্ত্র বা বস্তু ধারণপূর্বক আস্ফালন করলেই লোকতন্ত্রের সেবা করা হয় না মহামান্য সত্রাজিৎ। আপনি যদি ভাবেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে পড়ে থাকা কন্দুকটি নিয়ে আপনি একাই খেলা করবেন, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ তা দেখেও কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্থির দাঁড়িয়ে থাকবেন, আপনাকে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা করবেন না, তা হতে পারে না।'

'কেন হে দেবকীনন্দন, আমার জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমি যত্নশীল নই?' সত্রাজিৎ গর্জন করে উঠলেন।

'আমার জনগণ!' জনগণ তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়! আর জনকল্যাণের কথা বলছেন আপনি? আপনার জিহ্বায় কি তা শোভা পায়? এক গোষ্ঠীপতির উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে, তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে নিজের সন্তানতুল্য ভাইকে মৃত্যুর মুখে প্রেরণ করে, সে করবে প্রজাদের হিতসাধন? লোকতন্ত্রের যাপন প্রথমে পরিবার থেকে করতে হয়, তারপর সমাজে।' কৃষ্ণ যেন আজ ঘৃতসিঞ্চিত অগ্নিশিখা। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান শিখা দ্বারা গ্রাস করবেন সমস্ত অরাজকতাকে। 'কেউ আপনার পরামর্শে অসম্মতি প্রকাশ করলে, তা মেনে নিতে বড়ো কষ্ট হয় আপনার। কিন্তু প্রসেনের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী, সে-কথা অন্যদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, আপনি স্বয়ং তো জানেন!'

'কে, কে সেই মিথ্যা অপপ্রচারকারী? এক্ষুনি তাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন!' সত্রাজিতের রক্তচক্ষু ঘূর্ণিত হল, বাক্যগুলি উচ্চারণের সময় তাঁর সৃক্কণীর দুই পার্শ্ব থেকে ছিটিয়ে পড়ল নিষ্ঠীবন।

'এখনও? এখনও দেব সত্রাজিৎ?' সহসাই কৃষ্ণের সমস্ত উত্তেজনা, সমস্ত ক্রোধ কর্পূরের ন্যায় উদ্বায়ী হয়ে যায়। যেন কোন সুদূর হতে তাঁর করুণার্দ্র কণ্ঠ ভেসে এল—নিবিড়, মন্দ্র কণ্ঠস্বর, যা উপেক্ষা করা যায় না। 'শোক নেই, অনুতাপ নেই, এখনও মিথ্যার আশ্রয়ে নিজের আত্মাকে রক্ষা করতে চাইছেন? বিলাপ

করুন সত্রাজিৎ, আপনার ভ্রাতার মৃত্যু হয়েছে! তাঁর শৈশবের কথা কল্পনা করুন, মায়াময় মুখটি তুলে যেদিন আপনাকে দেখে প্রথম 'জ্যেষ্ঠ' বলে সম্বোধন করেছিল! আপনার তর্জনীটি আপন ক্ষুদ্র করতলে ধারণ করে, যে চিন্তামুক্ত হয়েছিল এই ভেবে, যে, এই জগৎ সংসারে তার আর কোনো ভয় নেই। সেই প্রসেন আজ মৃত! আপনার কারণে সে মৃত্যুমুখে পতিত!' বাসুদেবের কণ্ঠের হাহাকার ধ্বনি সমগ্র কক্ষে প্রেতের ন্যায় অনুরণিত হতে থাকে।

যেন জলৌকার মুখে এক মুষ্টি লবণ নিক্ষেপ করল কেউ। সত্রাজিতের স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। তিনি সহসাই ভূমিতে সজোরে বসে পড়েন। 'ক্ষমা বাসুদেব, ক্ষমা!' নতমস্তকে তিনি বাসুদেবের চরণের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন। উদগত কান্না তাঁর কণ্ঠরোধ করে তুলেছে। 'আপনি সত্যই দেবতা, এতদিন অবিশ্বাস করে এসেছি আপনাকে, এই ক্ষমাহীন কর্মের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করি? আজ এই দেবতার চরণে নিজের দুটি হৃদয়ের মণিকে সমর্পণ করে পাপমুক্ত হতে চাই, বাসুদেব!'

বক্ষের উপর ভর দিয়ে বাসুদেবের নিকটে অগ্রসর হতেই, সত্রাজিৎকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে ফেললেন বাসুদেব। তাঁকে নিজের আসনে বসিয়ে দিলেন পরম মমতায়। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ! যাদবদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিকেষ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। নিজের দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়া নিন্দাপঙ্কও মুছে ফেলতে পেরেছেন। সত্রাজিতের ন্যায় ক্ষমতাশালী সংঘ-প্রধান এখন তাঁর পক্ষে।

ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা তিনিও নিজেও জানেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের উপসংহার ঘটানোর আশু প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁর দেবত্বে উপনীত হওয়াটিও! সাধারণ মানুষ যা পারে না, দেবতার দ্বারা তা সম্ভব। তা সে অনৃত-আবরণই হোক না কেন!

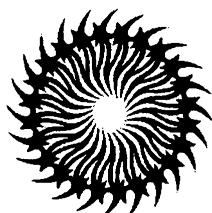
'হে শ্রীকৃষ্ণ, স্যমন্তক আপনার শিরোপরিই শোভা পাক, এই আমার প্রার্থনা!' বাসুদেবের হাতদুটি নিজের বিশালাকার করতলে ধারণ করে রেখেছেন সত্রাজিৎ। বাসুদেব তাঁকে আশ্বস্ত করতে, হাতে সামান্য চাপ দিলেন, 'না মহামান্য সত্রাজিৎ, স্যমন্তক আপনার, তা আপনার গৃহেই থাকুক! এর প্রতি কোনো লালসা আমার ছিল না। আজও নেই!'

'তাহলে... আমার কন্যাটি,' এক পিতার আকুল স্বর নিনাদিত হল সত্রাজিতের কণ্ঠে, 'স্যমন্তকের তুলনায় অধিক গৌরবশালিনী সত্যভামাকে গ্রহণ করুন,

বাসুদেব।'

বাসুদেব স্মিত হেসে শির চালনা করলেন। সত্রাজিতের আত্মীয়তা অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত; এদিকে, সত্যভামাকে যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন! সে কথা বিস্মৃত হবেন কীভাবে?

সভাগৃহের প্রবল হর্ষধ্বনি, আনন্দ-আলিঙ্গন, মঙ্গলগীতের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল। সকলের অলক্ষে, কৃতবর্মা ও শতধন্বার নিকটে গিয়ে তাঁদের কর্ণকুহরে কিছু বলেন অক্রূর; তারপর তিনজনে সভা ত্যাগ করে দ্রুতপদে বেরিয়ে যান।



কিছুক্ষণ পূর্বের সেই প্রবল কোলাহল, সহসাই কোনো মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেল। স্বয়ম্বরসভার প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে, বৃত্তাকারে উচ্চ আসন স্থাপিত। জম্বুদ্বীপের পরাক্রমী নৃপতিবর্গ, উচ্চবর্গীয় রাজপুরুষগণ সভামণ্ডিত করে বসে রয়েছেন। তাঁদের উপবেশনের বিন্যাসই বলে দেয় জম্বুদ্বীপের বর্তমান রাজনৈতিক মৈত্রী-বৈরী সম্পর্ক।

মগধাধিপতির পাশটিতে উপবিষ্ট চেদীরাজ শিশুপাল। জরাসন্ধের অপর পার্শ্বে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব। পরবর্তী আসনগুলিতে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন ও ভগদত্ত। শত্রুর শত্রু সর্বদা মিত্রই হয়—এই নীতিতে বাসুদেব-বিরোধী শক্তির পাশাপাশি অবস্থান। পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্যেই, তাঁদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বাসুদেবের উপর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কুরুবংশের শতভ্রাতা ও মাতুল শকুনির সঙ্গে অবস্থান করছেন গান্ধার রাজগণ, সিন্ধু-নরেশ জয়দ্রথ। জনশ্রুতি, অতি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে কুরুবংশ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে। জয়দ্রথকে ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধনের সুমিষ্ট সম্বোধন, যেন সেই জনরবেরই মান্যতা! বলভদ্র, বাসুদেব, সাত্যকি সহ যাদব বংশীয়েরা এঁদের থেকে ভিন্ন দিকে উপবিষ্ট। অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণী, কুক্কুর—তাঁদের পৌর-প্রধানগণ ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক কারণে এই সমস্ত নৃপতিদের সঙ্গে নাতি-শীতল মিশ্র সম্পর্ক রাখেন।

স্বয়ম্বরের মধ্যস্থলটি উন্মুক্ত। সেখানে নতজানু হয়ে বসে রয়েছেন একজন কৃষ্ণবর্ণ, জটা-বল্কলধারী যুবক ব্রাহ্মণ। দ্বিজ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পীনস্কন্ধ, অগ্রবাহু কিণাঙ্ক লাঞ্ছিত, ঊর্ধ্ববাহুর সুঠাম পেশি দৃশ্যমান। ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে প্রত্যয়, দেহভঙ্গিমায় অসংশয়, চোয়ালে দৃঢ়সংকল্প। তাঁর অবিচল দৃষ্টি একবার কৃত্রিম আকাশযন্ত্রে স্থাপিত লক্ষ্যবস্তুটির দিকে স্থির হল। বহুকাল পূর্বে মৃৎপক্ষীটির চক্ষুর দিকে যেভাবে তাকিয়েছিলেন।

যেন অনন্তকাল সময় অতিবাহিত। বাদ্যকরের বাদ্য স্তব্ধ, গীতিকারের মঙ্গলগীত থেমেছে। নৃপতিবর্গ, ব্রাহ্মণ, কৌতূহলী সাধারণ মানুষ—উত্তেজিত নিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন স্বয়ম্বরসভার মধ্যে অন্য কোনো শব্দ নেই। যুবক ব্রাহ্মণটির জ্যা রোপণ যেন কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা।

একটি তীব্র অনুরণন! জ্যায়ের তীব্র কম্পন! অতিক্ষুদ্র, অতিকষ্টবেধ্য সেই ছিদ্র দিয়ে... সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখেন, নিমেষের মধ্যে পুনরায় আরও এক তীব্র অনুরণন তুলে, আবারও একটি শর গিয়ে স্থাপিত হল পূর্ব শরটির পশ্চাদভাগে। এবং পূর্বের শরটি বিদ্ধ করে রয়েছে লক্ষ্যবস্তুটি। দর্শকাসনে উপবিষ্ট জনগণ প্রতিক্রিয়া জানাতে বিস্মৃত হয়েছে। তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে, একের পর এক—পরপর পাঁচটি শর, যেন শরের মালিকা—সেই লক্ষ্যবস্তুটিকে বিদ্ধ করে, নামিয়ে এনেছে ভূমিতে!

পেরেছে! পরাক্রমী নৃপতিগণ নয়, এই এই ব্রাহ্মণ সফল হয়েছে লক্ষ্যভেদে।

বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থা কাটতেই, স্বয়ম্বরসভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার বারবানল জ্বলে ওঠে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পূর্ব কয়েকদিন যাবৎ আপন আপন ব্রহ্মতেজ, অথবা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-পূর্বক মুদ্রা-উপঢৌকন-দ্রব্য হস্তগত করেছেন, তাঁরা আজ ক্ষত্রিয়ের উপর স্বজাতির বিজয় দেখে, সেই পূর্ব গম্ভীরাচরণ বিস্মৃত হয়ে, বসন-প্রকম্পিত করে উদ্বাহু নৃত্য আরম্ভ করলেন।

যে সমস্ত নৃপতি শরাসনে জ্যা পর্যন্ত সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যাঁরা ধনুক উত্তোলনের মুহূর্তেই ভূপতিত হয়েছেন, যাঁরা হীনবীর্য ব্রাহ্মণকে কার্মুকের দিকে গমন করতে দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন—তাঁরা অসি নিষ্কাশন করে, কুলদেবতার নাম স্মরণপূর্বক স্বয়ম্বরপ্রাঙ্গণকে রণক্ষেত্র বানিয়ে তুললেন মুহূর্তের মধ্যে।

কতিপয় ধাবন করেন সেই যুবক ব্রাহ্মণ ও তাঁর ভ্রাতাগণের উদ্দেশে, কতিপয়

ছুটে এলেন দ্রুপদকে লক্ষ করে। এই যুদ্ধের স্থিতিতেও মঙ্গলগীতি নিনাদিত হল, বেজে উঠল শতাঙ্গ তূর্য, সূত ও মাগধগণ স্তুতিপাঠ আরম্ভ করলেন, যোদ্ধাদের মস্তকের উপর পতিত হল পুষ্পবৃষ্টি—পাঞ্চালের রাজকর্মচারীগণ আপন আপন ভারপ্রাপ্ত কর্মে নিয়ত। তাদের উপর কঠোর আদেশ, কৃষ্ণার বর প্রাপ্তি ঘটলেই যেন প্রতিটি কর্ম সুচারুরূপে সাধিত হয়। যুদ্ধের কথা কেউই হয়তো কল্পনা করেননি!

স্বয়ম্বরসভায় একটিমাত্র ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া হল সকলের চেয়ে ভিন্ন। পার্শ্বের কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠভ্রাতার দিকে তাকিয়ে তিনি মৃদু হাসেন। জ্যেষ্ঠ উত্তেজনাপ্রিয় ব্যক্তি। চতুর্দিকের হুলুস্থূল অবস্থায় বড়োই আমোদ পেয়েছেন। আসনে বসেই নিজের পা'দুটিকে কম্পিত করে চলেছেন অস্থিরভাবে। নৃপতিদের ইতস্তত ধাবন, অসি সঞ্চালন, যুদ্ধের পরিস্থিতি নির্মাণ দর্শনমাত্র নির্ণয় করার চেষ্টা করেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন। কনিষ্ঠের দিকে দৃষ্টি চালনার অবকাশ তাঁর নেই।

অপরদিকে, কনিষ্ঠজনকে দেখে তাঁর উত্তেজনা অনুমান সম্ভব নয়। অথচ, ব্রাহ্মণ যুবাটি অনায়াস ভঙ্গিতে কার্মুক সজ্য করার মুহূর্তে কনিষ্ঠই আপন আসনের হস্ত-বিশ্রামদণ্ডটিকে সজোরে চেপে রেখেছিলেন। অথবা যখন, অঙ্গরাজ কর্ণ দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে এসেছিলেন ধনুকের কাছে।

দুশ্চিন্তায় শ্বাস টেনে ধরেছিলেন তিনি। মহারাজ দ্রুপদ যে শর-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন একমাত্র পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের নিমিত্তে, সেটি যে সুতপুত্র কর্ণ অবলীলায় জয় করতে পারবেন—সে সম্ভাবনার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন স্বয়ং বাসুদেবও। কিন্তু সঠিক সময়ে পরিকল্পনার ছিদ্র বন্ধ না করলে, পরবর্তীতে তা আর নিরাময়যোগ্য থাকে না। সেই কারণেই, যখন অনায়াস ভঙ্গিমায় ধনুক উত্তোলন করলেন রাধেয়, যখন চক্ষুর নিমেষে তাতে গুণারোপণ ও শর সংযোজন করলেন—বাসুদেব প্রমাদ গুনেছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। যদি রাধেয় লক্ষ্যভেদ করেন, তাহলে এতদিন যাবৎ সজ্জিত করে রাখা সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হবে।

সেই দৃশ্য, নিজের পরাজয়ের প্রথম সোপানটিকে অবলোকন করবেন না বলেই, দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। মুখচ্ছবি শান্ত, অথচ স্বয়ম্বরসভায় নিনাদিত দ্রিমিদ্রিমি দুন্দুভি-ধ্বনি যেন তাঁরই হৃৎপিণ্ডজাত।

কিন্তু ধন্য সখী পাঞ্চালী! ধন্য তার অর্জুন প্রেমাভিলাস! ধন্য নিয়তিদেবীর কৌতুক! যে পুরুষটিকে সে কখনও দর্শন করেনি, তার নামমাত্র শ্রবণেই তাকেই পতিত্বে স্বীকার করেছে মনে মনে। কী অবলীলাক্রমে, সর্বাঙ্গসুন্দর, গুরুনিতম্বিনী যাজ্ঞসেনী, দৃপ্তকণ্ঠে সভা মধ্যে উঠে ঘোষণা করলেন, 'নাহং বরায়ামি সূতম্!'

বাসুদেব একবার হাসেন, সত্যই কি নামমাত্র শ্রবণ! সেই দিন, সামান্য সময়ের মধ্যেই অর্জুনের অভিমুখে পাঞ্চালীর হৃদয়টিকে চালিত করার ক্ষেত্রে বাসুদেবের কি কোনো ভূমিকাই ছিল না!

অনুরূপভাবেই, অর্জুনকে দেখেও, তাঁর ধমনিতে রক্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায়। যদিও তাঁর হৃদগতির তীব্রতা কেউ উপলব্ধি করতে পারে না কখনোই। বরং, জ্যেষ্ঠ বলভদ্র মাধ্বীর পাত্রে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়ে, সেই সময়ে একবার তাচ্ছিল্যের স্বরে হেসে উঠেছিলেন, 'কৃষ্ণার রূপলাবণ্য দর্শন করে এই ব্রাহ্মণটিও পঞ্চশরে আহত হল দেখছি, কানহা! এইবার কেমন ধৌতি উন্মুক্ত হয় দেখো!'

বলভদ্রের অপর দিক থেকে সাত্যকি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকায়, 'বাসুদেব, শ্রেষ্ঠতম ক্ষত্রিয় ধনুর্ধরগণ যেখানে ব্যর্থ হলেন, সেখানে এই সামান্য ব্রাহ্মণ যুবকটি... বড়োই আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। কীভাবে? ধরায় যেন দ্বিতীয় দ্রোণাচার্য অবতীর্ণ হয়েছেন!'

বাসুদেবের মুখে কপট বিস্ময় ফুটে ওঠে, 'সে কী সত্যকপুত্র! যোদ্ধা হয়েও তোমার দৃষ্টি এতই অনুন্নত? ছি, ছি! তোমার বীর্যের প্রতি যে সন্দেহ তৈরি হল!'

সাত্যকির দৃষ্টি থেকে প্রশ্নচিহ্ন তখনও অপসারিত হয়নি। বাসুদেব স্বয়ম্বর প্রাঙ্গণের দিকে ভ্রূ-নির্দেশ করলেন, 'দ্বিতীয় দ্রোণাচার্য নয়, দ্রোণের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য! উত্তমরূপে লক্ষ করো, ব্রাহ্মণেরা পাঁচ ভ্রাতা। একজন মহাবাহু, বিশালাকার ভ্রাতা প্রবল পরাক্রমে নৃপতিদের সঙ্গে যুদ্ধে রত। যাজ্ঞসেনী যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দিল, সেই ধানুকিটির অভ্রান্ত লক্ষ্য ইতিমধ্যে দেখেছ। অপেক্ষাকৃত কিশোর দুই ভাইকে দেখো, সর্বাগ্রের ওই জ্যেষ্ঠটিকে দেখেছ? তাঁর সমস্ত শরীর যেন বিনয় দ্বারা আবৃত। এখনও এদের যথার্থ পরিচয় বলে দিতে হবে, সাত্যকি? কী ভ্রাতা, সংকর্ষণ?'

বলভদ্রকে অবলোকন করে বাসুদেব উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। বলভদ্র হতচকিত মুখে, মুখব্যাদান করে, সম্মুখে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান যেন শূন্য। 'মক্ষিকা প্রবেশ করবে যে ভ্রাতা! মুখ বন্ধ করুন! আজ্ঞে হ্যাঁ, জতুগৃহে

পাণ্ডবগণ মৃত্যুবরণ করেননি, তাঁরা জীবিত। এবং, এই মুহূর্তে তৃতীয় পাণ্ডব, রাজা যজ্ঞসেনের জামাতা রূপে, কুরু বংশের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হলেন।'

বলভদ্র সংবিৎ লাভ করেই, আসন ত্যাগে উৎসুক হলেন, 'চলো, চলো কৃষ্ণ, এই মুহূর্তে গিয়ে এই খণ্ডযুদ্ধে আপন স্বসাজদের সঙ্গদান করি।' তাঁর দক্ষিণ হস্তে আপন আয়ুধটি উঠে এসেছে। বাসুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিরস্ত্র করলেন, 'এখনও সঠিক সময় উপস্থিত হয়নি, ভ্রাতা। দ্রুপদ-নন্দিনীকে দর্শনমাত্র সমস্ত রাজন্যবর্গ এতই কামুক হয়ে পড়েছিলেন, কেউই পাণ্ডবদের লক্ষ করেননি। অথচ, লক্ষ করা উচিত ছিল। অর্থাৎ, কেউই তাঁদের প্রকৃত পরিচয় এখনও জানে না। সহসা সকলের সম্মুখে তাঁদের পরিচয় উদঘাটন না করাই শ্রেয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালের পক্ষ থেকে এঁদের পরিচয় গ্রহণ করার পরেই আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।'

বাসুদেবের ওষ্ঠপ্রান্তে চতুর হাসি। উষ্ণীষে গ্রথিত ময়ূরপুচ্ছটিকে একবার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে নিজ আসনে বসে, দীর্ঘ একটি শ্বাস নিলেন। তাঁর দৃষ্টিও একজনের তীব্র, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নিবদ্ধ। ছদ্মবেশী ভীমার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে, ক্ষতবিক্ষত নৃপতিদের মাঝে, তাঁর দৃষ্টি-অসি বাসুদেবের শরীর ভেদ করে, প্রবিষ্ট হচ্ছে আরও অভ্যন্তরে। তিনি অনন্যোপায়, কপটাচারী বাসুদেবকে এই স্বয়ম্বরসভায় আক্রমণ করা যাবে না, নইলে মগধ-নরেশ জরাসন্ধ এই মুহূর্তে নিজের তরবারিকে বাসুদেবের রক্তে স্নান করাতেন। তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কোনো মোক্ষম সময়ে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই ব্যক্তিটির চিহ্নটুকুও জম্বুদ্বীপ থেকে একদিন অপসারিত করবেন।

বাসুদেবের ওষ্ঠপ্রান্তের হাসি প্রশস্ত হয়ে ওঠে।



'হে ঈশ্বর! এইটিই কি তবে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অর্ধরাজ্য? কুটিল অন্ধ বৃদ্ধ! তবে পাণ্ডবদের কেন দ্রুপদরাজ্য থেকে সমাদর করে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে

গিয়েছিল? কেন বলেছিল, পাণ্ডুপুত্রদের দেওয়া হবে অর্ধরাজ্য!' দেব রৌহনেয় ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বাম হস্তের করতলে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি দ্বারা আঘাত করলেন। 'আমার শিষ্য সেখানে উপস্থিত থাকলে কিছুতেই এই অন্যায় সহ্য করত না। পিতার কথা অমান্য করে, সে হস্তিনাপুরের অর্ধেকই পাণ্ডবদের দান করত!'

অশ্ব থেকে অবতরণের পূর্বেই চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলভদ্র উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রতিটি অনুভূতির প্রকাশই বড়ো প্রবল। সন্তর্পণে, সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে, শ্রবণসীমার বাইরে গিয়ে কোনো বাক্যই তিনি উচ্চারণ করতে পারেন না। 'আচ্ছা কানহা, তুমি তো সেইদিন কুরুসভায় উপস্থিত ছিলে, কীভাবে হতে দিলে এই প্রবঞ্চনা? এ যে ন্যায় বিচারের নামে প্রহসন! অপদার্থ অর্জুনও কি সেই সময়ে নাসিকাগর্জনপূর্বক নিদ্রামগ্ন ছিল?'

দ্বারাবতী থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ আগমনের পথে, প্রায় সারাক্ষণই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারকটি দেব বলভদ্রকে মাধ্বী পরিবেশন করে গিয়েছে, অতিরিক্ত মাধ্বী সেবনের ফলেই হোক, বা ক্রোধবশত—দেব বলভদ্রের চক্ষু দুটি আরক্তিম। তিনি রোষ কষায়িত নেত্রে বাসুদেবের দিকে তাকালেন।

'জ্যেষ্ঠ, আপনার প্রিয় শিষ্যটি সেখানে কেবল উপস্থিতই ছিলেন তাই নয়, পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থ দানের পশ্চাতে তাঁর পরামর্শের অবদানও বিশেষ কম ছিল না!' বাসুদেবের কণ্ঠস্বর নিস্তরঙ্গ।

'কী!' যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেন না বলভদ্র, 'আমার দুর্যোধন এ-হেন অপকর্ম কিছুতেই সম্পাদন করতে পারে না। তুমিই মিথ্যাবাদী। এ প্রমাণ আগেও পেয়েছি।'

বাসুদেব ওষ্ঠপ্রান্তে সুস্মিত রেখা দেখা দেয়, 'জ্যেষ্ঠ, ব্যক্তিচরিত্রের বিভিন্ন প্রতিচ্ছায়া আপনার দৃষ্টিতে কখনোই প্রতিফলিত হয় না। আপনার ধারণা, মানবমাত্রেই হয় অতি উত্তম হবে, অথবা অতি মন্দ—বিভেদটি কি এতই সরল যাদবতিলক?' কপট ভর্ৎসনার ভঙ্গিমায় বাসুদেবের দক্ষিণ তর্জনী উত্থিত হল।

এই সময়গুলিতে তাঁদের দুজনকে আপাতদৃষ্টিতে অবলোকন করলে বিভ্রান্তি জন্মায়, কে জ্যেষ্ঠ, কে-ই বা কনিষ্ঠ! 'ধৈর্য ধরুন, ওই প্রান্তের বিষয়গুলি সুব্যবস্থা করে দিয়ে আপনার নিকটে উপস্থিত হচ্ছি, আপনি বরং সুভদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। সে অভাগিনী তার জ্যেষ্ঠের পথ তাকিয়ে বসে আছে।' অশ্ব হতে অবতরণ করে, বাসুদেব, সাত্যকির অভিমুখে গমন করতে গিয়েও, পুনরায় বলভদ্রের দিকে

ফিরলেন, 'আর হ্যাঁ, সুভদ্রা এখন কুরুবংশের বধূ, পাণ্ডবদের সম্মুখে তাকে কিন্তু বিবাহ বিষয় নিয়ে পুনরায় তিরস্কার করবেন না! অর্জুনের সঙ্গেও ভদ্র আচরণ করবেন! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, ক্ষেত্র বিশেষে, বরিষ্ঠদেরই পরবর্তী প্রজন্মের সম্মুখে নত হতে হয়!'

'বৃষ্ণী-শৃগালের যেমন অভিমত!' দেব বলভদ্র অনন্যোপায়ভাবে শির সঞ্চালন করে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে এগিয়ে যান। 'সাত্যকি, কর্মচারীদের নির্দেশ দাও, শকটটি যেন প্রাসাদের পশ্চাদভাগে, রন্ধনশালার সম্মুখে নিয়ে যায়। ভাণ্ডারকক্ষ সেখানেই রয়েছে, শকট হতে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করায় সুবিধা হবে। বাহিতিকাটি আমায় দাও, শুভেচ্ছা-বার্তা আমি স্বয়ং দেব।'

সুভদ্রার বিবাহ-পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় সেই সময়ে কোনো উপঢৌকন প্রেরণ করতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ। তাই মাসাধিক কালের মধ্যেই, উৎকৃষ্টমানের ঘৃত, সামুদ্রিক লবণ, শুষ্ক মৎস্য, খর্জুর এবং মিলারেপা প্রেরিত ষোড়শ হস্ত দীর্ঘ ও অষ্ট হস্ত প্রশস্ত বাহিতিকা কম্বলসহ ভগিনী সকাশে তাঁদের এই আগমন। যদিও বলভদ্র এখনও সম্পূর্ণরূপে এই বিবাহকে সমর্থন করছেন না, তথাপি বাসুদেবের বিরুদ্ধাচরণ তাঁর স্বভাব নয়। পথের মধ্যেও বহুবার তিনি নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করেই তাঁর মনোযোগ নিমেষে অন্যত্র কেন্দ্রিত হল।

সাত্যকি একবার শিরসঞ্চালন করে, মৃদু গলা বলে ওঠেন, 'হে দেব, আমিও কিন্তু আর্য সংকর্ষণের সঙ্গে সহমত! অর্ধরাজ্য দানের নামে এ কী ছলনা! সামান্য কয়েকটি নবনির্মিত কুটির, আর এই অট্টালিকাটি ভিন্ন আর কোনো বাসগৃহ নেই! এক প্রান্তে অনুর্বরা ধরিত্রীর অমার্জিত রূপ, অন্য প্রান্তে যতদূর দৃষ্টিপাত করা হয়, অগম্য গহিন অরণ্য। কীভাবে বাস করবেন পাণ্ডবগণ! কুরুরাজের এ কী নীতিবিগর্হিত বিচার!' অরণ্যের নিকটবর্তী অংশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসাই সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'বাসুদেব!' একটি চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে আসে তার কণ্ঠ থেকে, 'দেখলেন, দেখলেন? আমাদের দেখে বনের অভ্যন্তরে কয়েকটি ছায়া মূর্তি দ্রুতগতিতে গভীরে অপসারিত হয়ে গেল। কাদের বাস এই অরণ্যে? তারা নিশ্চয়ই আমাদের আগমন থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করছিল। এখন আমার মনোযোগ তাদের প্রতি যাওয়ায়, গভীরে লুকিয়ে পড়েছে।'

বাসুদেব অরণ্যের দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন, 'খাণ্ডবপ্রস্থের এই অরণ্যে অনার্য নাগজাতির একটি শাখা বহু প্রজন্ম থেকে বাস করে। বর্তমানে তাদের প্রধানপুরুষ তক্ষক অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন দুর্ধর্ষ রাজা। পাণ্ডবগণ যে অর্ধরাজ্য হিসাবে এই অংশটি লাভ করেছে, তার অন্যতম কারণই এই তক্ষক।'

'অর্থাৎ?' সাত্যকির দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটে উঠল।

'ধৃতরাষ্ট্র জানেন, তক্ষকের অধিকার থেকে কোনোদিনই তিনি রাজ্যের এই অংশটি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না। কিন্তু সে বিষয়ে পরে চিন্তা করা যাবে। এখন চলে এসো সাত্যকি। পথশ্রমে তুমিও ক্লান্ত, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম সকলেরই প্রয়োজন। তক্ষকের প্রতিষেধক আমি ইতিমধ্যেই স্থির করে রেখেছি; প্রয়োজন সামান্য সময়ের।'

'আমার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই বাসুদেব, আপনার অভিপ্রায় শুনতে বড়োই ব্যাকুলতা হচ্ছে যে!' বাসুদেবের গতির সঙ্গে সাত্যকির পদক্ষেপ এগিয়ে চলে, 'পূর্বেই আপনি এই বিষয়টি জ্ঞাত থাকলে, কেন নিষেধ করলেন না যুধিষ্ঠিরকে? স্বয়ম্বরসভার পরে, আপনার আন্তরিক প্রেম-পাশের ফলে, তিনি আপনাকে নিজেদের অন্যতম সুহৃদ, উপদেষ্টা বলেই গণ্য করেন। শুভানুধ্যায়ীর কর্তব্যই হল ব্যক্তিকে যাবতীয় বিপদ থেকে সচেতন রাখা। তাহলে কেন তাঁদের দ্রুপদ রাজ্যেই অধিষ্ঠানের পরামর্শ দিলেন না?'

যুবা সাত্যকির রক্তে চাঞ্চল্য অনুভব করে, বাসুদেব শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তাঁর চলার গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে, এই আলোচনা সম্ভব হবে না। কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর অনুত্তেজিত, সামান্য কৌতুক-মিশ্রিতই বা, 'সবই যদি আমিই নির্ণয় করব, আর্যাবর্তের রাজনৈতিক রথচক্র আবর্তিত হবে কীভাবে, শিনিপৌত্র?' সাত্যকির স্কন্ধে হাত রাখেন তিনি, 'আগামী দিনে যিনি জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ হবেন, যাঁর ছত্রচ্ছায়ায় আমরা সকলে নির্বিঘ্নে বসবাস করব, তাঁকে পরামর্শ দেব, শ্বশুরালয়বাসের? পথশ্রমে তুমি অতিশয় ক্লান্ত হয়েছ দেখছি! মস্তিষ্কটিও সঠিকভাবে কাজ করছে না।' বাসুদেব হেসে উঠলেন।

'না, আসলে তা নয়, কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি আমার বোধগম্য হচ্ছে না, আর্য!' সাত্যকির বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন তারই পরম আরাধ্য বাসুদেব। সামান্য অভিমানে তার চিবুকটি বক্ষ স্পর্শ করে।

'বেশ, আর রসিকতা করব না, এই প্রতিশ্রুতি দিলাম,' বাসুদেব তার দক্ষিণ করতলটি নিজের করতলে ধারণমাত্রই, ত্যাগ করলেন, 'এইবার বলো?'

'একচ্ছত্র অধিপতি শব্দবন্ধটি উচ্চারণ করলে প্রথমেই যে ব্যক্তির দেহাবয়ব আমার সম্মুখে প্রস্ফুটিত হয়...,' সামান্য স্তব্ধ হল সাত্যকি। সম্ভবত এই কথাটি বাসুদেব সকাশে কীভাবে ব্যক্ত করবে, তা অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছে। 'নির্দ্বিধায় বলো, আমি সদা কর্ণময়!' সাত্যকির সংকোচ বুঝতে পারেন বাসুদেব। তথাপি তার কুণ্ঠা যেন দূর হয় না। 'মানছি যুধিষ্ঠির স্থিতপ্রজ্ঞ, বিনয়ী, সৎ। পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরামর্শ বিনা কর্ম করেন না। কিন্তু তাঁকে রাজাধিকাররূপে কল্পনা করতে পারি না। মগধনরেশ জরাসন্ধই এই পদের উপযুক্ত যেন!'

সহসা দ্রুতগতিতে শির সঞ্চালন করে সে, 'না না, সামান্য ভুল হল; উপযুক্ত নন, এই স্থানটি তিনি অধিকার করে রেখেছেন। অন্য কাউকে যদি সেই পদ অধিগ্রহণ করতে হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমতাবলে, বাহুবলে, লোকবলে ও কৌশলে এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হতে হবে। অন্য কোনো পথ তো নেই বাসুদেব! এই পৃথিবীতে জরাসন্ধকে পরাস্ত করবে, এমন নৃপতি কোথায়? আপনি স্নেহপরবশ হয়েই দেব যুধিষ্ঠির তথা পঞ্চপাণ্ডব সম্পর্কে এমন আস্থাসূচক কথা বলছেন।'

'এখানে এসো, এই কুট্টিমের উপর সামান্য উপবেশন করি। দেব সংকর্ষণের কোনো চিহ্ন দেখছি না, অন্তঃপুরে ভগিনীকে পেয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে বিস্মৃত হলেন দেখছি!'

পাণ্ডবগণ, যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে রেখে পরিচারক সহ বাসুদেবের অভিমুখে আসছিলেন। পরিচারকদের প্রত্যেকের হাতে পাদ্য, অর্ঘ্য। বাসুদেব উচ্চস্বরে যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ করে হেসে উঠলেন, 'তিষ্ঠ ভ্রাতা! এই অবোধ শিশুটিকে ইন্দ্রপ্রস্থ, ও পাণ্ডবদের ক্ষমতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞানবার্তা প্রদান করি। তোমার পাদ্য-অর্ঘ্যের ধৈর্য নিশ্চয়ই সাত্যকির তুলনায় অধিক? তাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলো।'

যুধিষ্ঠির সত্যই বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর উপস্থিতি বাসুদেবের কাম্য নয়, অনুধাবন করে, দূর থেকে প্রণাম জানিয়েই তিনি অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

'তুমি অদৃষ্টবাদী, নাকি পুরুষকারে বিশ্বাস রাখো, সাত্যকি?' বাসুদেব অচঞ্চল দৃষ্টিতে সাত্যকির দিকে তাকালেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে পূর্বের কৌতুক নেই।

'পুরুষকারে, আর্য!' সাত্যকির ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

'বাহ, তোমার নিকট থেকে এমন উত্তরের অভিপ্রায়ই ছিল! তাহলে জেনে রাখো, পাণ্ডবগণের এই পুরুষকারের প্রতি আস্থার দ্বারাই আমি আকৃষ্ট হয়েছি। আর মগধনরেশ জরাসন্ধ যদি আর্যাবর্তের সম্রাট হয়ে বসেন, তাহলে সেই দিন থেকেই আর্যাবর্তের দুর্ভোগের সূচনা হবে। একজন নয়, দুইজন নয়, ষড়শীতি নৃপতিকে তিনি বন্দি করে রেখেছেন। সম্রাট হওয়ার পূর্বেই যাঁর এ-হেন আচরণ, তাঁর একনায়কতন্ত্রে সকলের কী দুরবস্থা হবে, কল্পনা করেছ?

অন্যদের প্রসঙ্গ থাক, যাদবদের পরিস্থিতি ভেবেছ, সাত্যকি? এই অবস্থা কি আমি জ্ঞানত হতে দিতে পারি? আর, যুধিষ্ঠিরের কথা—জরাসন্ধ যদি একবার জম্বুদ্বীপের রাজনৈতিক পটভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান, তাহলে সেই নৃপতিগণ প্রশ্নাতীতভাবে যুধিষ্ঠিরকেই সম্রাট বলে মান্যতা দেবেন। ধৃতরাষ্ট্র কেবল চক্ষু দ্বারাই অন্ধ নন, তদুপরি জ্ঞানান্ধও। নতুবা, পাণ্ডবদের মধ্যে যে প্রবল সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে, সেটিকে উপেক্ষা করে, তাদের অসহায় ভেবে পরিত্যাগ করেন! কুরু বংশের নৃপতি এটুকু অনুধাবন করলেন না, অরক্ষিত পরাক্রম প্রতিপক্ষের হাতে গিয়ে পড়ার অর্থই হল, স্বহস্তে আত্মঘাতী অস্ত্র নির্মাণ। পাণ্ডবরা এখন কিন্তু সম্বলহীন নেই, সাত্যকি! আর্যাবর্তের অন্যতম শক্তি পাঞ্চাল তাদের আত্মীয়; যুধিষ্ঠিরের বিচক্ষণতা-ধীশক্তি, ভীমসেনের বাহুবল, অর্জুনের অলৌকিক পরাক্রম—সব কিছুই কোন্ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে? দেখে নিয়ো যুযুধান, এই ইন্দ্রপ্রস্থই হয়ে উঠবে ভাবীকালের সমগ্র আর্যাবর্তের রাজধানী।' বাসুদেবের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।

অরণ্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি। 'খাণ্ডবপ্রস্থ থেকে তক্ষককে বিতাড়িত করার জন্য সামান্য কৌশল—এই ধরো, সহসা যদি অগ্নিদেব তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেন, এই অরণ্য তিনি ভক্ষণ করতে চান, সেই বিষয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করেন—সেই কৌশলটুকু অবলম্বন করলেই ক্ষুদ্র সমস্যা থেকে বৃহৎ সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে।' ঝটিতে অরণ্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, তিনি পূর্বের সেই কৌতুকের মানসিকতায় ফিরে এলেন, 'এইবার এসো বৎস। বিস্মৃত হোয়ো না, সুভদ্রাও ক্ষত্রিয় যাদবকন্যা। ভ্রাতাই হোক আর যেই হোক, তার সঙ্গে সর্বাগ্রে সাক্ষাৎ না করলে, আমার দেহটির মধ্যে সে আর প্রাণবায়ু রাখবে না।'



অগ্নির লেলিহান শিখা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে যেন নিমেষে গ্রাস করে ফেলবে। চতুর্দিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। শত যোজন বিস্তৃত এক জ্বলন্ত অরণ্যের অভ্যন্তর হতে আর্ত চিৎকার তুলে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার প্রয়াস করে চলেছে অসংখ্য অসহায় জীব। তাদের আকুল প্রার্থনা, ভয়ার্ত চিৎকারে কর্ণকুহর বিদারিত হয়।

ওই একটি মৃগশাবক দ্রুত বেগে ধেয়ে এল সম্মুখভাগে। তার সমস্ত দেহ অগ্নিকবলিত। অধিক দূরে যেতে পারে না সেই নিরীহ প্রাণী, অদূরেই সম্মুখ আনত হয়ে ভূপাতিত হল। তার উন্মীলিত করুণ দৃষ্টি সুবিচারের আশায়, শূন্যে নিবদ্ধ। ওই একটি অর্ধদগ্ধ ক্রৌঞ্চ, জ্বলন্ত বৃক্ষশাখা থেকে পক্ষ বিস্তারের উপক্রমমাত্র ভূমিতে পতিত হল।

না, না ভূমিতে কই, চতুর্দিকে অগ্নিসমুদ্র, সেই তীব্র অগ্নিশিখার অভ্যন্তরেই বিলীন হল ক্রৌঞ্চের দেহ। ওই অগ্নি সমুদ্রের অন্যপ্রান্ত থেকে নাগ গোষ্ঠীর অশ্বসেনের মাতা অগ্রসর হয়ে এল। 'আপন চক্ষুর সম্মুখে নিজের প্রিয়তম পুত্রকে তিলে তিলে দগ্ধ হতে দেখলে কেমন বোধ হয় জানো? কীভাবে জানবে? তুমি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! সমস্ত মানবিক সুখ-দুঃখাদির ঊর্ধ্বে তোমার অবস্থান। এক মাতার যন্ত্রণা কীভাবে অনুভব করবে? সন্তানের প্রাণরক্ষার নিমিত্তে নিজেকে আহুতি যে কেবলমাত্র এক অনার্য, অমার্জিত নারীই দিতে পারে। তাদের যন্ত্রণাবোধ কখনও অনুভব করেছ, হে ভগবান!' তার জিহ্বা যেন লেলিহান শিখার চেয়েও তীব্র। প্রত্যেকবার 'ভগবান' শব্দের সঙ্গে তার রসনার কশাঘাত তীব্রতর হয়ে উঠছে।

নাগমাতার কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গে বিকৃত হয়ে গেল, 'অনার্যরা যে আপনাদের কাছে মনুষ্য পদবাচ্যই নয়! তারা নাগ, তারা পক্ষী, তারা রাক্ষস! কী যেন জনশ্রুতি আছে নাগরিক সভ্যতায়, ওহ! আমরা নাকি নরখাদক! চমৎকার! করতালি দাও হে সকলে!' নভোমণ্ডল নিনাদিত করে জ্বলন্ত অরণ্যের প্রত্যেক স্থান হতে অসংখ্য অদৃশ্য হাতের করতালি ধ্বনিত হল। এইবার যেন কর্ণকুহর বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

জ্বলন্ত অগ্নি থেকে সহসাই একটি অগ্নিপুরুষ নির্গত হয়ে, একেবারে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তার স্কন্ধ বিস্তৃত কেশরাশি এই অগ্নিবর্ণ, তার চক্ষুদুটিও জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায়। সমগ্র দেহ অগ্নিময়। সে যেন মানব নয়, অগ্নিনির্মিত কোনো অলৌকিক পুরুষ। তার কণ্ঠস্বর থেকে তীব্র চিৎকার নির্গত হয়, 'কপটাচারী, নির্লজ্জ! তুমি নাকি যাদবকুলতিলক! ধিক তোমাকে!' তার মুখ হতে নিষ্ঠীবনের স্থানে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসে। 'শত শত অসহায় জীবের প্রাণ হরণ করলে, এই প্রাণঘাতী যজ্ঞের মূল্য পরিশোধ তোমাকেই করতে হবে! কী অপরাধ ছিল তাদের?' একটি প্রজ্বলিত তর্জনী উঠে আসে সুস্থিত ভঙ্গিতে, 'অপরাধী! শঠ! যুদ্ধের কৌশলের অছিলায় প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করো!' কোষমুক্ত হল একটি তরবারি, তার উদ্যত ফলাটিতে পাবক-প্রতিফলন।

পরমুহূর্তেই দৃশ্যান্তর ঘটে যায়। কোথায় সেই জ্বলন্ত অরণ্য, কোথায় সেই অযুত অযুত প্রাণীদের হাহাকার, জ্বলন্ত, দগ্ধ দেহ! এই মুহূর্তে এক প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অগ্নিময় পুরুষ, তার শরীরে হুতাশনের চিহ্নমাত্র নেই। অনতিদূরে একটি গুহামুখ দৃশ্যমান।

সে দ্রুত পদক্ষেপে ধেয়ে আসে সম্মুখে, 'রণছোড়! আজই তোর অন্তিম দিবস! দেখি কত অলৌকিকের আচ্ছাদন আজ তোর জীবনরক্ষা করে! দৈবীশক্তি! হা হা হা!' গগন প্রকম্পিত করে হাসির রব ওঠে, 'অবশেষে পলায়ন-বৃত্তি নিলেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান! চমৎকার।' সেই গুহামুখটিতে বিনা প্রস্তুতিতেই প্রবেশ করে অসিধারক। 'কালযবন এত অনায়াসে নিষ্কৃতি দেবে না যাদববংশকে।' তার মুখ থেকে অনর্গল বাক্যস্রোত বয়ে চলেছে, 'এই বংশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন আমার পিতার। আশৈশব সেই অপমানের জ্বালা আমার হৃদয়কে দগ্ধ করে এসেছে। আজ তোর বক্ষের রুধিরধারা দিয়েই পিতৃতর্পণ করব!'

পরমুহূর্তেই এক প্রবল বিস্ফোরণের শব্দে অঞ্চলটি অনুনাদিত হয়। কালযবনের ছিন্নভিন্ন দেহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা মুচকুন্দ, এবং তার দেহটিকে স্পর্শ করে, ভূলুণ্ঠিত অপর এক পুরুষ। সে ধীরে ধীরে নিজের মুখ তোলে, রক্তলাঞ্ছিত সেই আনন যে অতি পরিচিত। পুরুষটির দৃষ্টিতে ঘৃণা, ব্যঙ্গ। 'স্বজাতিকে বধ করার সময় কেমন অনুভূতি হল বাসুদেব?' তার হাত দুটি প্রণামের ভঙ্গিতে উঠে এসেছে, কিন্তু তা যে নিদারুণ পরিহাস, তাতে সংশয় নেই।

'অবশেষে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে, আমার প্রাণ নিলেন,

যাদবশিরোমণি? এই শতধন্বার ন্যায় সামান্য যাদবের প্রাণ-হরণ ভিন্ন কি কোনো উপায়ই ছিল না?' শতধন্বার ওষ্ঠের হাসি বিকৃত হল, 'ঘাতক! তুমি ঘাতক ব্যতীত অন্য কিছুই নও!'

মুচকুন্দের তর্জনী প্রসারিত হয়, 'হত্যাকারী! এক ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে প্রাণ হরণ করতে তোমার দ্বিধাটুকুও হয় না!' কালযবনের মৃত শরীর থেকে গর্জন ভেসে আসে, 'অপহন্তা!', লক্ষ লক্ষ দগ্ধ প্রাণীদেহ থেকে তীব্র বিলাপধ্বনি নির্গত হয়, 'ঘাতক! ঘাতক! ঘাতক!' অবশেষে, নাগমাতা নিজের দগ্ধ দীর্ঘ দেহ দ্বারা এমনভাবে বেষ্টন করতে শুরু করে, যাতে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়ে ওঠে।

'না!' তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে বাসুদেব ঝটিতে শয্যায় উঠে বসেন। তাঁর সমস্ত দেহ স্বেদসিক্ত, তৃষ্ণায় কণ্ঠ মরুভূমি প্রায়। হৃৎপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক দ্রুত। মুহূর্তের জন্য অনুধাবন করতে বিফল হলেন তিনি কোথায় আছেন! আজকের স্বপ্নটিকে গণনা করলে, ক্রমাগত বারোটি রজনী তিনি এই দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। দুঃস্বপ্ন, নাকি বাস্তব ঘটনার দৃশ্যাবলিই তাঁর অবচেতনে এসে বারংবার আক্রমণ হেনেছে।

স্মরণে এল, তিনি পাণ্ডবদের প্রাসাদে অবস্থান করছেন। পালঙ্কের পার্শ্বস্থ একটি কুট্টিমের উপরে, মৃৎপাত্রে কর্পূর মিশ্রিত জল আচ্ছাদিত করে রাখা ছিল। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জলটুকু গলাধঃকরণ করেও তৃষ্ণা নিবারণ হল না। তিনি শয্যা ত্যাগ করে, বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। উত্তর দিক থেকে আগত শীতল বাতাস তাঁর স্বেদাক্ত শরীরকে শীতল করে তুললেও, তাপিত হৃদয় কীভাবে শান্তি লাভ করবে!

সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় ব্যতীত হওয়ার পরে, তিনি নিদ্রায় গিয়েছিলেন। উষালগ্নের আর সামান্যই বাকি। বাসুদেব একটি শ্বাস ফেললেন। যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণাকক্ষে আজ আলোচনা সভা আয়োজিত হবে। যদিও ইতিপূর্বেই মহর্ষি দ্বৈপায়নের সঙ্গে মন্ত্রণায় ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি সম্পাদন করেই রেখেছেন; তবু আজকের এই পরামর্শ সভা থেকে যে নির্যাস উঠে আসবে, তা আর্যাবর্তের চরম গুরুতর রাষ্ট্রবিপর্যয়টি রোধের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বাসুদেব জানেন, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, তিনি ও ঋষি ধৌম্য, বিকল্পহীন পরামর্শটিই দান করবেন যুধিষ্ঠিরকে।

নভোমণ্ডলে বিভাবসু স্বমহিমায় বিরাজমান। কোনোদিন এত বিলম্ব তাঁর হয়

না। পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তাঁর অপেক্ষা করছেন। মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন বাসুদেব। শশক-গতিতে স্নানাদি সমাপ্ত করে, অলিন্দ ধরে হেঁটে চললেন মন্ত্রণা কক্ষের উদ্দেশে। এই উন্মুক্ত অলিন্দে চোখ রাখলে অদূরের খাণ্ডবপ্রস্থের বিস্তৃত ভূভাগ দেখা যায়।

কোথায় সেই গহন অরণ্য! এখন যতদূর দৃষ্টি পড়ে, দিগন্ত-বিস্তারী প্রশস্ত প্রান্তর। দেখতে দেখতে তাঁর পদক্ষেপ ধীর হয়ে আসে। দহনের কলঙ্ক চিহ্ন এখনও এই অঞ্চলের শরীর থেকে অপনোদিত হয়নি। তারই মধ্যে কুশ জাতীয় তৃণগুল্ম জন্মেছে স্থানে স্থানে। কিছু সংখ্যক মানুষ সেই স্থানটি থেকে ভস্মীভূত লতা-গুল্মের অঙ্গার, দগ্ধ বৃক্ষাবশেষ, পরিষ্কার করছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কয়েকজন বংশ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ দ্বারা গৃহাদি নির্মাণে রত।

নবাগত শিশুদের কলহাস্য-ধ্বনি এই অলিন্দ থেকে শুনতে পেলেন তিনি। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে, রাজকর্মচারীগণ দূর দেশ থেকে ব্রাহ্মণ সহ চতুর্বর্গের ব্যক্তিদের পরিবার সহ আমন্ত্রিত করে এনেছে। তাদের দেওয়া হবে নিষ্কর ভূমি, বসবাসের উপযুক্ত গৃহ, যোগ্যতা অনুসারে কর্ম। এই শিশুরাই একদিন ইন্দ্রপ্রস্থের গৌরবগাথা বহন করে নিয়ে যাবে। উজ্জ্বল দিবালোকে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে সেই অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্নের কালিমা ধীরে ধীরে বাসুদেবের মন থেকে বিলীন হতে থাকে। কোনো এক সময়ে গিয়ে, এই ব্রাহ্মণদের পদসেবা করতে হবে। পাদ্য দ্বারা মার্জনা করতে হবে তাদের ধূলিধূসরিত চরণগুলি। বাসুদেব স্পষ্টই জানেন, এই আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণবর্গের অনুমোদন ও সমর্থন ভিন্ন কোনো ক্ষত্রিয়েরই অস্তিত্ব নেই। সেই কারণবশত, সুযোগ পেলেই ব্রাহ্মণদের চরণমার্জনার কর্মটি তিনি আপন হস্তে সমাধা করেন। সেবা—উচ্চবর্ণীয়ের হৃদয়ে স্থান লাভের সরলতম ও সহজতম পন্থা!

বাসুদেবের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত জড়তা ত্যাগ করে, দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেন। কক্ষটিতে যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমসেন ভিন্ন অন্য কেউ নেই। 'আসুন, আর্য, স্থান গ্রহণ করুন।' যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বর সদা মার্জিত।

একটি অনুচ্চ কাষ্ঠাসনে বসে বাসুদেবই প্রথম কথা শুরু করেন, 'সত্য করে বলো তো ধর্মপুত্র, মহর্ষি ধৌম্য, মহামান্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেখানে সম্মতি প্রকাশ করেছেন, সেখানে কেন তুমি পুনরায় আমার অভিমত জানতে চাইছ?'

যুধিষ্ঠিরকে কখনও উচ্চস্বরে বার্তালাপ করতে শোনেননি বাসুদেব, আজও

তার অন্যথা হল না। 'দেব, আপনি আমাদের পরম সুহৃদ হলেও, আর্যাবর্তের রাজনীতি সম্পর্কে যেহেতু আপনি সম্যকরূপে অবগত, তাই স্নেহবশত কোনো ভ্রান্ত মতামত আপনি দান করবেন না।'

কৃষ্ণ স্মিত হাসেন, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে জম্বুদ্বীপের রাজনীতির কোনো সংবাদই রাখেন না, ভ্রমবশতও সে কথা ভেবো না। কেবল তোমাদেরই নয়, এই আর্যাবর্তের প্রতিটি ক্ষমতাশালী নৃপতির কার্যাবলি, তাঁদের চিন্তাভাবনা, তাঁদের ভবিষ্য-পদক্ষেপ ব্যাসদেবের নখদর্পণে! ক'টা দৃষ্টান্ত দেখতে চাও?'

বাসুদেবের অনতিদূরেই যুধিষ্ঠির একটি আসনে বসেছিলেন। উঠে এসে সহসাই আকুলভাবে বাসুদেবের করতল ধারণ করলেন, 'না, না, বাসুদেব, তাঁর রাজনীতিবোধ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমার নেই। এখন অনুধাবন করি, কেন তিনি আমাদের একচক্রা নগরীতে আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি অতিমাত্রায় মমতাশীল। ভয় হয় বাসুদেব, আমি কি বাস্তবিকই রাজসূয়যজ্ঞের উপযুক্ত হোতা?'

'কেন নও, যুধিষ্ঠির? পুরাকালে যাঁরাই রাজসূয়যজ্ঞ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের তুলনায় তোমার ক্ষমতা তো কম নেই! কেবল একটি মাত্র অসুবিধা।' কৃষ্ণের মুখে দুশ্চিন্তার গাঢ় ছায়া ।

'আমি থাকতেও অসুবিধা?' ভীমসেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আস্ফালন করে উঠলেন।

'ভ্রাতা,' ভীমসেনের স্কন্ধে মৃদু পেষণ করে, অর্জুন তাঁকে ইঙ্গিতে স্তব্ধ হতে বলেন।

এখন বাসুদেব ও জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্য কারো কথা না বলাই শ্রেয়। কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ অপেক্ষা, অর্জুন সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণে বিশ্বাসী। কিন্তু ভীমসেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই ক্ষেত্রবিশেষে এই বলশালী জ্যেষ্ঠটিকে বালকোচিত ধমক না দিলে কার্যসিদ্ধি হয় না।

'কীসের অসুবিধা ব্যক্ত করুন, আর্য!' যুধিষ্ঠির তখনও বাসুদেবের করতল ত্যাগ করেননি, 'আমাদের কোনোদিন বিপথে চালিত করবেন না জেনেই, আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাইছি। তেমন হলে এই বাসনা আমি ত্যাগ করব।'

'না, না, যুধিষ্ঠির, তুমি ধর্মপুত্র! এই আর্যাবর্তে তুমি ভিন্ন কে ধর্মসংস্থাপন করবে? সমগ্র আর্যাবর্তকে একটি সুশৃঙ্খল রাজ-ছত্রচ্ছায়াতলে কে আনবে?

রাজসূয়যজ্ঞ তুমি করবে, কিন্তু তার পূর্বে, একটি সতর্কবার্তা দিয়ে রাখি। মগধ নরেশ জরাসন্ধ ইতিমধ্যে ষড়শীতি রাজাকে বন্দি করে রেখেছেন, শত পূর্ণ হলেই তাঁদের সকলকে বলি দিয়ে, নিজে সম্রাট আখ্যায় ভূষিত হবেন। এই মুহূর্তেই আর্যাবর্তের কোনো ক্ষমতাশালী রাজশক্তির স্পর্ধা নেই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ভেবে দেখো, যদি তিনি একবার নরমেধযজ্ঞে সাফল্য লাভ করেন, তাহলে তুমি ইহজীবনে আর কোনোদিন সম্রাট হতে পারবে না।'

বাসুদেবের কথা শ্রবণমাত্র যুধিষ্ঠিরের মুখে হতাশা ফুটে ওঠে। 'তাহলে এই দিবাস্বপ্ন দর্শন আমি বন্ধ করি কৃষ্ণ। বৃথা প্রত্যাশা রাখা বিচক্ষণ ব্যক্তির শোভা পায় না।'

'আমার বাক্য তো এখনও সমাপ্ত হয়নি, ধর্মপুত্র!' কৃষ্ণের বাক্যে নিগূঢ় অর্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করে, যুধিষ্ঠির ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। 'যদি তুমি জরাসন্ধকে হত্যা করতে পারো, তাহলে এই ছিয়াশি জন নৃপতি সানন্দে তোমার অধীনতা মেনে নেবেন। তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত রাজপুরুষেরাও তোমার দিকে মিত্রতার হাত বাড়াবেন। জরাসন্ধের কারাগার থেকে রাজন্যবর্গের গুপ্তচর আমার সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছিলেন,' অনৃতভাষণে কখনোই বাসুদেবের কণ্ঠস্বর কম্পিত হয় না। 'তাঁদের প্রত্যেকেই, এই আর্যাবর্তের সম্রাট স্বরূপ তোমাকেই অধিষ্ঠিত দেখতে চান।'

'কিন্তু এইমাত্র নিজমুখে যে বললেন, জরাসন্ধের পরাক্রমের জন্য কেউ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় না। হস্তিনাপুর বলুন বা পাঞ্চাল, সকলেই মগধের সঙ্গে মৌখিত চুক্তির বিনিময়ে দূরত্ব বজায় রেখেছে। জরাসন্ধকে তাহলে আমাদের মতো হীনবল ব্যক্তি হত্যা তো দূরস্থান, পরাজিতই বা করবে কীভাবে? তার মৈত্রীসংগঠনও তো শুনেছি সাংঘাতিক শক্তিশালী!' যুধিষ্ঠিরকে ক্রমাগত ভগ্নোৎসাহ দেখায়।

'নিজের পক্ষটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছ তো?' যুধিষ্ঠিরের নিরাশ দৃষ্টি বাসুদেবের উজ্জ্বল মায়াবী চোখের সঙ্গে মিলিত হল। কক্ষের মধ্যভাবে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত একটি কুট্টিম। শলা-পরামর্শ সূত্রে যাবতীয় চিত্র এখানেই অঙ্কিত হয়। কুট্টিমের পার্শ্বস্থিত একটি পীঠিকার উপর কতকগুলি শুভ্রবর্ণের চূর্ণখণ্ড রাখা। একটি গোলাকার খণ্ড তুলে নিয়ে, কুট্টিমের উপর আর্যাবর্তের মানচিত্র অঙ্কন করলেন বাসুদেব। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুন, মানচিত্রটির উপর আনত শির হয়ে, মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকেন।

'প্রথমেই কোন্ কোন্ প্রান্তের নৃপতিগণ পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করবেন, সে বিষয়টি অবধান করো, এর ফলে তোমার আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পাবে। পূর্বদিকের পাঞ্চাল রাজ্য তোমার পরম আত্মীয়, তাঁদের আশ্রয় ও আশীর্বাদ ইতিমধ্যেই তোমরা লাভ করেছ। পশ্চিমে যাদবগণ, অন্তত আমার একনিষ্ঠ সুহৃদবর্গের সাহায্য তুমি পাবে। উত্তর দিকের অষ্টাদশ ভোজগণ জরাসন্ধের ত্রাসেই পলায়ন করেছেন, তাঁদের যদি আশ্বাস দান করে ফিরিয়ে আনতে পারো, তাহলে তাঁদের সমর্থন তোমরাই লাভ করবে।

একই যুক্তি শূরসেন, ভদ্রকায়, পটচ্চব, ও পূর্বকোশলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে তোমার মাতুল পুরুজিৎ তোমাদের পুত্রাধিক স্নেহ করেন, তিনি অবশ্যই সমর্থন করবেন।' আর্যাবর্তের মানচিত্রে ক্রমশ শুভ্র বিন্দু ফুটে উঠতে থাকে। যেন এই ভূখণ্ডের উন্নত বক্ষটিকে কেউ মুক্তামালা দ্বারা সজ্জিত করে তুলছে। 'কুরুগণের সাহায্য আশা কোরো না, তাঁরা অর্ধরাজ্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, এমন এক ভূখণ্ড তোমাদের দান করলেন, যে ভূমি তাঁরা নিজেরাই উদ্ধার করতে পারতেন না।'

ভীমসেনের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে এল, 'এত অধিক সংখ্যক সমর্থক রয়েছেন আমাদের পক্ষে? তাহলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। সম্মুখ সমরে আমরা অবশ্যই জরাসন্ধকে নিকেশ করব।'

ভীমের উৎসাহের আতিশয্য লক্ষ করে বাসুদেব হাসলেন। 'স্থির হও ভ্রাতা। এইবার জরাসন্ধের মৈত্রী-জোটের বর্ণনা দিই। চেদীরাজ শিশুপাল তাঁর সন্তানসম। তদুপরি, তাঁর সেনাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করছেন। এই শিশুপাল আমার জ্ঞাতীভ্রাতা হওয়া সত্ত্বেও, দেবী রুক্মিণীকে আমি বিবাহ করায়, তার সঙ্গে শত্রুতা ব্যক্তিগত রূপ নিয়েছে। এবং, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। ফলে, শিশুপাল যে তোমাদের বিশেষরূপে অনিষ্ট কামনা করে, সে কথা বলাই বাহুল্য। করূষদেশের বক্ররাজা, করভ, দন্তবক্রের মতো নৃপতিগণ তাঁর মিত্র। জম্বুদ্বীপের বহির্ভাগে, পশ্চিমখণ্ডে, ভগদত্তও জরাসন্ধের পক্ষে।'

যুধিষ্ঠিরের মেরুদণ্ড ঋজু হল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলেন, 'ভগদত্ত অর্থাৎ যবনরাজ ভগদত্তের কথা বলছেন?' বাসুদেব নিঃশব্দে শির সঞ্চালন করেন। 'কিন্তু এ যে অসম্ভব, বাসুদেব!' যুধিষ্ঠিরের বিস্ময়াবিষ্ট দশা কিছুতেই দূর হয় না, 'তিনি যে আমাদের পিতার মিত্র ছিলেন! পিতার জীবৎকালে, প্রয়োজনে তাঁকে

সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। আজ তিনি আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন না, এ হতে পারে না।' বাসুদেব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় মৃদু হাসেন, 'অনতিকাল পরেই তুমি সম্রাট হবে, ধর্মপুত্র! রাজনৈতিক মিত্রতার মানদণ্ড যে একস্থানে চিরকাল স্থির থাকে না, সে কথা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে?'

যুধিষ্ঠির একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মাথা নত করলেন। 'আর কে কে জরাসন্ধ শিবিরে রয়েছেন, তাই বলুন। সমস্ত বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করেছি। এই আমি নিশ্চুপ রইলাম।'

'পূর্বের বঙ্গ, কিরাত ও পুণ্ড্রক দেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেবও জরাসন্ধের পক্ষে।' অর্জুন এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। এইবার তাঁর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই পামরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করার অভিলাষ আমার বহুদিনের। বায়স হয়ে ময়ূরপুচ্ছ ধারণের স্পর্ধা দেখায় এই দুর্মতি।'

বাসুদেব তাঁর স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত রাখেন, 'শান্ত হও, পার্থ। তোমার সখাকে অনুকরণ করলেই সে তোমার সখার ন্যায় হতে পারবে না! অতি উত্তেজনা নয়, এখন প্রয়োজন স্থির মস্তিষ্কের।' বাসুদেব তিনজনের মুখের দিকে ক্রমান্বয়ে তাকিয়ে আবার মানচিত্রে নিজের দৃষ্টি স্থির করলেন, 'বিদর্ভের নৃপতি ভীষ্মক, রুক্মিণীর পিতা হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আমাতে সন্তুষ্ট নন; আমার শত্রু জরাসন্ধের সঙ্গে সেই কারণেই তিনি মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।'

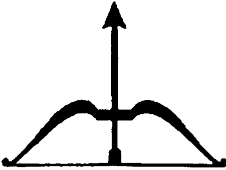
মানচিত্র থেকে সরে গিয়ে, কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উঠে গেলেন যুধিষ্ঠির, 'বাসুদেব, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে, সুদূর দ্বারকা থেকে আপনাকে আসতে বলেছিলাম, কেবল এক ব্যর্থ কার্যের পরামর্শ চাওয়ার জন্য! আমায় ক্ষমা করুন। জরাসন্ধকে সম্মুখ সমরে হত্যা করা অসম্ভব! অর্জুন যত প্রতিভাসম্পন্ন ধনুর্ধরই হোক না কেন, জরাসন্ধকে হত্যা করা তার পক্ষে...

বাসুদেব উঠে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলে ওঠেন, 'সম্মুখ সমর—' কৃষ্ণের ওষ্ঠ প্রসারিত হল, 'শব্দ দুটি তো আমি একবারের জন্যেও উল্লেখ করিনি, ধর্মপুত্র!'

অর্জুন ও ভীমসেন ঋজু হয়ে বসেন। এই অলৌকিক পুরুষটির দিকে তাকিয়ে থাকেন অপলক, 'বাসুদেব!' তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনে পিছন ফিরলেন শ্রীকৃষ্ণ, দৃষ্টি বিনিময় হল আর্যাবর্তের সবচেয়ে কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আর্যাবর্তের অন্যতম শক্তিশালী দুই রাজপুরুষের।

কক্ষের বাতায়ন থেকে আগত সূর্যালোক এসে পড়েছে পুষ্প-সজ্জিত একটি জলপূর্ণ প্রশস্ত পাত্রে। সেই প্রতিফলনের ফলে তাঁর মুখমণ্ডলে এক রহস্যময় আলোছায়ার ক্রীড়া। 'স্মর্তব্য, গুণীজনেরা ইতিপূর্বে বলে গিয়েছেন—যে শত্রু তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী, তাকে পরাক্রম দেখিয়ে কখনোই সম্মুখ সমরে আহ্বান করবে না। সর্বদা কৌশল অবলম্বন করবে। আমি, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, সমগ্র আর্যাবর্ত যাকে দেবতারূপে আরাধনা করে,' বাসুদেবের সযত্ন অভ্যাস-চর্চিত মুখমণ্ডলে দৈবভাব পরিস্ফুট হল, 'সেই বৃষ্ণীকুলতিলক তোমাদের বিধান দিচ্ছি, জরাসন্ধকে কৌশলে বধ করো। রাজসূয়যজ্ঞ সমাপনান্তে, আর্যাবর্তকে সংঘবদ্ধ করো, পাণ্ডবগণ!' অভয়মুদ্রায় তাঁর দক্ষিণ হস্ত উত্থিত হয়েছে। সমগ্র কক্ষে চন্দনের অপূর্ব সৌরভ। অর্জুন সহ প্রত্যেকের হাত স্বতই যুক্ত হয়ে আসে।

বাসুদেবের কণ্ঠস্বর কক্ষের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ে, 'আমিই তোমাদের সমস্ত মার্গ দর্শন করাব। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্মের দায়, সমস্ত পাপের ভার আমি গ্রহণ করলাম। এবং, তোমাদের সমস্ত পুণ্যের ফল—তা ভোগ করবে ভাবীকালের আর্যাবর্ত!'



দিকচক্রবালে প্রথম গৈরিক রেখাটি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মগধের নগর জীবন আরম্ভ হয়। উদ্যানপালন সত্যবানের দিনের সূচনা হয় তারও পূর্বে। নিশার অন্ধকারের মধ্যেই সে শয্যা ত্যাগ করে। তারপর ব্যক্তিগত উদ্যানের বৃক্ষতলে এসে উপস্থিত হয়। নিজে হাতে চয়ন করে উৎকৃষ্টতম অশোক, জাতি, যূথী, পারিজাত। এই সমস্ত পুষ্পের মালিকায় সজ্জিতা হবেন দেবী চণ্ডিকা। প্রভাতে মহারাজ জরাসন্ধ দেবালয় গমনের পূর্বেই সত্যবানকে প্রেরণ করতে হবে সতেজ পুষ্পগুলিকে।

উদ্যানের অন্তিম-প্রান্তে, যেখানে শোভনপুষ্পের বৃক্ষগুলি সমাপ্ত হয়ে, উদ্যান সীমা ও প্রান্তর একত্রে মিশে গিয়েছে, সেখানে অকুন্দ গুল্মের ঝোপ। একটি

একটি পুষ্প নির্বাচন করে, সে দেবাদিদেবের নিমিত্তে মালিকা গ্রথিত করে। মগধনরেশ জরাসন্ধ শৈব, মহাদেবের আরাধনায় কোনো ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারেন না। সত্যবান তাই নিষ্ঠাভরে নিজের কার্য সমাপন করে।

প্রকৃতপক্ষে মগধ তথা এই রাজধানী গিরিব্রজের সমস্ত নাগরিকই আপন-আপন কার্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সুসংহত শাসনব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করলে, সম্ভবত কোনো প্রজার অন্তরে আর বিশৃঙ্খলা ঘনীভূত হয় না। কী নেই এই মগধ নগরীতে! জলাশয়ে স্বচ্ছ কাকচক্ষু জল, বিপণিতে দ্রব্যসম্ভার, বিদ্যায়তনে সুপণ্ডিত আচার্য- বাধ্য শিক্ষার্থী, ধান্য-ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত শস্য, প্রজাদের ওষ্ঠপ্রান্তে অমলিন হাসি। সর্বোপরি একটি নিরবচ্ছিন্ন, সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা; যার আশ্রয়ে সুখে-শান্তিতে মগধবাসীর দিনাতিপাত হয়। সম্রাট জরাসন্ধের পরাক্রমের ফলে বহির্শত্রুর ভীতি নেই, নেই কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব।

সত্যবান মালিকাটি সমাপ্ত করে, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। ঊর্ধ্বপানে তার দৃষ্টি স্থাপিত হল, 'হে মহাদেব, আমাদের সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন। জরা তাঁকে স্পর্শ করে না ঠিকই, ব্যাধি থেকেও তাঁকে দূরে রেখো। তিনি অজেয় হোন। তাঁর সমস্ত শত্রু নিপাত যাক।' যুক্ত করটি ললাটে স্পর্শ করিয়ে, সে পথের মধ্যে নেমে আসে। মালিকাগুলি পৌঁছে দিতে হবে চৈত্যকপর্বতের মহাদেব মন্দিরে। পুরোহিত শান্তহোম তাঁর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকবেন। একটি বেত্র-পেটিকায় মালিকাগুলির সঙ্গে সে বহন করে নিয়ে চলেছে দেবতার অঙ্গরাগের সামগ্রী।

মগধ নগরীর বহির্প্রাকারের অভ্যন্তরে যে পাঁচটি নাতিদীর্ঘ পর্বতচূড়া অবস্থিত, তাদের মধ্যে পবিত্রতম হল এই চৈত্যক পর্বত। এই স্থানে মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে, প্রস্তর নির্মিত চতুষ্কোণ বেদির উপর বহু প্রাচীন একটি বিশালাকৃতি শৃঙ্গ সুসজ্জিত রয়েছে। প্রত্যহ পুরোহিত শান্তহোম সেটির অঙ্গরাগ করেন স্বহস্তে, তারপর সত্যবান আনীত মালিকাগুলির মধ্যে থেকে, কয়েকটি সুগন্ধি পুষ্পের মালিকা পরিয়ে দেন শৃঙ্গের দেহে। সমগ্র দিবস জুড়ে শৈব মগধবাসীর এই মন্দিরে গমনাগমন। ভগবান মহাদেবের প্রতীক এই শৃঙ্গটি, মগধনরেশ সহ প্রতিটি প্রজার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সম্ভারে পরিপূর্ণ আপণগুলির দ্বার একে একে উন্মুক্ত হচ্ছে। সম্মার্জনীর শব্দ শোনা যায় চতুর্দিকে। স্ত্রীগণ গৃহ প্রাঙ্গণে গোময়-করীষ লেপন, জল নিক্ষেপ ও ধৌতকরণে ব্যস্ত। কার্তিকের প্রভাতে, শিশিরসিক্ত তৃণের উপরে চরণ পড়তেই

অন্তঃকরণ শান্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। শান্ত-শীতল বাতাস সত্যকামের সর্বাঙ্গের ক্লান্তি অপনোদন করে বয়ে চলেছে। চৈত্যকের চূড়া আর সামান্যই। শান্তহোমের নাতিদীর্ঘ শরীরটি এখান থেকেই দৃশ্যমান। পঞ্চবিংশতিটি সোপান অতিক্রম করলেই, সে শান্তহোমের হস্তে সমর্পণ করবে এই সমস্ত অঙ্গরাজ সামগ্রী ও মালিকাগুলি। ওই শোনা যায় মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি!

পরম শান্তিতে সে করুণাময়ের নিকটে প্রার্থনা শুরু করতে যাবে, এমন সময় পিছন হতে একটি সজোরে চপেটাঘাতের ফলে সে সম্মুখ আনত অবস্থায় ভূপাতিত হল। বেত্র পেটিকাটি তার মাথা থেকে ছিটকে পড়ল অদূরে ধূলার উপর। পারিজাতের কোমলতম পক্ষগুলি ধূলালাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। অঙ্গরাগের সামগ্রী থেকে নির্গত হয়ে আসে লোধ্ররেণু। পতিত অবস্থাতেই বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে সত্যবান পশ্চাতে তাকায়, তিনজন বিশালদেহী ব্রাহ্মণ পরস্পরের সঙ্গে কৌতুক দৃষ্টি বিনিময় উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ছে। স্তম্ভিত সত্যবান প্রশ্ন করতে অবধি বিস্মৃত হয়েছে। অকারণে কোনো মগধবাসী অপর কোনো নাগরিককে এভাবে উত্ত্যক্ত করবে, এ তার কল্পনারও অতীত।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পরে সত্যবান উপলব্ধি করে, এই তিন ব্রাহ্মণ অন্যদেশীয়। ততক্ষণে সেই তিন ব্রাহ্মণ তার ভূপাতিত সামগ্রী থেকে উৎকৃষ্ট মালিকাগুলি আপন গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে। সমগ্র মুখমণ্ডলে অনুলেপন করেছে লোধ্ররেণু। মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণটির উল্লাস কিঞ্চিৎ কম। সে সত্যবানের দিকে একবারের জন্যেও দৃষ্টিপাত করেনি। তার দৃষ্টি চৈত্যক পর্বতের দিকে।

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অতিকায় দানবসদৃশ ব্রাহ্মণ উদ্বাহু হয়ে উল্লম্ফন-পূর্বক চিৎকার করে ওঠে, 'ওরে জরাসন্ধ, এই দেখ, তোর শমন ইতিমধ্যেই নিজের কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরিধান করেছে।' অপেক্ষাকৃত শান্ত ব্রাহ্মণটি, সেই ভীমকায় ব্রাহ্মণকে আহ্বান জানায়, 'এখানে সময় অপব্যয় করে লাভ নেই। ওই দেখো, মহাদেব মন্দিরের চূড়া, সেখানে কিঞ্চিৎ শরীরক্রীড়া অভ্যাস করবে চলো।' করতালি সহ অট্টহাস্য করতে করতে সেই ব্রাহ্মণেরা চৈত্যকের দিকে অগ্রসর হল।

ব্রাহ্মণদের বর্বরসুলভ আচরণ দর্শনে, পথিমধ্যে যে কয়েকজন পথিক ও গিরিব্রজবাসী উপস্থিত ছিল, তারা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। তাৎক্ষণিক বিহ্বলদশা দূর হতেই, কেউ কেউ সত্যবানের দিকে সাহায্যের নিমিত্তে এগিয়ে আসে। ক্ষুদ্র জনতার ভিড়টি থেকে প্রতিক্রিয়া ভেসে এল, 'এই শান্ত পরিবেশে এ

কোন্ অসভ্য ব্রাহ্মণের প্রবেশ ঘটল?' 'স্থানিক-অধিকর্তার নিকটে অভিযোগ জানাও সত্যবান!' 'ওই যে দেখো দেখো, তারা অমন দ্রুতবেগে মহাদেবের মন্দিরের দিকে উঠে যাচ্ছে কেন?' 'তাদের উদ্দেশ্য তো সৎ বলে বোধ হয় না, হে!' 'আরে আরে! এ কী করছ হে বিপ্রগণ!' সমবেত জনতাও সত্যবানকে ভূমি থেকে উত্তোলন করে, প্রাণপণে ছুটে যায় মন্দিরের দিকে।

ততক্ষণে সেই ভীমকায় ব্রাহ্মণ, ওই বিশালাকৃতি শৃঙ্গটিকে—যেটি উত্তোলনের নিমিত্তে তিন থেকে চারজন বলশালী পুরুষের প্রয়োজন হয়—দক্ষিণ হস্তের একটি মাত্র আকর্ষণে পীঠিকা থেকে নিক্ষেপ করেছে কঠিন প্রস্তর-ভূমির উপরে। মুহূর্তের মধ্যেই শতধা বিদীর্ণ হল মগধের আরাধ্য-প্রতীক। সেই শান্ত ব্রাহ্মণটি, অপর কৃষ্ণবর্ণের ব্রাহ্মণকে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, 'দেখেছ ফাল্গুনী, বৃকোদরের পরাক্রমের সম্মুখে সমস্তই কেমন ঝঞ্ঝাতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় অবলীলায় ধ্বংস হচ্ছে?'

জনতার দলটি বিস্ফারিত নেত্রে ব্রাহ্মণের বাহুবলের দৃষ্টান্ত দেখে। নিকটবর্তী হওয়ার সাহস পায় না। অদূরে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে পরামর্শ করে, 'সম্রাট জরাসন্ধকে সূচনা দিতে হবে।' 'সত্যবানই তো সম্রাটের নিকটে যাচ্ছে, সে-ই সংবাদ দেবে।' 'শুনেছি, সম্রাটের শরীর অধুনা সুস্থ নেই, কোনও এক ব্রতধারণ করেছেন তিনি। উপবাসের ফলে দেহও দুর্বল হয়ে পড়ছে।' 'দেব হংস ও ডিম্বক তো আছেন, চলো, তাঁকেই সংবাদ দেওয়া যাক!'

সেই বিশালদর্শন ব্রাহ্মণের উচ্চকিত রবে, আবার তারা কম্পিত হয়ে উঠল। 'কোন মুখে তাকে সম্রাট সম্বোধন করো হে মূঢ় জনপদবাসী? সম্রাট হওয়ার শর্তাবলি সে পূর্ণ করেছে নাকি?' তার বিকট স্বরে, জনতার মধ্যে নীরবতা নেমে এল। 'এইবার অন্তিম গন্তব্য জরাসন্ধের প্রাসাদ। অন্তিম কর্তব্য, জরাসন্ধকে শমন ভবনে প্রেরণ!' নদী অভিমুখ থেকে আগত শীতল-বাতাস ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার অট্টহাস্য। তার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে, শান্ত ব্রাহ্মণটির মুখে মৃদু হাস্য পরিস্ফুট হল।

মূল কর্ম সমাধার পূর্বে, মল্লযোদ্ধাকে ইত্যাকার পরাক্রম প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি করে দিলে, তাদের ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। আর, প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানে জরাসন্ধ—যাঁর মল্লের রীতিই হল অনিয়ম—সেখানে ভীমসেনের ভিতরের পুরুষকারকে অত্যুগ্র উৎসাহী করে তোলাই বাঞ্ছনীয়। নিরীহ মগধবাসীকে অকারণ অত্যাচার, মগধের কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্মারকচিহ্নের ক্ষতিসাধন, প্রজাবৃন্দের মধ্যে

বিহ্বলতার সৃষ্টি—সবই বাসুদেবের পূর্বপরিকল্পনার অন্তর্গত। সন্ত্রস্ত, কৌতূহলী জনতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাঁরা রাজভবনের দিকে এগিয়ে চলেন।

'ব্রাহ্মণ! ভিক্ষাপ্রার্থী?' জরাসন্ধের উপবাস-ক্লিষ্ট মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। বয়সোচিত কারণে হোক, কিংবা ব্রতধারণের ফলে, কপোলদুটি সামান্য অবনত। ফলে, তাঁর দীর্ঘ নাসিকাটি দীর্ঘতর দেখাচ্ছে। 'কোন দেশ হতে এসেছেন, হে দ্বিজগণ? প্রাথমিক দর্শনে আপনাদের ব্রাহ্মণ বলে বোধ হয় না।'

তিনি ভীমসেনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, 'পার্বত্য পবন উপজাতিসদৃশ্য বিশালাকৃতি দেহ, এমন পেশিবহুল শালস্তম্ভতুল্য বাহু,' তাঁর দৃষ্টি এইবার স্থাপিত হল অর্জুনের দিকে, 'অগ্রবাহুতে জ্যায়ের কিণাঙ্ক-চিহ্ন, আর নিজেকে ব্রাহ্মণ রূপে পরিচয় দিচ্ছেন? উত্তম!'

কৃষ্ণের দৃষ্টির উপরে এসে, তাঁর দৃষ্টি স্থির হল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলে বাসুদেবের দিকে। তাঁর ভ্রূ দুটি প্রবল কুঞ্চিত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। নিঃশব্দ শিকারি যেন পরিমাপন করছে আহত শার্দূলকে--- অথবা, বিপরীতটি। বাসুদেব শ্বাস চাপেন। কার্তিকের হিম-পরিবেশ, রাজপ্রাসাদের শীতল কক্ষে দাঁড়িয়েও তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে একটি স্বেদধারা ক্রমশ অবতরণ করছে। তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল লোধ্ররেণুলিপ্ত, কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফে আবৃত। কিন্তু এই মর্মভেদী অন্তর্যামী সুলভ দৃষ্টি! এটিকে কীভাবে গোপন করবেন তিনি! জরাসন্ধ তাঁর দিকে সম্মুখ আনত হলেন আরও কিছুটা।

'তিন বিদেশি ব্রাহ্মণ দর্শনাভিলাষী,' দ্বাররক্ষীর মুখে এইটুকু সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি পাদ্য ও মধুপর্ক সহ সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিন্তু এই তিন দ্বিজের আচরণ বিভ্রান্তিকর। জরাসন্ধের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা পাদ্য-মধুপর্ক গ্রহণ করলেন না। প্রস্তর মূর্তির ন্যায় দেহের দুই পাশে হস্তদুটিকে স্থির রাখলেন। কোনো আশীর্বচন নেই, স্বস্তিবাচন নেই, নেই মঙ্গলগীত। জটা-বল্কল, বেশভূষা ভিন্ন সমস্তই সন্দেহজনক। কোন্ ব্রাহ্মণ এভাবে সমগ্র দেহে-মুখে হরিৎ-গৈরিক রেণু লেপন করে! কণ্ঠে সুগন্ধি পুষ্পের মালিকা পরিধান করে! ললাটের চন্দন-সিন্দূর বিজড়িত তিলক বিশ্রীভাবে লিপ্ত হয়ে আছে। তা নিরীক্ষা করে, এঁরা শৈব, না গাণপত্য, নাকি বৈষ্ণব—অনুধাবন করা অসম্ভব।

বাসুদেবের দৃষ্টিকে আপন ভ্রূকুটি দ্বারা বিদ্ধ করেন জরাসন্ধ, 'এমন ক্ষত্রিয়ের

ন্যায় দেহ কেন আপনাদের? আমার পূজা গ্রহণ কেন করলেন না? প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করুন!'

বাকপটু বাসুদেব শুষ্ক ওষ্ঠ একবার লেহন করে বলে ওঠেন, 'ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজই তাঁর পরিচয়, এইবার সৎ, ও ধর্মজ্ঞ নৃপতির ন্যায় আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন!'

'তথাস্তু! বলুন কী আদেশ...

'সম্রাট!'

জরাসন্ধের বাক্য পূর্ণ হল না। অনুমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকেই এক সংবাদ-বাহক কক্ষের মধ্যে দ্রুত বেগে প্রবেশ করেই থমকে গেল। তার দৃষ্টি এই তিন ব্রাহ্মণের উপরে পতিত হয়েছে। জরাসন্ধ তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। সংবাদবাহকের দৃষ্টিতে ত্রাস, 'সম্রাট, এই তিন ব্রাহ্মণ মগধে প্রবেশমাত্র অমার্জিত আচরণ শুরু করেছেন। এমনকি,' তার কণ্ঠমণির উত্থান-পতন দেখা গেল, 'আমাদের আরাধ্য শৃঙ্গটিকেও বিনষ্ট করেছে, সম্রাট! এদের একজনের নাম ভীমসেন, অপরজনের ফাল্গুনী! তৃতীয়জনের জানা নেই।'

জরাসন্ধের চোয়ালের পেশি দৃঢ় হল। সংবাদবাহককে হাতের ইঙ্গিতে নিষ্ক্রমণের আদেশ দিলেন তিনি। তাঁর তীক্ষ্ণ অরিহন্তারক দৃষ্টি পুনরায় স্থাপিত হল বাসুদেবের দুই আয়ত চোখে। 'আমি জানি। যাদব কৃষ্ণ!' নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আক্রোশ ও ঘৃণায় তাঁর ওষ্ঠ বিকৃত হয়ে ওঠে।

'জরাসন্ধের নিকটে পৌঁছানোর জন্য অবশেষে ছলনার আশ্রয় নিতে হল বৃষ্ণীসিংহকে?' প্রতিটি শব্দ ছুরিকাঘাতের ন্যায় বাসুদেবের পঞ্জরে বিদ্ধ হচ্ছে। দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে না তিনি, বারে বারে নমিত হয়ে পড়ছে।

'নিয়তির কী প্রবল পরিহাস!' সশব্দে হেসে ওঠে মগধনরেশ, 'আমার কাছে এসে কী যাচঞ্চা করলে? ভিক্ষা? হা হা হা! যাদব শ্রীকৃষ্ণ ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন জরাসন্ধের নিকটে। হা হা হা, এ যে সভাবিদূষকের রসিকতার তুলনায় লক্ষগুণ হাস্যকর। আর কত কৌতুক দেখাবে হে বসুদেবনন্দন? কখনও যুদ্ধ ত্যাগ করে পালাবে, কখনও শত্রুর নিকটে ভিক্ষা যাচঞ্চা করতে আসবে! এখন যদি তোমাকে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে না দিই?' ভীমসেন ও অর্জুন এতক্ষণ স্তব্ধ ছিলেন। সহসা অর্জুনের বিনয়ী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তথাস্তু উচ্চারণ করেছেন যে! আমাদের প্রার্থনা তো পূর্ণ করতেই হবে, মহারাজ!'

জরাসন্ধের জ্বলন্ত দৃষ্টি অর্জুনের মুখের দিকে ঘুরে যায়, 'জরাসন্ধ তোমাদের ন্যায় কাপুরুষ নয়, প্রতিশ্রুতি রাখতে জানে। বলো কী তোমাদের মনোবাঞ্ছা?'

'আপনার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতরণ!' জরাসন্ধ এই তরুণটিকে একদৃষ্টে লক্ষ করেন। ভাবীকালের অন্যতম শক্তি হয়ে ওঠার সমস্ত লক্ষণ এর মধ্যে নিহিত। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয়। অযথাই এদের নির্বাচন করেনি!

জরাসন্ধ বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে? নাকি তোমাদের আরাধ্যদেব এই কপটাচারী বাসুদেবের সঙ্গে? কিংবা তোমাদের তিনজনের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে? নাকি একত্রে? স্মরণে রেখো, আমার এই প্রৌঢ়দেহে এখনও শত গজের শক্তি উপস্থিত। মল্লক্ষেত্রে আমি অজেয়!'

কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে নীরবে ভীমসেনকে পর্যবেক্ষণের পরে, তিনি হিমশীতল কণ্ঠে বললেন, 'ক্রূরমতির সঙ্গে যুদ্ধ আমায় গৌরব এনে দেবে না, তাই বাসুদেবের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ? উঁহু, কদাপি নয়! তৃতীয় পাণ্ডবের দৈহিক গঠনই বলে দেয়, সে মল্লে অনভিজ্ঞ। তাকে পরাজিত করার মতো তুচ্ছ কর্ম করে কী লাভ! এই মধ্যম পাণ্ডবই আমার উপযুক্ত! একেই মৃত্যুর ক্রোড়ে প্রেরণের গৌরব লাভ করব আমি। আর তুমি,' জরাসন্ধের তর্জনী বাসুদেবকে লক্ষ করে স্থির হল, 'আজীবন এর মৃত্যুর দায়ভার তোমাকে বহন করে যেতে হবে!'

দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, 'তোমরা মল্লাঙ্গনে এসো! হংস, ডিম্বক! কোথায় সকলে?' কক্ষের স্ফটিকাধারগুলি তাঁর কণ্ঠস্বরে সশব্দে কম্পিত হয়ে ওঠে।

রক্তলিপ্সু শার্দূলের মতো দেখাচ্ছে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ও মগধনরেশ জরাসন্ধকে। উভয়েই অভিজ্ঞ মল্লযোদ্ধা, এত অনায়াসে ক্লান্ত হবেন না। তবু আহত শ্বাপদের ন্যায় তীব্রভাবে শ্বাস গ্রহণ করে চলেছেন। তাঁদের বক্ষের উত্থান-পতন স্পষ্টতই দৃশ্যমান।

মল্লাঙ্গনের চতুর্দিকে মগধবাসীর নীরন্ধ্র সমাবেশ। গর্ভবতী নারী, হতদরিদ্র ভিক্ষুক, উলঙ্গ শিশু, বিচিত্রবেশী বণিক, নগরনটী-উদ্যানপালক-গুপ্তচর-বিপণীপ্রধান--- কে নেই আজকের এই মল্লের দর্শক রূপে। এই মল্ল যে শুধুমাত্র ক্রীড়া নয়, যে কোনো একজনের মৃত্যুর কারণ, তা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জরাসন্ধের উপবাস পীড়িত দেহের ক্ষমতা, প্রতি পদে ভীমকে বিস্মিত করে তোলে। এই ব্যক্তি বয়সে তাঁর দ্বিগুণ, তবু পরাক্রমে কখনও কখনও ভীমসেনকেই অতিক্রম করে যাচ্ছেন। ভীম পুনরায় জরাসন্ধের দিকে উন্মত্ত ষণ্ডের ন্যায় ধাবিত হয়ে এলেন। তাঁর দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি প্রথমে প্রসারিত হল, তারপর সবগুলিকে সংকুচিত করে, চিত্রহস্ত মুদ্রায় তিনি জরাসন্ধের বুকে প্রবল বেগে মুষ্ট্যাঘাত করলেন। জরাসন্ধ কিন্তু একবিন্দু নিজের স্থান থেকে অপসৃত হন না। দ্বিগুণ শক্তিতে তাঁর মুষ্ট্যাঘাত নেমে আসে ভীমের কবাটবক্ষ উদ্দেশে। ভীমসেন কয়েক পদ পিছিয়ে গেলেন। তাঁর পদাঘাতে মল্লাঙ্গন থেকে ঘৃতমিশ্রিত মৃত্তিকারাশি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মাগধী-রীতির মল্লযুদ্ধ ভিন্ন প্রকারের, সেটি ভীমসেনের জ্ঞাত। কিন্তু মগধ নরেশ স্বয়ং যে পদ্ধতি প্রচলিত করেছেন, সেই জরাসন্ধী-রীতিতে কোনো নিয়ম অনুসৃত হয় না। নির্ণয়ের চরম ও পরম মানদণ্ড---মল্লযোদ্ধাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু!

চাপা গর্জন করে তিনি আবার জরাসন্ধের দিকে অগ্রসর হলেন। জরাসন্ধের হাতদুটিকে নিজের হাত দ্বারা সবলে ধারণ করতেই, তিনি তীব্র বেগে নিজের পা দ্বারা, ভীমের পা'দুটিকে সরীসৃপের ন্যায় পেঁচিয়ে ধরে ফেলেন। দুটি শরীরকে দেখে জটিল গ্রন্থিবদ্ধ রজ্জু বলে ভ্রম হয়। তাঁদের আস্ফালনে মল্লক্ষেত্র কেঁপে ওঠে।

ভীমসেন জরাসন্ধের বাহু ত্যাগ করে, তিরবেগে তাঁর পিছনে গিয়ে বাহুমূল ধারণ করলেন এইবার। জরাসন্ধ প্রবল শক্তিকে নিজের স্কন্ধ দিয়ে আঘাত করেন মধ্যম পাণ্ডবের কপোল ও গ্রীবায়। উভয়ের শরীর থেকেই অবিরাম স্বেদধারা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে মল্লাঙ্গনের ভূমি। কর্দমলিপ্ত শরীরদুটি যেন ইহজগতের কোনো মনুষ্যদেহ নয়; তারা উঠে এসেছে রৌরবের অন্ধকারতম প্রকোষ্ঠ হতে।

জরাসন্ধ শরীরের একটি প্যাঁচেই নিজের পা'দুটিকে মুক্ত করে, ভীমসেনের শিরে পদাঘাত হানলেন। ব্রহ্মতালু থেকে নাভি পর্যন্ত যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয়ে গেলেন ভীম। কিন্তু সেই আঘাত করতে গিয়ে জরাসন্ধের মস্তকটি ভীমসেনের পায়ের পরিধির মধ্যে চলে আসে। এই সুযোগ ব্যর্থ যেতে দিলেন না বৃকোদর। সর্ব শক্তি একত্রিত করে তিনিও পদাঘাত করে বসলেন জরাসন্ধে মস্তকে। ভীমসেনের সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য পায়ের পেশি বা স্নায়ুতে কোনো বোধ অনুভব করতে পারলেন না তিনি।

দর্শকদের উত্তেজনা শিখরে পৌঁছেছে। মুহুর্মুহু করধ্বনিতে মল্লাঙ্গন নিনাদিত। দ্রুত ভীমসেন আত্মস্থ হয়ে, নিজের সবল পেশিবহুল হাতদুটিকে পূর্ণকুম্ভ ও চক্র মুদ্রায় ঘূর্ণিত করে জরাসন্ধের বুকে পুনরায় আঘাত করলেন; এবং মুহূর্তের মধ্যে তেমনই একটি আঘাত তাঁর বক্ষেও সবলে পতিত হল।

জরাসন্ধের প্রবল আস্ফালন, ভীমসেনের তীব্র কটুবাক্য, তাঁদের উভয়ের রণমত্ত ভঙ্গিমা, এই উত্তেজিত পরিবেশ, রক্তোন্মাদনা—দর্শকদের মধ্যে যে গর্ভবতী রমণীটি ছিল, সে সহসা অচৈতন্য হয়ে, ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। তার দুই জানুর মধ্য থেকে নির্গত হয়ে এল শোণিতের একটি বলিষ্ঠ ধারা।

সূর্য এখন মধ্য গগনে। দুই যুযুধান ব্যক্তির ছায়াদুটি ক্ষুদ্রতর দেখায়। মল্লাঙ্গনের কোনো প্রান্ত আর মসৃণ নেই, সর্বত্র তাঁদের দুজনের হস্ত-পদ-দেহ মর্দনের চিহ্ন। স্থানে স্থানে রক্তের আভাস। পরস্পর পরস্পরকে কফোনি দিয়ে আঘাত করেন। তাঁদের সর্বাঙ্গ রক্ত এবং ধূলি লিপ্ত।

জরাসন্ধ ক্রমাগত ভীমসেনের শরীরের নিম্নাঙ্গে আঘাতের সুযোগ অনুসন্ধান করছেন। কটিদেশে একটি মুষ্ট্যাঘাত করেই, আবার কণ্ঠে আঘাত করলেন। পুনরায় অণ্ডকোষে সবলে আঘাতের পর, উঠে এলেন স্কন্ধে আঘাত হানতে। ভীমসেন এই আক্রমণে সামান্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনিও আর্যাবর্তের অন্যতম মল্লবিদ। জরাসন্ধের প্রতিটি আঘাত, প্রতিটি কৌশল তিনি বাধ্য শিক্ষার্থীর ন্যায় দ্রুতবেগে শিখে, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন।

মল্ল বিশারদ বাসুদেব একদৃষ্টে মল্লযুদ্ধ নিরীক্ষণ করে চলেছেন। তিনি জানেন, অতি অনায়াসে এই যুদ্ধের নিষ্পত্তি হবে না। এবং, উভয়ের অবস্থা যেরূপ দেখছেন, তাতে যুদ্ধ সমাপনে অনন্তকালও অতিবাহিত হতে পারে। তাঁদের উত্তেজনা অর্জুনকেও স্পর্শ করেছে, তিনি অর্জুনের শ্বাস গ্রহণের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

এই প্রথমবার জরাসন্ধ যখন তাঁর কণ্ঠে আঘাত করতে এলেন, নিজের দক্ষিণ অগ্রবাহু দিয়ে তা রোধ করতে সক্ষম হলেন ভীমসেন। শুধু তাই নয়, জরাসন্ধের অনুকরণে একের পর এক আঘাত হানতে আরম্ভ করলেন মধ্যম পাণ্ডব। প্রবলবেগে নিজের হাতদুটিকে ঘূর্ণিত করে, পূর্ণচক্র মুদ্রায় আঘাত করলেন জরাসন্ধের বক্ষে। এই ঘূর্ণনের ফলে প্রতিঘাতের বেগ কয়েকগুণ প্রবল হয়। তারপর তৃণগুচ্ছের ন্যায় অঙ্গুলিগুলি সম্মুখভাগে প্রসারিত করে, তৃণপীড় মুদ্রায়

তাঁর হাত দুটি নেমে আসে জরাসন্ধের কণ্ঠ লক্ষ্য করে।

জরাসন্ধ প্রতি মুহূর্তে সুযোগ সন্ধান করছেন ভীমকে ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করার। একবার যদি কোনো মল্লযোদ্ধার পৃষ্ঠদেশ ভূমিতে স্পর্শ করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ অনায়াসেই জয়লাভ করতে পারে। কিন্তু ভীমসেনকে পরাজিত করা এতও সহজসাধ্য নয়। ভীমসেনের পৃষ্ঠভঙ্গের রন্ধ্র অনুসন্ধান করেন জরাসন্ধ। তর্জনী-মধ্যমা বক্র করে, অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলনসহ পূর্ণযোগ মুদ্রা প্রয়োগ করেও কোনো লাভ হল না। ভীমসেন প্রতিটি আঘাত হয় প্রতিরোধে সক্ষম হলেন, অথবা, দ্বিগুণ বেগে অনুরূপভাবে জরাসন্ধের শরীরেই আঘাত করলেন। কাল, মুষ্টি, পূর্ণযোগ—প্রত্যেকটি মল্লমুদ্রা ব্যর্থ গেল।

দর্শকের জায়গায় তিলমাত্র শূন্যস্থান নেই। গিরিব্রজবাসীদের সমবেত চিৎকারে মল্লপ্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত। বাসুদেব লক্ষ করলেন, জরাসন্ধের উপবাস-ক্লিষ্ট শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য তাঁকে পলমাত্র হলেও, স্থির হতে হচ্ছে। তেমনই একটি মুহূর্তে, ক্ষণকালের জন্য জরাসন্ধ স্তব্ধ হয়ে, জানুতে দুই হাত স্থাপন করে, ভূমির দিকে সামান্য ঝুঁকে শ্বাস গ্রহণ করছিলেন। বাসুদেব এমনই কোনো রন্ধ্রের অপেক্ষায় ছিলেন। জরাসন্ধের উপবাসের সময়টিকেও তো নির্বাচন করেছিলেন এই কারণেই!

সহসাই তিনি নিজের উত্তরীয়টি শূন্যে তুলে ধরে, বাতাসে ঘুরিয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন, 'দেব জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, এখন আঘাত কোরো না বৃকোদর! তিনি যে তাহলে প্রাণ ত্যাগ করবেন!'

বাসুদেবের ইঙ্গিত অনুধাবন করতে বিন্দুমাত্র কালাতিপাত করলেন না ভীমসেন। দর্শকের মিশ্রিত কলধ্বনি নিষ্প্রভ করে, তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'বাসুদেব, এই পাপাত্মা আপনাকে পীড়ন করেছে,' দ্রুতবেগে জরাসন্ধের নিকটে গিয়ে, তাঁর বাহুমূল ও কটি আকর্ষণ করে, মাথার উপরে তাঁর দেহটিতে তুলে ধরলেন। 'ছিয়াশিজন নৃপতিকে বন্দি করে রেখেছে,' প্রবলবেগে তাঁর দেহটিকে ঘূর্ণিত করতে আরম্ভ করেন।

রণোন্মাদ ভীমসেনের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত, চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ। দেহের প্রত্যেকটি পেশি যেন এই মুহূর্তের ত্বক ভেদ করে নির্গত হবে। 'এর জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই!' হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে জরাসন্ধের দেহটিকে ঘূর্ণিত করার পরে, সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপমাত্র, তাঁর পৃষ্ঠের উপর চেপে বসলেন বৃকোদর। দক্ষিণ

অগ্রবাহু দিয়ে ধারণ করলেন জরাসন্ধের গ্রীবা, বাম অগ্রবাহু দ্বারা জানুদ্বয়। একটিমাত্র সজোর সংকোচন!

জান্তব আর্তনাদ নির্গত হল জরাসন্ধের মুখ থেকে। প্রবল শব্দে জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ করলেন ভীমসেন। জরাসন্ধকে নিজের দিকে ফিরিয়ে, তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে বসলেন, 'জরা রাক্ষসীর আশীর্বাদ ধন্য সম্রাট জরাসন্ধের জয় হোক!' ভীমসেনের মুখনিঃসৃত লালায়, শোণিতে জরাসন্ধের রক্তাচ্ছাদিত চক্ষু-গণ্ড-মুখ-নাসিকা সিক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণের মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। তিনি জনরব ম্লান করে, পুনরায় গর্জে ওঠেন, 'হে পবনপুত্র, পবনের আঘাতে তৃণ কীরূপ দ্বিধা-বিভক্ত হয় দেখেছ? আপন পিতার নাম উজ্জ্বল করবে না?' ভীমসেন ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলে তাকালেন বাসুদেবের দিকে। সেই দৃষ্টির রক্তপিপাসা কোনো সুস্থচিত্ত মানুষের হতে পারে না। সিংহ নিনাদ করে, বক্ষ থেকে সরে গিয়ে জরাসন্ধের দুই জঙ্ঘার নিকটে চলে গেলেন ভীমসেন। দুই হাত দ্বারা ধারণ করলেন জরাসন্ধের দুই চরণ। তারপর সবলে দুটি পা দুই বিপরীত দিকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন।

আর দেখার প্রয়োজন নেই। যাদবকুলরক্ষক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্ত ভঙ্গিমায় ভূমিতেই আসন নিলেন। পশ্চিমাকাশে প্রবীণ দিবাকর বিলীয়মান। কাল প্রভাতে, আবার এক নতুন অরুণোদয়ের সঙ্গেই সমগ্র আর্যাবর্তে নতুন একটি অধ্যায় রচিত হবে। স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে স্থাপিত হবে জনহিতৈষী রাজতন্ত্র!

কোনো অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা নয়, সেই অধ্যায় রচনা করবে আর্যাবর্তের শত সহস্র মানুষ। মহাকালের প্রেক্ষিতে যাদের ভূমিকা অতি গৌণ। অথচ, তারা ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনো ইতিহাস নেই, নেই কোনো গৌরবগাথা। সেই নব-গৌরবগাথার কোনো একটি অতিক্ষুদ্র প্রান্তে, স্তিমিতভাবে লেখা থাকবে তাঁর নামটিও। বলা হবে, দেবপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কথা, তাঁর অলৌকিকত্বের কাহিনি। অথচ এই মার্গ দিয়ে যাত্রাকালে নিজেকে কতবার অগ্নিদগ্ধ করেছেন সাধারণ মানব বাসুদেব, কেউ সেই প্রশ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবে না।

তাঁর অবসন্ন চোখদুটি বন্ধ হয়ে আসে। এই তো সবে সূচনালগ্ন! এখনও এই দুই নয়নে বহু স্বপ্ন দেখা অবশিষ্ট। এখনও এই দুই চক্ষুকে সাক্ষী থাকতে হবে বহু দহনের। কে বলতে পারে, হয়তো এই পৃথিবী তাঁকে একদিন আর্যাবর্তসূত্রধার

নামে আখ্যায়িত করবে! কিংবা জর্জরিত করবে দোষারোপে! ভবিষ্যৎ কে দেখেছে?

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে একটি রহস্যঘন, কিংবা বিষাদময় হাসি।



সুপর্ণা চ্যাটার্জী ঘোষালের জন্ম (যদিও তিনি 'আবির্ভাব' বলে ভাবতেই পছন্দ করেন) ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, বীরভূমের কালীপুর নামক এক গ্রামে। বাংলায় স্নাতকোত্তর সুপর্ণা পেশায় পুরোদস্তুর অনুবাদক-লেখক হলেও নেশাতে আদতে কিসসাওয়ালা। নেশা বলতে আর রয়েছে রাতের আকাশ দেখা।

এযাবৎ সুপর্ণার অনুবাদ করা অমীশ ত্রিপাঠীর 'মৃত্যুঞ্জয়ো ভারত', আনন্দ নীলকান্তনের 'শিবগামীর উত্থান', সঞ্জীব সান্যালের 'মন্থনের মহাসাগর', নভোনীল চক্রবর্তীর 'ভুলে যেয়ো না, অজানা', জন ক্লিল্যান্ডের 'ফ্যানি হিল : এক বারাঙ্গনার বারোমাস্যা', সায়ন চক্রবর্তীর 'WTF! জাস্ট হ্যাপেন্ড', প্রকাশিত হয়েছে ওয়েস্টল্যান্ড, যাত্রা, একা, ট্রামলাইন বুকস ও শালিধানের মতো প্রসিদ্ধ প্রকাশনা থেকে।

এবং, তাঁর প্রথম মৌলিক উপন্যাস, 'আসুরী' প্রকাশ পেয়েছে বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন ও প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'অন্তর্বাসনা : অন্তর্বাসের ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য' প্রকাশিত হয়েছে বইচই প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও, তাঁর লেখা অজস্র ছোটো-বড়ো গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। 'দহনপুরুষ' তাঁর প্রথম পৌরাণিক বিনির্মাণ।

তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদিন তাঁর লেখা বইতে আর 'লেখক পরিচিতি' লেখার প্রয়োজন হবে না।